ফোক্‌লা দিগম্বর।

প্রথম ভাগ।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

বাঙ্গালি বালিকা।

"এই বাটীতে ডাক্তার বাবু আছেন ?"

বাহির হইতে কে এক জন এই কথা জিজ্ঞাসা করিল।

"এ বাড়ীতে ডাক্তার আছেন ?"

আগ্রহের সহিত পুনরায় কে এই কথা জিজ্ঞাসিল। বামা কণ্ঠ বলিয়া বোধ হইল।

রাত্রি তখন প্রায় দশটা বাজিয়াছে। আমার আহারের স্থান হইয়াছে। আমি আহার করিতে যাইতেছি।

কে এই কথা জিজ্ঞাসা করিতেছে, তাহা দেখিবার নিমিত্ত লণ্ঠনটী হাতে লইয়া, আমি বাহিরে আসিলাম। দ্বারের নিকট যাই গিয়া উপস্থিত হইয়াছি, আর পুনরায় সেই স্বর অতি আগ্রহ-সহকারে আমাকে জিজ্ঞাসা করিল,—"মহাশয় কি ডাক্তার ?"

লণ্ঠনটী আমি তুলিয়া ধরিলাম। তখন আলোকের সহায়তায় দেখিতে পাইলাম যে, একটী স্ত্রীলোক এই কথা জিজ্ঞাসা

করিতেছিল। স্ত্রীলোক বটে; কিন্তু বয়ঃস্থা নহে। পূর্ণ যুবতীও তাহাকে বলিতে পারি না; কারণ তাহার বয়স ত্রয়োদশ কি চতুর্দ্দশ বৎসরের অধিক হইবে না।

আমি বিস্মিত হইলাম। একে স্থান কাশী, তাহাতে রাত্রি-কাল। রাত্রি দশটার সময় এরূপ অল্পবয়স্কা বাঙ্গালির মেয়ে ঘর হইতে বাহির হইয়াছে কেন? বালিকা কি হতভাগিনী?—জঘন্য ব্যবসায়-অবলম্বিনী?

এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে অন্যমনস্কভাবে আমি উত্তর করিলাম,—"তুমি বোধ হয়, রামকমল ডাক্তারকে খুঁজিতেছ? এ বাড়ী তাঁহার নহে। আরও একটু আগে গিয়া বাম দিকে যাইবে; সেই স্থানে জিজ্ঞাসা করিলেই রামকমল ডাক্তারের বাড়ী লোকে তোমাকে দেখাইয়া দিবে।"

আমার এই কথা শুনিয়া বালিকাটী কাঁদিয়া ফেলিল। চক্ষুর জল মুছিতে মুছিতে সে বলিতে লাগিল,—"ও মা! তবে আমি কি করি? রামকমল ডাক্তার রামনগর গিয়াছেন। আজ রাত্রিতে তিনি ফিরিয়া আসিবেন না। আমি তাঁহার বাড়ীতে গিয়াছিলাম। তাঁহার চাকরেরা আমাকে এই কথা বলিল। তাহারা আমাকে বলিয়া দিল যে, 'এই বাড়ীতেও একজন ডাক্তার সম্প্রতি কলিকাতা হইতে আসিয়াছেন, তাই আমি এখানে আসিয়াছি। ওমা, তবে কি হইবে? বিনা চিকিৎসায় বাবু হয়তো মারা পড়িবেন; তাহা হইলে আমার দশা কি হইবে?"

বিদেশে সেই রাত্রিতে সেই বাঙ্গালি কন্যার খেদ শুনিয়া মনে আমার বড় দুঃখ হইল। কুচরিত্রা স্ত্রীলোক বলিয়া পূর্ব্বে যে সন্দেহ হইয়াছিল, তাহার কথা শুনিয়া এক্ষণে সে সন্দেহ

অনেকটা দূর হইল। এতক্ষণ পর্য্যন্ত তাহার মুখশ্রী আমি নিরীক্ষণ করিয়া দেখি নাই। আমার খাবার প্রস্তুত ছিল; দুই চারি কথায় তাহাকে বিদায় করিয়া দিব, কেবল এই ইচ্ছা করিতেছিলাম।

এক্ষণে লণ্ঠনটী পুনরায় তুলিয়া ধরিলাম। লণ্ঠনের আলোক পূর্ব্বাপেক্ষা উজ্জ্বলভাবে বালিকার মুখের উপর পড়িল। বালিকার রূপ ও ভাবভঙ্গি দেখিয়া, আমি চমকিত হইলাম। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, তাহার বয়স ত্রয়োদশ কি চতুর্দ্দশ বৎসর। একখানি সামান্য সাদা কালাপেড়ে কাপড় সে পরিধান করিয়াছিল। কাপড়খানি সামান্য বটে; কিন্তু পরিষ্কার ছিল। তাহাতে পাছা ছিল না। কাপড়ের ভিতর শেমিজ ছিল; কিন্তু গায়ে জ্যাকেট কিম্বা অন্য কোন প্রকার জামা ছিল না। বালিকার দুই হাতে দুই গাছি সোণার বালা ছিল। কাণে দুইটী ইয়ারিং ছিল। শরীরের অন্য কোন্ স্থানে কোনরূপ গহনা ছিল না। মস্তকের অর্দ্ধেকভাগ সেই কালাপেড়ে শাড়ি দ্বারা আবৃত ছিল। ঝিউড়ি মেয়ে ঘর হইতে বাহির হইলে যেরূপ লজ্জা করা উচিত বোধ করে, অথচ লজ্জা করিতে তাহার লজ্জা হয়, মস্তকের অর্দ্ধভাগ কাপড় দ্বারা আবরণে যেন সেইরূপ ভাব ঠিক প্রকাশ পাইতেছিল। বালিকার হইয়া সেই কাপড়ের আবরণ যেন সকলকে বলিতেছিল,—"লজ্জা করা আমার উচিত বটে; কিন্তু লজ্জা করিতে এখনও আমি শিক্ষা করি নাই, সে জন্য তোমরা সকলে আমার নিন্দা করিও না।" বালিকা সে দিন বোধ হয়, চুল বাঁধে নাই। সে নিমিত্ত কোঁকড়া কোঁকড়া কেশরাশি থোলো থোলো হইয়া, তাহার কাঁধের উপর পড়িয়াছিল। শুভ্রবর্ণ গল দেশের উপর সেই কেশরাশি পড়িয়া, অপূর্ব্ব শোভার

আবির্ভাব হইয়াছিল। বালিকা গৌরবর্ণ; কিন্তু এখন বোধ হয় অনেক দূর দৌড়িয়া আসিয়া থাকিবে; কারণ, সেই গৌর বর্ণের ভিতর হইতে রক্তিমা আভা ফুটিয়া বাহির হইতেছিল। এরূপ মুখশ্রীবিশিষ্ট মানুষের চক্ষু কৃষ্ণবর্ণ হইয়া থাকে; কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, এ বালিকার তাহা নহে। ইহার চক্ষুর কিরূপ বর্ণ, তাহা আমি ঠিক প্রকাশ করিয়া বলিতে পারি না। নীলবর্ণ সাগর-জলে সূর্য্য কিরণ মিশ্রিত করিলে, যেরূপ এক নূতন প্রকার বর্ণের সৃষ্টি হয়, বালিকার চক্ষুতারা দুইটী সেইরূপ এক অদ্ভুত নূতন বর্ণে রঞ্জিত ছিল। আমার এত বয়স হইল, এরূপ চক্ষু কখন কাহারও দেখি নাই। চক্ষুর পাতাগুলি দীর্ঘ, নিবিড় ও ঘোর কৃষ্ণবর্ণ। ভ্রূযুগলও সেইরূপ; কিন্তু অধিক ঘন বা স্থূল নহে। ফল কথা, বালিকা বিলক্ষণ সুন্দরী। কথাবার্ত্তা ও ভাবভঙ্গি দেখিয়া তাহাকে ভদ্রকন্যা বলিয়া বোধ হইল। পাপ, কপটতা বা কুচিন্তা কখনও যে তাহার মনে উদয় হয় নাই, তাহাও সেই ভাবভঙ্গিতে প্রকাশ পাইতেছিল। সত্য, সরলতা, সাধুতা ও শিশুভাব যেন তাহার মুখশ্রীতে দেদীপ্যমান ছিল। এই অপূর্ব্ব রূপ, এই সরল ভাব, দেখিয়া কে না বশ হইয়া পড়ে? তাহার উপর, যখন সেই বিমল মুখ-জ্যোতি মনোদুঃখে মলিনতায় আচ্ছাদিত হয়, যখন সেই সূর্য্যকিরণ-মিশ্রিত সাগর-জল-গঠিত চক্ষু দুইটী হইতে অশ্রুবারি বিগলিত হয়, তখন সেই বালিকার দুঃখনিবারণের নিমিত্ত লোকে কি না করিতে পারে? ক্ষুধা তৃষ্ণা আমি সব ভুলিয়া গেলাম! আমার অন্ন প্রস্তুত; তাহা পড়িয়া রহিল!

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

আমি বড় বোকা।

বালিকার রূপ, বালিকার দুঃখ দেখিয়া আমি মুগ্ধ হইলাম। আমি বলিলাম,—"রামকমল বাবু যখন বাড়ী নাই, তখন আমাকে যাইতে হইবে। আমি একজন ডাক্তার বটে; কিন্তু এস্থানে আমি ডাক্তারি করি না। কলিকাতা হইতে কেবল দুই দিন আমি এস্থানে আসিয়াছি।"

বালিকা চক্ষু মুছিয়া কাতর স্বরে বলিল,—"ও মহাশয়! তবে আসুন, তবে শীঘ্র আসুন; বিলম্ব করিলে তিনি মারা পড়িবেন; বিলম্ব করিবেন না, শীঘ্র আসুন।"

বালিকার জুলুম দেখিয়া, মনে মনে আমি একটু হাসিলাম। কিন্তু যাহার এরূপ দেবদুর্লভ সৌন্দর্য্য, পৃথিবীতে সে জুলুম করিবে না, তো আর করিবে কে? আমি তো আমি, পৃথিবীর সকল লোককেই সেই অলৌকিক রূপলাবণ্যবিশিষ্টা বালিকার হুকুম "যে আজ্ঞা" বলিয়া মানিতে হয়! অতি নম্রভাবে আমি বলিলাম,—"না, আমি বিলম্ব করিব না, শীঘ্র চাদরখানা লইয়া আসি।"

তখন আমি ব্রহ্মদেশে কর্ম্ম করিতাম। ছুটি লইয়া দেশে আসিয়াছিলাম। আমার পিতামহী কাশীবাসী হইয়াছিলেন। দুই চারি দিনের নিমিত্ত তাঁহাকে দেখিতে আসিয়াছিলাম। এক বৃদ্ধ চাকর ব্যতীত অন্য কাহাকেও আমি সঙ্গে আনি নাই। আমি মনে করিলাম যে, বালিকার বাটী নিকটেই হইবে। সে জন্য গাড়ি আনিবার নিমিত্ত চেষ্টা করিলাম না। চাদরখানি গায়ে দিয়া আমার ডাক্তারি ব্যাগটী ও লণ্ঠনটী নিজেই হাতে করিয়া,

ঘর হইতে বাহির হইলাম। রাত্রিকালে আমার সে বৃদ্ধ চাকরকে সঙ্গে লইতে ইচ্ছা করিলাম না। বালিকা দ্রুতবেগে আগে আগে চলিতে লাগিল, আমি তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতে লাগিলাম। তাহার বয়স অল্প; সে প্রায় ছুটিয়া যাইতে লাগিল। আমি যদিও ঠিক বৃদ্ধ নই, তথাপি আমার বয়ঃক্রম তখন পঞ্চাশের নিকট হইয়াছিল। শীঘ্রই আমার শ্বাসরোধ হইবার উপক্রম হইল। তাহাতে এক হাতে ব্যাগ অপর হাতে লণ্ঠন,—দুই হাতে দুইটী লইয়া যাইতে, আমার কষ্ট বোধ হইতে লাগিল। তখন আমি বালিকাকে বলিলাম,—"একটু ধীরে ধীরে চল; অত দ্রুত আমি যাইতে পারিব না।"

বালিকা তখন আমার দিকে চাহিয়া দেখিল। আমি যে বালক নই, কি যুবা নই, আমি যে বৃদ্ধ, বালিকা তখন প্রথম যেন তাহা বুঝিতে পারিল। কিছু অপ্রতিভ হইয়া, সে আমার হাত হইতে লণ্ঠনটী কাড়িয়া লইল ও ব্যাগটী লইতেও হাত বাড়াইল। তাহাকে আমি ব্যাগ লইতে দিলাম না। তখন হইতে বালিকা একটু ধীরে ধীরে চলিতে লাগিল।

এতক্ষণ পর্য্যন্ত কোন কথাই আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিতে পারি নাই। অবসর পাইয়া এইবার আমি জিজ্ঞাসা করিলাম,—"কাহার পীড়া হইয়াছে? কি হইয়াছে?"

বালিকা উত্তর করিল,—"বাবু বড় পড়িয়া গিয়াছেন; বড় লাগিয়াছে, বড় রক্ত পড়িতেছে।"

"বাবু" অর্থে অনুমানে স্বামী বলিয়া বুঝিলাম। কিন্তু এরূপ বিপদের সময় বালিকা পাছে লজ্জা পায়, সে নিমিত্ত বিশেষ করিয়া আর সে কথা জিজ্ঞাসা করিলাম না। "বাবু" অর্থে না

হয় স্বামী হইল ; কিন্তু ভদ্র ঘরের বাঙ্গালি-কন্যা এত রাত্রিতে ঘর হইতে, একেলা ডাক্তার ডাকিতে কেন বাহির হইয়াছে ? তাহার বাড়ীর অন্য কোন লোক আসে নাই কেন ? অথবা চাকর বাকর কেহ আসে নাই কেন ? ইহার মর্ম্ম আমি কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। অবশেষে আমি মনে মনে ভাবিলাম,—"আমি ডাক্তার মানুষ। লোকের রোগ দূর করা, লোকের শারীরিক যাতনা নিবারণ করা, আমার কাজ। আমরা সাধু জানি না, পাপী জানি না ;—রোগের চিকিৎসা লইয়া আমাদের কথা। লোকের ঘর সংসারের কথায় আমার প্রয়োজন কি ? সে সকল কথা বালিকাকে আমি কিছু মাত্র জিজ্ঞাসা করিব না।"

এইরূপ ভাবিয়া আমি তাহাকে পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলাম,— "তোমার বাবু কখন্ পড়িয়া গিয়াছেন ? কোথায় লাগিয়াছে ? তাঁহার জ্ঞান আছে, না তিনি অজ্ঞান হইয়া গিয়াছেন ?

বালিকা একেবারে সকল কথার উত্তর দিল না ; ক্রমে ক্রমে একটী একটী করিয়া বলিতে লাগিল,—"আজ প্রাতঃকালে বেড়াইতে গিয়াছিলেন। ফিরিয়া আসিলেন। দাঁড়াইতে পারেন না। কথা কহিতে পারেন না। আমি তাঁহাকে বিছানায় শয়ন করিতে বলিলাম। প্রথম সে কথা তিনি শুনিলেন না। তাহার পর, শুইয়া পড়িলেন। চাদর ছিঁড়িয়া কাঁধে বাঁধিয়াছিলেন। তাহার ভিতর হইতে ক্রমাগত রক্ত পড়িতেছিল। আমি ডাক্তার আনিতে চাহিলাম। তিনি মানা করিলেন। সমস্ত দিন রক্ত পড়িল। মুখ তাঁহার সাদা হইয়া গেল। দুর্ব্বল হইয়া পড়িলেন। তাহার পর এখন তিনি নিজেই ডাক্তার আনিতে বলিলেন। ডাক্তার আনিবার নিমিত্ত সমস্ত দিন আমি কত বার

বলিয়াছিলাম। তখন তিনি আনিতে দেন নাই। এখন ডাক্তারের জন্য নিজেই ব্যস্ত হইয়াছেন। কি যে কপালে আছে, তা বলিতে পারি না। আমি এখানে আর কখন আসি নাই। কাহাকেও আমি জানি না। লোককে জিজ্ঞাসা করিতে করিতে, রামকমল ডাক্তারের বাড়ীতে গিয়া উপস্থিত হইয়াছিলাম। রামকমল ডাক্তার বাড়ী নাই। তাঁহার চাকরেরা আপনার ঠিকানা বলিয়া দিল। সে জন্য আপনার নিকট দৌড়িয়া গেলাম।”

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম,—“তোমরা এ স্থানে থাক না? কাশীতে তোমরা কবে আসিয়াছ?”

বালিকা উত্তর করিল,—“না, না, আমরা এখানে থাকি না; আমরা এখানে সম্প্রতি আসিয়াছি। এ স্থানে কাহাকেও আমরা জানি না। ঈশ! করিলাম কি? আমরা কে, কোথা হইতে আসিয়াছি, এ সব পরিচয় দিতে বাবু মানা করিয়াছেন। পাছে কেহ কোন কথা জিজ্ঞাসা করে, সেই জন্য বাবু ডাক্তার আনিতে ইচ্ছা করেন নাই। আমি বড় বোকা, তাই এত কথা বলিয়া ফেলিলাম!”

আমার মনে পুনরায় ঘোরতর সন্দেহ হইল;—কাশী স্থান! কুকর্ম্মান্বিত লোক দেশ হইতে পলায়ন করিয়া, এই স্থানে আশ্রয় লাভ করে, এ বালিকাও সেইরূপ নাকি? আহা! তাহা হইলে কি দুঃখের বিষয়! বালিকার প্রতি আমার মন এত আকৃষ্ট হইয়াছিল যে, সেই কথা ভাবিয়া আমি ঘোর শোকাকুল হইয়া পড়িলাম। আবার ভাবিলাম, না, না, তাহা কখনই হইতে পারে না। লজ্জাশীলতা, কোমলতা, পতিব্রতা, সতী-সাবিত্রী-ভাব

বালিকার মুখশ্রীতে যেন অঙ্কিত রহিয়াছে। এরূপ লক্ষ্মী-স্বরূপা কন্যা কখন দুষ্কর্ম্মান্বিতা হইতে পারে না। ইহারা কে, কি বৃত্তান্ত,—সে সমুদয় গোপন রাখিবার বোধ হয় কোন কারণ আছে।”

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

এখন লজ্জা করিতে পারি না।

আমি এইরূপ ভাবিতেছি, এমন সময় বালিকা পুনরায় বলিল, “বাবু কে, কোথা হইতে আসিয়াছেন, সে সব কথা তাঁহাকে আপনি জিজ্ঞাসা করিবেন না। পাছে সে সব কথা কেহ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করে, সেই ভয়ে তিনি এতক্ষণ ডাক্তার আনিতে দেন নাই। বাবু গোপনে আমাকে বিবাহ করিয়াছেন। আমার মেসো মহাশয় ও মাসী তাঁহার সহিত আমার বিবাহ দিয়াছেন। বাবুর পিতা জানিতে পারিলে বড়ই রাগ করিবেন। সেই জন্য এখন তিনি এ কথা গোপন রাখিতেছেন। এইবার পাশ দিয়া বাবু দেশে গিয়া, তাঁহার পিতাকে সকল কথা বলিবেন। তখন আর কোন কথা গোপন করিতে হইবে না। ঐ যা! পুনরায় অনেক কথা বলিয়া ফেলিলাম; কে জানে, লোকে কি করিয়া মনে কথা রাখে, আমি তো তা পারি না!”

কথা গোপন রাখিবার ভাব দেখিয়া, আমি মনে মনে একটু হাসিলাম। যাহা হউক, বালিকা যে স্বামীর সহিত কাশী আসিয়াছে, ইহার ভিতর যে কোন মন্দ বিষয় নাই, এই কথা শুনিয়া আমি আনন্দিত হইলাম। এই অল্পক্ষণের মধ্যেই,

সেই বালিকার প্রতি আমার মনে এক প্রকার স্নেহের উদয় হইয়াছিল।

বালিকা পুনরায় বলিল—"বাবু বড়ই দুর্ব্বল হইয়াছেন। মুখে যেন আর কিছুমাত্র রক্ত নাই! মুখ এমনি সাদা হইয়া গিয়াছে! আমার কপালে যে কি আছে, তা জানি না। আমাদের নূতন বিবাহ হইয়াছে। আমার লজ্জা করা উচিত। কিন্তু এই বিদেশে আমাদের কেহ নাই। তাহার উপর এই ঘোর বিপদ! এ বিপদের সময় আমি লজ্জা করিতে পারি না; তাহাতে আমাকে যে যাই বলুক!"

এই কথা বলিয়া বালিকা যেন ঈষৎ রুষ্ট ভাবে আমার দিকে চাহিল। সেই রুষ্ট ভাবের যেন এইরূপ অর্থ,—তুমি আমাকে বেহায়া ভাবিতেছ! এখন আমার বাবুর প্রাণ লইয়া টানাটানি! তোমার ইচ্ছা যে, এখন আমি এক হাত ঘোমটা দিয়া বসিয়া থাকি! বটে!"

বালিকা অবশ্য এরূপ কোন কথা প্রকাশ করিয়া বলে নাই। মনে মনে তাহার এরূপ চিন্তা উদয় হইয়াছিল কি না, তাহাও আমি জানি না। প্রকৃত সে কোপাবিষ্ট ভাবে আমার প্রতি চাহিয়াছিল কি না, তাহাও আমি ঠিক বলিতে পারি না। কিন্তু এই অল্পক্ষণের মধ্যেই তাহার উপর আমার এরূপ বাৎসল্য ভাবের উদয় হইয়াছিল যে, পাছে সে রাগ করে,—আমার মনে সেই ভয় হইল। আমি যেন কত দোষ করিয়াছি, আমি যেন কত অপরাধে অপরাধী হইয়াছি,—সেইরূপ অতি বিনীতভাবে আমি বলিলাম,—"না, তোমাকে আমি বেহায়া ভাবি নাই। বরং এই বিপদের সময় এত রাত্রিতে অপরিচিত স্থানে তুমি

যে সাহস করিয়া ঘর হইতে বাহির হইতে পারিয়াছ, তাহার জন্য তোমার আমি প্রশংসা করি।"

বালিকা বলিল,—"বিপদের সময় লোকের ভয় থাকে না! তা ছাড়া আমি পল্লিগ্রামের মেয়ে। যখন আমি বালিকা ছিলাম, তখন মাঠে মাঠে আমরা কত বেড়াইতাম। ঐ যা! আবার একটা কথা বলিয়া ফেলিলাম। দূর ছাই! কত সবধান হইব?'

যাইতে যাইতে এইরূপ কথা-বার্ত্তা হইতে লাগিল বটে, কিন্তু সেই সঙ্গে আমরা দুই জনেই দ্রুতপদে পথ চলিতেছিলাম। পথ আর ফুরায় না। কিন্তু কতদূর যাইতে হইবে, সে কথা আমি জিজ্ঞাসা করিলাম না। বালিকা কি করিয়া পথ চিনিয়া যাইতে পারিল, তাহা আমি বুঝিতে পারিলাম না। বোধ হয়, আমার মনের ভাব বুঝিয়া সে বলিল,—"সন্ধ্যার পর এই সব রাস্তায় বাবু অনেকবার আমাকে বেড়াইতে আনিয়াছিলেন। এই পথ দিয়া মালীর স্ত্রীর সঙ্গে দুই এক বার বিশ্বেশ্বরের আরতি দেখিতে গিয়াছিলাম। কাশীতে কোন দোষ নাই। সেই জন্য আমি বাবুর সহিত বেড়াইতে আসিয়াছিলাম।"

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

ঘরের কোণে তুমি দাঁড়াও।

ক্রমে আমরা সহর পার হইলাম। মাঠ ও বাগান পড়িল। এতক্ষণ বড় রাস্তা দিয়া যাইতেছিলাম। বড় রাস্তার বাম পার্শ্বে বৃহৎ একটী বাগান দেখিতে পাইলাম। বালিকা সেই বাগানের ভিতর প্রবেশ করিল। নিকটে গিয়া জানিতে পারিলাম যে সে

বাগানটী বিলাতী কুলের গাছে পরিপূর্ণ। অন্য কোন প্রকার গাছ বড় দেখিতে পাইলাম না। জন-মানবের সহিত সাক্ষাৎ হইল না। বাগানের মাঝখানে এক স্থানে একটী খোলার বাড়ী ছিল। বালিকা সেই খোলার বাড়ীতে প্রবেশ করিল। আমার বোধ হইল যে, খোলার বাড়ীটী তিন চারিটী কুঠরিতে বিভক্ত ছিল। তাহার একটী ঘরে বালিকা প্রবেশ করিল। ঘরের এক পার্শ্বে একটী ল্যাম্প জ্বলিতেছিল। মেজেতে বড় একটী চেটাই বিস্তৃত ছিল। ঘরের অন্য এক পার্শ্বে দুই খানি চার-পাই ছিল। এক খানি চারপাইয়ে একটী গৌরবর্ণ যুবক শয়ন করিয়াছিল। যুবকের বয়ঃক্রম উনিশ কি কুড়ি হইবে, তাহার অধিক হইবে না। রক্ত-স্রাবে মুখ এখন শুষ্ক হইয়া গিয়াছিল! কিন্তু যুবক যে সুন্দর পুরুষ, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

সেই খাটিয়ার নিকটে দাঁড়াইয়া বালিকা বলিল,—"বাবু! ইনি ডাক্তার মহাশয়। ইহাঁকে আমি আনিয়াছি। ইনি এ স্থানের ডাক্তার নহেন। ইনি কলিকাতার ভাল ডাক্তার। সম্প্রতি ইনি এ স্থানে আসিয়াছেন। ঈশ্‌! তোমার মুখে যেন আর একটুও রক্ত নাই।"

বাস্তবিক সেই যুবকের মুখ রক্তহীন হইয়াছিল। শরীর হইতে অধিক রক্তস্রাব হইলে, মুখ যেরূপ বিবর্ণ হয় ও চক্ষু যেরূপ উজ্জ্বল ও চঞ্চল হয়, যুবকের সেইরূপ হইয়াছিল। তাহাকে দেখিয়া আমার ভয় হইল।

যুবক বলিল,—"মহাশয়! আসিয়াছেন, ভাল হইয়াছে।"

তাহার পর সেই বালিকার দিকে চাহিয়া সে পুনরায় বলিল,—"কুসী! তুমি একবার ঘরের বাহিরে যাও।"

আমি বুঝিলাম যে, সেই বালিকার নাম "কুসী"; অন্ততঃ তাহার ডাক-নাম কুসী। ভাল নাম কি, তাহা বুঝিতে পারিলাম না। এই সময়ে বালিকার মুখের দিকে আমার দৃষ্টি পড়িল। আমি দেখিলাম যে, তাহার বাম গালে একটী কৃষ্ণবর্ণের আঁচিল রহিয়াছে। শুভ্র গালের উপর সেই আঁচিলটী থাকায়, মুখের সৌন্দর্য্য আরও বৃদ্ধি হইয়াছিল। আঁচিলের উপর কেন আমার দৃষ্টি পড়িল, তাহা আমি জানি না; কিন্তু আঁচিল-সংযুক্ত সেই গণ্ডদেশ যেন আমার মনে অঙ্কিত হইয়া গেল। বালিকা, যুবককে "বাবু" বলিয়া সম্বোধন করিল। এখন হইতে আমিও তাহাকে "বাবু" বলিব।

বাবু বলিল,—"কুসী! তুমি একবার ঘরের বাহিরে যাও। ডাক্তার বাবু আমার কাঁধ পরীক্ষা করিয়া দেখিবেন। রক্ত দেখিলে তোমার ভয় হইবে।"

কুসী উত্তর করিল,—"না, বাবু! তুমি আর যা বল তাই করিব; তোমাকে একেলা ছাড়িয়া আমি এ ঘরের বাহিরে যাইব না।"

বাবু বলিল,—"আচ্ছা, কুসী! তবে তুমি এক কাজ কর, ঘরের ঐ কোণে দাঁড়াইয়া প্রাচীরের দিকে মুখ করিয়া থাক; আমার দিকে চাহিও না। যদি আবশ্যক হয়, তাহা হইলে তোমাকে আমি ডাকিব।"

কুসী আস্তে আস্তে ঘরের কোণে গিয়া দাঁড়াইল। প্রাচীরের দিকে মুখ করিয়া রহিল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

ঘোরতর সন্দেহ।

বাবু আপনার স্কন্ধের দিকে দৃষ্টি করিয়া, চক্ষু টিপিয়া আমার প্রতি ঈশারা করিল। কিন্তু সে ইঙ্গিতের অর্থ কি, তাহা আমি বুঝিতে পারিলাম না। তাহার পর বাবু বলিল,—"আমি বড় পড়িয়া গিয়াছি। কাশীর ঘাট উচ্চ। সেই ঘাট হইতে পড়িয়া গিয়াছি। নিম্নে এক খণ্ড তীক্ষ্ণ প্রস্তর ছিল। আমার কাঁধে তাহা ফুটিয়া গিয়াছিল। অনেক রক্ত পড়িয়াছে।"

এই কথা বলিয়া তাহার গায়ে যে বিছানার মোটা চাদর খানি ছিল, প্রথম সেই চাদর খানি বাবু খুলিয়া ফেলিল; তাহার পর স্কন্ধে আহত স্থানে যে ছিন্ন চাদর বাঁধা ছিল, তাহাও খুলিয়া ফেলিল।

আমি দেখিলাম যে, স্কন্ধে একটি গোলাকার ছিদ্র হইয়াছে। প্রস্তরখণ্ড দ্বারা আহত হইলে সেরূপ ক্ষত হয় না; বন্দুক অথবা পিস্তলের গুলি লাগিলে যেরূপ গোলাকার ছিদ্র হয়, তাহাই হইয়াছিল।

বাবু বলিল;—"সমস্ত দিন ইহা হইতে এরূপ রক্ত পড়ে নাই; অল্পক্ষণ হইল অধিক শোণিতস্রাব হইতেছে।"

এই কথা বলিয়া বাবু পুনরায় চক্ষু টিপিয়া আমার প্রতি ইঙ্গিত করিল। এবার আমি তাহার অর্থ বুঝিলাম। পিস্তলের গুলি দ্বারা সে যে আহত হইয়াছিল, এ কথা সে বালিকার নিকট গোপন করিতেছিল। সেই কথা গোপন রাখিবার নিমিত্ত ইঙ্গিত দ্বারা আমাকে, সে অনুরোধ করিতেছিল। বাবুর স্কন্ধে গুলির

রাগ দেখিয়া পুনরায় আমার বড় সন্দেহ হইল। এই বালিকা প্রকৃত কি ইহার স্ত্রী নহে? অন্য কাহারও স্ত্রী অথবা কাহারও কন্যাকে বাবু কি বাহির করিয়া আনিয়াছে? সে নিমিত্ত কন্যার স্বামী, পিতা, ভ্রাতা অথবা কোন আত্মীয় ইহাকে কি গুলি মারিয়াছে? আমার মনে ঘোরতর সন্দেহ উপস্থিত হইল। আমি ভাবিলাম, "এই পাপিষ্ঠ নরাধম, লক্ষ্মীরূপা বালিকার ইহকাল পরকাল নষ্ট করিয়াছে! যাহারা ইহাকে গুলি করিয়াছিল, একবারে তাহারা ইহাকে বধ করে নাই কেন? আমি ইহার চিকিৎসা করিব না। রক্তস্রাব হইয়া এ মৃত্যু-মুখে পতিত হউক। তাহার পর, বালিকাকে আমি তাহার পিতার নিকট পাঠাইয়া দিব।" এইরূপ ভাবিতেছি, এমন সময় বাবুর মুখের দিকে আমার দৃষ্টি পড়িল। তাহার মুখে ভয় অথবা কুকর্ম্মজনিত লজ্জার চিহ্ন লেশমাত্র দেখিতে পাইলাম না। কুকর্ম্মান্বিত অপরাধীর মুখে এরূপ শান্তি বিরাজ করে না। বাবুর স্থির শান্ত মুখ দেখিয়া ও বালিকার কথা স্মরণ করিয়া আমার ক্রোধের কিছু উপশম হইল। ভাল মন্দ আমি কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। কোনও কথা জিজ্ঞাসা করিতে বালিকা আমাকে নিষেধ করিয়াছিল। আমি ভাবিলাম, "ইহাদের ভিতর কি গুপ্ত কথা আছে, তাহা জানিয়া আমার প্রয়োজন কি? আমি ডাক্তার; ডাক্তারি করিতে আসিয়াছি, ডাক্তারি করিয়া চলিয়া যাই।"

এইরূপ ভাবিয়া আমি বলিলাম,—"গুরুতর আঘাত লাগিয়াছে বটে। সেটা—সেই বস্তুটা এখনও কি ইহার ভিতর আছে?"

আমার প্রশ্নের মর্ম্ম এই যে, গুলিটা বাহির হইয়া গিয়াছে না এখনও স্কন্ধের ভিতর আছে?

বাবু উত্তর করিল,—"পাথরের টুকরা ভিতরে নাই; আমি নিজে তাহা বাহির করিয়া ফেলিয়াছি।"

এই কথা বলিয়া বালিশের নীচে হইতে যুবক একটী গুলি বাহির করিয়া, চুপি চুপি আমাকে দেখাইল।

বন্দুক অথবা পিস্তলের গুলি মানুষের গায়ে লাগিলে এত শোণিতস্রাব হয় না। এত রক্ত কেন পড়িল, সেই কথা আমি ভাবিতেছিলাম। ক্ষতস্থানের প্রতি দৃষ্টি করিয়া দেখিতে পাইলাম যে, তাহার এক পার্শ্বে কাটা দাগ রহিয়াছে। পরীক্ষা করিয়া দেখিলাম যে, গুলির আঘাত হইতে অধিক শোণিতপাত হয় নাই; সেই কর্ত্তিত স্থান হইতেই শোণিত-ধারা বহিতেছিল।

বাবুকে আমি জিজ্ঞাসা করিলাম,—"এ কি? এ দাগ কোথা হইতে আসিল?"

বাবু উত্তর করিল,—"ঐ দ্রব্যটা (অর্থাৎ গুলিটা) আমার স্কন্ধের ভিতর রহিয়া গিয়াছিল, আমি আপনি ছুরি দিয়া কাটিয়া তাহাকে বাহির করিয়াছি।" এই কথা বলিয়া বাবু হাসিয়া উঠিল। হাসি শেষ হইতে না হইতে সে অজ্ঞান হইয়া পড়িল।

নিজে ছুরি চালনা করিয়া, বাবু বড় অন্যায় কাজ করিয়াছিল। কারণ, সেই ছুরির আঘাত হইতেই শোণিতস্রাব হইতেছিল; গুলির আঘাত হইতে বড় নয়। ছুরি চালনার রক্তস্রাব হইতে বাবুর চাই কি মৃত্যু ঘটিতে পারিত।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

বিপদের সম্ভাবনা আছে।

যাহা হউক, বাবুর মূর্চ্ছায় আমার পক্ষে সুবিধা হইল। মূর্চ্ছিত অবস্থা না হইলে, আমি ক্ষত স্থান ভাল করিয়া পরীক্ষা করিতে পারিতাম না, অন্ততঃ রোগীর বড় যাতনা হইত। সেই মূর্চ্ছিত অবস্থায় তাহাকে রাখিয়া, আমি রক্ত বন্ধ করিলাম ও আহত স্থান ভাল করিয়া ড্রেস করিলাম। পকেট কেস, ছোট এক শিশি ব্র্যাণ্ডি ও চারি পাঁচটী নিতান্ত প্রয়োজনীয় ঔষধ আমার ব্যাগের ভিতর থাকে। যখন আমি বিদেশে গমন করি, তখন এই ব্যাগটী সর্ব্বদাই আমার কাছে রাখি। বাবুর মুখে একটু ব্র্যাণ্ডি দিয়া তাহার আমি চৈতন্য উৎপাদন করিলাম।

বাবু চক্ষু উন্মীলিত করিয়া বলিল,—"এ কি! আমি কোথায় আসিয়াছি? এ কাহাদের বাড়ী? কুসী! কুসী কোথায়?"

এতক্ষণ ধরিয়া কুসী ঘরের কোণে দাঁড়াইয়াছিল। বাবু যে অজ্ঞান হইয়া গিয়াছিল, সে তাহার বিন্দু বিসর্গ জানিতে পারে নাই। কুসী বলিয়া বাবু যাই ডাকিল, আর সে বিছানার ধারে আসিয়া দাঁড়াইল।

কুসী বলিল,—"কেন, বাবু! আমাকে ডাকিলে কেন? তুমি কেমন আছ?"

মৃদুস্বরে বাবু বলিল,—"এখন আমার সব মনে পড়িতেছে। আমি বুঝিয়াছি। আমি অনেক ভাল আছি, কুসী!"

"আমি ভাল আছি" এই কথা বলিবার সময় বাবু আমার মুখ পানে চাহিল। চক্ষু-পলকের সহায়তায় আমাকে যেন

জিজ্ঞাসা করিল,—"সত্য সত্য কি আমি ভাল আছি? না কোন্ বিপদ্ ঘটিবার সম্ভাবনা আছে?"

তাহার মনের ভাব বুঝিয়া আমি বলিলাম,—"এ ঘা শীঘ্রই ভাল হইয়া যাইবে।" ইহাতে কোন বিপদের আশঙ্কা নাই। তবে দিন কত তোমাকে স্থির ভাবে শয়ন করিয়া থাকিতে হইবে।"

দুই জনেই বালক বালিকা,—সকল বিষয়ে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ। এ স্থানে তাহাদের যে কেহ আত্মীয়-স্বজন অথবা বন্ধু-বান্ধব নাই, বালিকার মুখে পূর্ব্বেই তাহা আমি শুনিয়াছিলাম। বালিকার উপর আমার স্নেহ পড়িয়াছিল; তাহার অনুরোধে বাবুর প্রতিও আমার ভালবাসা হইয়াছিল। বাবুর স্কন্ধে আঘাতটী গুরুতর; যদিও মৃত্যু ঘটিবার সম্ভাবনা ছিল না। যাহা হউক, ইহাদের আত্মীয় স্বজনের নিকট সংবাদ প্রেরণ করা কর্ত্তব্য। ইহারা প্রকৃত আমার দয়া ও স্নেহের পাত্র কি না, প্রথম তাহা আমাকে জানিতে হইবে।

এইরূপ মনে করিয়া আমি বাবুকে বলিলাম,—"দেখ, তোমাকে আমি একটা কথা বলি। তোমরা উভয়েই ভদ্র-লোকের পুত্র কন্যা বলিয়া আমার বোধ হইতেছে। কিন্তু তোমরা যে অবস্থায় কাশীর বাহিরে এই বনের ভিতর একাকী রহিয়াছ, তাহা দেখিয়া আমার বড় সন্দেহ হইতেছে। ইহার ভিতর যদি কোন পাপ থাকে, তাহা হইলে নিশ্চয় আমি তাহার প্রতিবিধান করিব। তোমাকে আমি হাসপাতালে পাঠাইয়া দিব। তার পর, এই বালিকার পিতা মাতার সন্ধান করিয়া, তাঁহাদিগের নিকট ইহাকে আমি পাঠাইয়া দিব।"

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

অভিভাবকের অভাব।

আমার এই কথা শুনিয়া, বালিকা মস্তক অবনত করিয়া ঈষৎ হাসিতে লাগিল। বাবু হো হো করিয়া উচ্চৈঃস্বরে হাসিয়া উঠিল। তাহার সে হাসি আর থামে না। আমার ভয় হইল, পুনরায় পাছে রক্তস্রাব আরম্ভ হয়। কিছু রাগতঃ হইয়া আমি বলিলাম,—"হাসি তামাসার কথা আমি কিছু বলি নাই। আমি তোমাদের পিতার বয়সের লোক। আমার কথায় এরূপ বিদ্রূপ করা তোমার উচিত নয়।"

এই কথা বলিলাম বটে; কিন্তু কুসীর ভাব ও বাবুর হাসি দেখিয়া আমার নিশ্চয় প্রতীতি হইল যে, ইহাদের মধ্যে কোন প্রকার পাপ নাই।

বাবু আমাকে বলিল,—"মহাশয়! এইরূপ কথা উঠিবে বলিয়াই, আমি সমস্ত দিন ডাক্তার আনিতে দিই নাই। যাই হউক, আমি সত্য সত্য আপনাকে বলিতেছি যে, কুসী আমার বিবাহিতা স্ত্রী। বাপ্ রে! আপনি যা মনে করিতেছেন, কুসী যদি তা হইত, তাহা হইলে এ প্রাণ কি আমি রাখিতে পারিতাম? আমার কুসী পাপিনী! এ কথা ভাবিতে গেলেও আমার বুক ফাটিয়া যায়। ভিতরের কথা এই যে, পিতার অমতে আমি কুসীকে বিবাহ করিয়াছি; অর্থাৎ কি না, আমার পিতা এ কথার বিন্দুবিসর্গ জানেন না। আমার পিতা বড় দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ তেজস্বী ব্যক্তি। তাঁহাকে না বলিয়া আমি এই কাজ করিয়াছি। তিনি জানিতে পারিলে বোধ হয়, আমার বিশেষ ক্ষতি হইবে।

আমাদের, অন্ততঃ আমার নিবাস বঙ্গদেশ। আমি কলেজে অধ্যয়ন করি। তিনি হয় ত আমার খরচ পত্র বন্ধ করিয়া দিবেন। তখন আমি কি করিব? সেই জন্য মনে করিয়াছি যে, এবার বি, এল, পরীক্ষা দিয়া যখন দেশে যাইব, তখন পিতাকে সকল কথা বলিব। তখন পিতা বাড়ী হইতে দূর করিয়া দেন দিবেন। বি, এল, পরীক্ষা দিতে পারিলে, ওকালতি করিয়া কি অন্য কাজ করিয়া কোন মতে কুসীকে প্রতিপালন করিতে পারিব। এক্ষণে আপনাকে মিনতি করি যে, আর অধিক কথা আমাকে জিজ্ঞাসা করিবেন না। কি করিয়া আমি আঘাত প্রাপ্ত হইয়াছি; তাহাও জিজ্ঞাসার প্রয়োজন নাই।"

বাবুর এই সকল কথা শুনিয়া আমার সন্দেহ দূর হইল। কুসীকে একপার্শ্বে আমি বাহিরে যাইতে বলিলাম। কুসী অন্তরালে গমন করিলে, আমি বাবুকে পুনরায় বলিলাম,—"একে বিদেশ, তোমার এ স্থানে পরিচিত লোক কেহ নাই; তাহার উপর তুমি এইরূপ গুরুতর আহত হইয়াছ। যদিও সে ভয় নাই; তথাপি দৈবের কথা কিছুই বলিতে পারা যায় না। যদি কোনরূপ দুর্ঘটনা ঘটে, তাহা হইলে এই বালিকার গতি কি হইবে! এ অবস্থায় হয় তোমার অভিভাবকদিগকে, না হয় বালিকার অভিভাবকদিগকে তারযোগে সংবাদ প্রেরণ করা কর্ত্তব্য।"

যুবক উত্তর করিল,—"আমার অভিভাবকবর্গকে সংবাদ দিতে পারি না। কেন পারি না, তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। কুসীর অভিভাবক কেহ নাই; এক মাত্র মেসো মহাশয় আছেন; তিনি শয্যাধরা পীড়িত। যদি আমার ভাল মন্দ হয়, তাহা হইলে মহাশয় অনুগ্রহ করিয়া একখানি টিকিট কিনিয়া, স্ত্রীলোকের গাড়িতে

কুসীকে বসাইয়া দিবেন। কুসী দেশে চলিয়া যাইবে। কোথাকার টিকিট কিনিতে হইবে, কুসী তখন আপনাকে বলিয়া দিবে। কিন্তু বিপদ ঘটিবার কোনরূপ সম্ভাবনা আছে কি ?"

আমি উত্তর করিলাম,—"না, সে ভয় নাই। এরূপ আঘাতে কোন ভয়ের কারণ নাই।"

তাহার পর আমি বালিকাকে ডাকিয়া বলিলাম,—"তোমার স্বামী পীড়িত। এ অবস্থায় তোমার একেলা থাকা উচিত নয়। তোমার কাছে থাকে, এমন লোক এখানে কি কেহই নাই ?"

বালিকা উত্তর করিল,—"মালির স্ত্রী আমাদের কাজ কর্ম্ম করে; কিন্তু সে রাত্রিতে থাকে না। তাহার ছোট ছোট ছেলে পিলে আছে; সন্ধ্যা হইলেই সে চলিয়া যায়।"

আমি বলিলাম,—"আমার একজন বৃদ্ধ চাকর আছে। আমার নিকট সে অনেক দিন আছে; যদি বল তো তাহাকে আমি পাঠাইয়া দিই; কিন্তু পথ চিনিয়া সে আসিবে কি করিয়া আমি তাই ভাবিতেছি।"

বাবু বলিল,—"রাত্রিতে এ স্থানে কেহ থাকে, তাহা কি নিতান্ত প্রয়োজন ?"

আমি উত্তর করিলাম,—নিতান্ত প্রয়োজন নয়, তবে এই অল্পবয়স্কা বালিকা একেলা থাকিবে, তাই বলিতেছি।"

বাবু বলিল,—"তবে কাজ নাই, কাহাকেও পাঠাইতে হইবে না।"

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

আমি ঘোর অপরাধী।

আমি পুনরায় বলিলাম,—"আর একটি কথা আছে; রাত্রিতে যাহাতে ভালরূপ তোমার নিদ্রা হয়, আমি সেই প্রকার কোন-রূপ ঔষধ তোমাকে দিব। কারণ, জ্বর যাহাতে না হয়, সে বিষয়ে সাবধান হইতে হইবে। আমার ব্যাগে সেরূপ ঔষধ নাই। কোন ডাক্তারখানায় গিয়া সে ঔষধ আনিতে হইবে। কে সে ঔষধ আনিবে? আমি নিজে না হয় ডাক্তারখানা হইতে ঔষধ লইলাম। কিন্তু কাহা দ্বারা পাঠাইয়া দিব? আমার চাকরকে দিয়া পাঠাইতে পারিতাম; কিন্তু সে পথ চিনিয়া আসিতে পারিবে না। আমরাও এখানে কেবল দুই দিন আসি-য়াছি। আমার চাকর একে বৃদ্ধ, তাহাতে পথ ঘাট জানে না। এ রাত্রিকালে কিছুতেই সে এত দূর আসিতে পারিবে না।"

এই কথা শুনিয়া কুসী বলিল,—"আপনার সঙ্গে আমি না হয় যাই।"

বাবু বলিল,—"তা কি কখন হয়! এত রাত্রিতে পুনরায় তোমাকে আমি তত দূর পাঠাইতে পারি না। প্রাণের আশঙ্কা হইয়াছিল তাই একবার পাঠাইয়াছিলাম। কাশী স্থান! এ রাত্রিতে আবার তোমাকে পাঠাইতে পারি না।"

কুসী আমার পানে চাহিল। তাহার সেই অদ্ভুত নয়ন-যুগল ছল্ ছল্ করিয়া আসিল। যেন যত দোষ আমার, এই ভাবে কুসী আমাকে বলিল,—"ঔষধ না খাইলে বাবুর যদি নিদ্রা না হয়! যদি জ্বর আসে, তাহা হইলে কি হইবে?"

কথাগুলিতে যেন আমার প্রতি ভৎর্সনার ভাব মিশ্রিত ছিল। কিন্তু কুসী যাহা করে তাহাই মিষ্ট। কুসীর উপর রাগ করিবার যো নাই! ক্ষুধায় আমি প্রপীড়িত হইয়াছিলাম, রাত্রি অধিক হইয়াছিল। এক ক্রোশের অধিক পথ চলিয়া আমি শ্রান্ত হইয়াছিলাম। কিন্তু কুসীর কাঁদ কাঁদ মুখ ও ছল্ ছল্ চক্ষু দেখিয়া সে সব আমি ভুলিয়া যাইলাম। আমি বলিলাম,—"আচ্ছা! তবে আমিই না হয় আর একবার আসিব। ডাক্তারখানা হইতে ঔষধ লইয়া, আমি নিজেই পুনরায় আসিব।"

বাবু বলিল,—"তা কি কখন হয়! অনুগ্রহ করিয়া আপনি যে একবার আসিলেন, তাহাই যথেষ্ট। পুনরায় আপনাকে আমি কষ্ট দিতে পারি না।"

কুসী বলিল,—"ঔষধ না আনিলে চলিবে কেন? যদি তোমার জ্বর হয়, তখন কি হইবে?"

কুসীর সকল তাতেই আব্দার। তাহার বাবুর অসুখ!—পৃথিবী শুদ্ধ লোকের বাবুর জন্য পরিশ্রম করা উচিত। কুসীর ইচ্ছা এইরূপ। যাহা হউক, ঔষধ লইয়া আমাকেই পুনরায় আসিতে হইবে, তাহাই স্থির হইল।

আসিবার সময়, বাবু আমার হাতে একখানি কুড়ি টাকার নোট গুঁজিয়া দিল। বাবু বলিল,—"এই রাত্রিতে আপনাকে বড় কষ্ট দিয়াছি। যাহা দিলাম, তাহা আপনার উপযুক্ত নহে। কিন্তু অধিক টাকা আমার সঙ্গে নাই। অনুগ্রহ করিয়া ইহাই গ্রহণ করুন।"

আমি টাকা লইলাম না। আমি বলিলাম,—"ব্রহ্মদেশে আমি কর্ম্ম করি। সেই স্থানের আমি সরকারী ডাক্তার। সে স্থানে

লোকের বাটী গিয়া ভিজিট গ্রহণ করি সত্য; কিন্তু এ স্থানে আমি টাকা লইব না। ছুটি লইয়া আমি দেশে আসিয়াছিলাম; কার্য্যোপলক্ষে অল্প দিনের নিমিত্ত কাশী আসিয়াছি। এ স্থানে ডাক্তারি করিতে আমি আসি নাই। এই বালিকার অনুরোধে তোমাকে আমি দেখিতে আসিলাম। আমাকে টাকা দিতে হইবে না। তবে দুই দিন পরে আমি দেশে প্রত্যাগমন করিব। রামকমল ডাক্তারকে তোমার কথা বলিয়া যাইব। তাঁহাকে বোধ হয়, টাকা দিতে হইবে।"

এই কথা বলিয়া আমি সে স্থান হইতে প্রস্থান করিলাম। টাকা লইলাম না বটে; কিন্তু বাবু যে ধনবান্ লোকের পুত্র, তাহা বুঝিতে পারিলাম। সামান্য লোকে একেবারে কুড়ি টাকা বাহির করিয়া দিতে পারে না। যতক্ষণ কুসীর নিকট ছিলাম, ততক্ষণ আমার মন ঠিক যেন কাদার ন্যায় কোমল ছিল। সেই মন লইয়া কুসী, যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতেছিল। কুসী যাহা আজ্ঞা করিতে-ছিল, তাহাই আমি স্বীকার করিতেছিলাম। কিন্তু যাই বাহিরে আসিলাম, আর আমার অন্তঃকরণ কঠিন ভাব ধারণ করিল। ক্ষুধায় পেট জ্বলিয়া উঠিল। শ্রান্তিজনিত দুর্ব্বলতা অনুভব করিতে লাগিলাম। মনে মনে করিলাম,—"কি পাগল আমি যে, এই রাত্রিতে পুনরায় এত দূর আসিতে অঙ্গীকার করিয়া বসিলাম!"

যাহা হউক, যখন অঙ্গীকার করিয়াছি, তখন তাহা করিতেই হইবে। পথেই ডাক্তারখানা হইতে যথাপ্রয়োজন ঔষধ লইলাম। তাহার পর আমার বাসায় আসিয়া আহার করিলাম। আহার করিয়া পুনরায় সেই এক ক্রোশ পথ গিয়া ঔষধ দিয়া

আসিলাম। সে রাত্রিতে আর ঘরের ভিতর প্রবেশ করিলাম না। দ্বারে কুসীকে ডাকিয়া তাহার হস্তে ঔষধ দিয়া চলিয়া আসিলাম।

পর দিন প্রাতঃকালে পুনরায় সেই বাগানে যাইলাম। রাত্রিতে বাবু নিদ্রা গিয়াছিল। তাহার জ্বর হয় নাই। যুবা কাল। বাবু যে সত্বর আরোগ্য লাভ করিতে পারিবে, সম্পূর্ণ সেই সম্ভাবনা হইল।

আমি আর দুই দিন কাশীতে রহিলাম। বাবু উঠিয়া বসিতে সমর্থ হইল। যাহা হউক, তবুও আমি রামকমল ডাক্তার মহাশয়কে বাবুর জন্য অনেক করিয়া বলিয়া আসিলাম।

বিদায় লইবার সময় বাবু আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিল। কুসী আমার জন্য কাঁদিতে লাগিল। আমি বলিলাম,—"কুসী! তোমাকে প্রথম দেখিয়াই আমার মনে এক অপূর্ব্ব স্নেহের উদয় হইয়াছিল। সেই অবধি তোমাকে আমি ঠিক আমার কন্যার মত স্নেহ করি। লোকে লোকের সহিত কত কি পাতায়, আমি তোমাকে মেয়ে বলিয়া জানিব, তুমি আমাকে পিতা বলিয়া জানিও। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, জীবনে আর বোধ হয় তোমাদের সহিত আমার সাক্ষাৎ হইবে না।"

কুসী উত্তর করিল —"আপনি মহাত্মা লোক। আমি আমার নিজের পিতাকে জানি না, তাঁহাকে কখন দেখি নাই। আমার বড় ভাগ্য যে, আজ আমি পিতা পাইলাম।"

এই কথা বলিয়া কুসী চক্ষু মুছিতে লাগিল। তাহার পর নিতান্ত উৎসুক নেত্রে সে বাবুর পানে চাহিল। আমাকে তাহাদের নাম ধাম প্রকাশ করিয়া বলে, কুসীর সেইরূপ ইচ্ছা।

কিন্তু বাবু তাহাকে নিষেধ করিল। বাবু বলিল,—"কুসী! তাড়াতাড়ি করিও না। একটু অপেক্ষা কর। এখন পরিচয় দিয়া লাভ কি?" তাহার পর আমার দিকে দৃষ্টি করিয়া বাবু পুনরায় বলিল,—"ভগবান্ যদি দিন দেন, তাহা হইলে, আপনাকে শীঘ্রই পত্র লিখিব। মহাশয়ের নাম ও ঠিকানা আমি আমার পুস্তকে লিখিয়া লইতেছি।"

আমি বলিলাম,—"আমার নাম যাদবচন্দ্র চক্রবর্ত্তী। লোকে আমাকে যাদব ডাক্তার বলিয়া জানে।" ব্রহ্মদেশে যে স্থানে আমি কর্ম্ম করিতাম, সেই ঠিকানা আমি বাবুকে বলিলাম। বাবু আপনার পুস্তকে তাহা লিখিয়া লইল।

এইরূপে কুসী ও বাবুর নিকট বিদায় লইয়া আমি চলিয়া আসিলাম। বাঙ্গলা ১৩০২ সালে পূজার সময় কাশীতে কুসী ও বাবুর সহিত আমার সাক্ষাৎ হয়।

দ্বিতীয় ভাগ।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

রসময় রায়।

সেইদিন আমি কলিকাতায় প্রত্যাগমন করিলাম। তাহার পর ছুটি ফুরাইলে, আমি পুনরায় ব্রহ্মদেশে যাইলাম। প্রথম প্রথম কুসী ও বাবুকে সর্ব্বদাই মনে হইত। বাবু আমাকে চিঠি লিখিবে বলিয়াছিল। কিন্তু তাহার নিকট হইতে চিঠিপত্র কিছুই পাইলাম না। তাহদের নাম ধাম ঠিকানা আমাকে বলে নাই। আমি যে কোন অনুসন্ধান করিব, সে উপায়ও ছিল না। সুতরাং যতই দিন গত হইতে লাগিল, ততই তাহারা আমার স্মৃতিপথ হইতে অন্তর্হিত হইতে লাগিল। অবশেষে আমি তাহাদিগকে একেবারেই ভুলিয়া যাইলাম। কুসী ও বাবু বলিয়া পৃথিবীতে যে কেহ আছে, তাহা আর আমার মনে বড় হইত না।

দুই বৎসর কাটিয়া গেল। ১৩০৩ সালে আমি সরকারী কর্ম্ম পরিত্যাগ করিলাম। পেনশন লইয়া কিছু দিন দেশে আসিয়া স্বগ্রামে বাস করিলাম। কিন্তু চিরকাল বিদেশে থাকা অভ্যাস। চুপ করিয়া দেশে বসিয়া থাকা আমার ভাল লাগিল না। তাহার পর ম্যালেরিয়া জ্বরের উপদ্রবেও বিলক্ষণ উৎপীড়িত হইলাম। সে জন্য ১৩০৪ সালের শীতকালে আমি বায়ুপরিবর্ত্তন ও উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলের নানা স্থান দর্শন করিবার নিমিত্ত ঘর হইতে বাহির হইলাম। এলাহবাদ, লক্ষ্ণৌ, কানপুর,

আগ্রা, দিল্লী, অমৃতসর প্রভৃতি নানা স্থান হইয়া অবশেষে লাহোরে গিয়া উপস্থিত হইলাম। লাহোরে আসিয়া খাইবার প্রভৃতি সীমান্তের গিরিশঙ্কট দেখিতে আমার বড়ই সাধ হইল। কিন্তু দুরন্ত পাঠানদিগের গল্প শুনিয়া সে বাসনা আমাকে পরিত্যাগ করিতে হইল। গ্রীষ্মকাল পড়িলেই কাশ্মীরে যাইব। এই রূপ মানস করিলাম।

চৈত্র মাসের প্রথমে এক দিন আমি লাহোরের পথ বেড়াইতেছি, এমন সময় রসময় বাবুর সহিত আমার সাক্ষাৎ হইল। অনেক দিন ব্রহ্ম-দেশে আমরা এক সঙ্গে এক স্থানে ছিলাম। তাঁহার সহিত আমার বিশেষ বন্ধুতা ছিল না, কারণ তাঁহার প্রকৃতি একরূপ, আমার প্রকৃতি অন্যরূপ। তবে বিদেশে এক সঙ্গে অল্পসংখ্যক বাঙ্গালি থাকিলে পরস্পরে অনেকটা ঘনিষ্ঠতা হয়। ব্রহ্মদেশে থাকিতে রসময় বাবুর সহিত আমার সেইরূপ ঘনিষ্ঠতা হইয়াছিল। অবশ্য একথা বলা বাহুল্য যে, তাঁহার নাম প্রকৃত রসময় নহে। এই গল্পে যে সমুদয় নামের উল্লেখ হইতেছে, তাহা প্রকৃত নহে। কারণ অন্ততঃ দুইটী সংসারের কথা ইহাতে রহিয়াছে। প্রকৃত নাম দিয়া লোকের সাংসারিক কথা সাধারণের সমক্ষে প্রকাশ করা উচিত নহে।

দূর হইতে রসময় বাবু আমাকে দেখিয়া তাড়াতাড়ি আসিয়া আমার হাত ধরিলেন, আমি জিজ্ঞাসা করিলাম,—"রসময় বাবু! আপনি এখানে কি করিয়া আসিলেন?"

রসময় বাবু উত্তর করিলেন,—"কেন? আপনি শুনেন নাই? আমি পঞ্জাবে বদলি হইয়াছি। প্রথম একটী বড় ছাউনিতে আমাদের আফিস ছিল। এক্ষণে সীমান্তে সামান্য একটী

স্থানে আছি। কিন্তু যাদব বাবু! আপনি এ স্থানে কি করিয়া আসিলেন?"

আমি বলিলাম,—"পেন্‌সন্‌ লইয়া আপনাদের নিকট হইতে চলিয়া আসিলাম। তাহার পর, দিন কতক দেশে রহিলাম। ম্যালেরিয়া জ্বরে বড়ই ভুগিতেছিলাম, সেজন্য পশ্চিমে বেড়াইতে আসিয়াছি।"

রসময় বাবু পুনরায় বলিলেন,—"আর শুনিয়াছেন? না,—বলিলে আপনি উপহাস করিবেন, আপনাকে সে কথা বলিব না।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম,—"কি কথা? উপহাস করিবার কি কথা আছে?"

রসময় বাবু উত্তর করিলেন,—"আমি পুনরায় বিবাহ করিয়াছি। এই বয়সে পুনরায় বিবাহ করিয়াছি।"

আমি বলিলাম,—"তবে বরমানীকে ভুলিয়া গিয়াছেন? তাহার শোকে সে দিন যে ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়াছিলেন?"

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

এত বড় কন্যা।

ব্রহ্মদেশে থাকিতে রসময় বাবুর স্ত্রীপুত্র পরিবার ছিল না। বহু দিন পূর্ব্বে তাঁহার স্ত্রীবিয়োগ হইয়াছিল। ব্রহ্মদেশের এক জন স্ত্রীলোক লইয়া সে স্থানে তিনি ঘরসংসার করিয়াছিলেন। রসময় বাবুর আর একটী দোষ ছিল। অতিরিক্ত পান দোষটাও তাঁহার ছিল। সেই জন্য পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, আমার সহিত

তাঁহার বিশেষ মিত্রতা ছিল না। তাঁহার স্বভাব একরূপ, আমার স্বভাব অন্যরূপ। ব্রহ্মদেশে থাকিতে, পুনরায় বিবাহ করিবার নিমিত্ত দুই একবার তাঁহাকে আমরা অনুরোধ করিয়াছিলাম। কিন্তু বরমানী তাঁহার সংসারে সদাচারে থাকিয়া একপ্রকার স্ত্রীর ন্যায় ঘর কন্না করিতেছিল। পাছে তাহার প্রতি নিষ্ঠুরতা হয়, সে জন্য রসময় বাবুকে বিবাহ করিবার নিমিত্ত আমরা জোর করিয়া বলিতে পারি নাই। আর জোর করিয়া বলিলেই বা তিনি আমাদের কথা শুনিবেন কেন? আমি পেনসেন হইয়া ব্রহ্মদেশ হইতে চলিয়া আসিবার অল্প দিন পূর্ব্বে বরমানীর মৃত্যু হয়। সেই শোকে রসময় বাবু ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়াছিলেন।

রসময় বাবু বলিলেন,—"সত্য বটে, বরমানীর শোকে আমি ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়াছিলাম। পুনরায় বিবাহ করিবার কারণও তাই। মন আমার যেন সর্ব্বদাই উদাস থাকিত। সংসারে আমার কেহ নাই, সর্ব্বদাই যেন সেইরূপ বোধ হইত। পরিবার-বিয়োগ হইলে লোকে যে বলে, "গৃহ শূন্য" হইয়াছে, সে সত্য কথা। গৃহ শূন্য হওয়ার ভোগও আমি একবার ভুগিয়াছি। আমার শরীরটা কিছু মায়াবী। সহজেই আমি কাতর হইয়া পড়ি। আমার প্রথম পত্নীর যখন বিয়োগ হয়, তখনও আমি পাগলের ন্যায় হইয়া পড়িয়াছিলাম।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম,—"কবে সে ঘটনা ঘটিয়াছিল?"

রসময় বাবু উত্তর করিলেন,—"সে অনেক দিনের কথা। তখন আপনার সহিত আমার আলাপ হয় নাই। সেই পরিবারের শোকে আমি দেশত্যাগী হই। নানা স্থানে ভ্রমণ করিয়া অবশেষে ব্রহ্মদেশে গিয়া উপস্থিত হই। কমিসেরি বিভাগে ভাল কর্ম্ম

মিলিল, সে জন্য সেই স্থানেই রহিয়া যাইলাম। আপনি এখন এ স্থানে কিছু দিন থাকিবেন?"

আমি উত্তর করিলাম,—"না শীঘ্রই কাশ্মীরে যাইব বলিয়া মানস করিতেছি। সীমান্তের কথা খবরের কাগজে অনেক পড়িয়াছি। সেই সীমান্ত কিরূপ তাহা, দেখিবার ইচ্ছা ছিল। কিন্তু সে দিকে কাহাকেও আমি জানি না। পাঠানদের উপদ্রবের কথা শুনিয়া অপরিচিত স্থানে একেলা যাইতেও সাহস করি না। সে জন্য কাশ্মীরে যাইব মনে করিতেছি।"

রসময় বাবু বলিলেন,—"তার ভাবনা কি? আমি উজির-গড়ে থাকি। সে স্থান একেবারে সীমান্তে। আমাদের পলটন এখন সেই স্থানে রহিয়াছে। উজিরগড় ছোট একটী ছাউনি, চৌকি বলিলেও চলে। সে স্থানে বাঙ্গালি অধিক নাই, আমরা কেবল আট জন সেখানে আছি। আপনাকে অতি আদরে আমরা রাখিব। দেখিবার যাহা কিছু আছে, তাহা দেখাইব। আমি বিবাহ করিতে কলিকাতা গিয়াছিলাম। নববিবাহিতা স্ত্রী লইয়া উজিরগড়ে প্রত্যাগমন করিতেছি। আপনি আমার বাসায় থাকিবেন। কি বলেন? উজিরগড়ে যাইবেন তো?"

আমি উত্তর করিলাম,—"আচ্ছা যাইব। কিন্তু কাশ্মীর দেখিতে আমার মন হইয়াছে। কাশ্মীর হইতে প্রত্যাগমন করিয়া আপনার নিকটে যাইব।"

রসময় বাবু বলিলেন,—"১৫ই বৈশাখের পূর্ব্বে যদি আমার নিকট গমন করেন, তাহা হইলে আমার বড় উপকার হয়। সেই দিন আমার কন্যার বিবাহ হইবে। আপনারা পাঁচ জনে দাঁড়াইয়া থাকিলে সেই কাজ সুচারুরূপে নির্ব্বাহিত হইবে।"

আমি আশ্চর্য্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম,—"আপনার কন্যা ? আপনার আবার কন্যা কোথা হইতে আসিল ? সগর্ভা সপুত্রা সকন্যা স্ত্রী বিবাহ করিয়া আনিলেন নাকি ?"

রসময় বাবু একটু হাসিয়া উত্তর করিলেন,—"তা নয়! এ আমার প্রথম পক্ষের স্ত্রীর কন্যা।"

আমি বলিলাম,—"আপনার প্রথম পক্ষের স্ত্রী তো বহু কাল গত হইয়াছে। বর্ম্মায় তের চৌদ্দ বৎসর আমরা একত্রে ছিলাম। আপনি এই বলিলেন, তাহার পূর্ব্বে আপনার স্ত্রীবিয়োগ হইয়াছিল। এত বড় অবিবাহিতা কন্যা আছে ? ব্রহ্মদেশে থাকিতে আপনার এ কন্যার কথা কখন শুনি নাই।"

রসময় বাবু উত্তর করিলেন,—"সে সকল কথা আমি আপনাকে পরে বলিব। কন্যা বড় হইয়াছে সত্য। এদেশে একটী ভাল পাত্র স্থির করিয়াছি। বিবাহ করিতে তিনি দেশে যাইতে পারিবেন না। তাই আমি কন্যা আনিতে গিয়াছিলাম। দেশে সেই জন্যই আমি গিয়াছিলাম। নিজে বিবাহ করিব বলিয়া যাই নাই। কিন্তু দেশে উপস্থিত হইয়া একটি বড় পাত্রী মিলিয়া গেল। আমার মন উদাসী ছিল। আমি নিজেও বিবাহ করিলাম। বিদেশে বিবাহ দিবার নিমিত্ত কেবল কন্যাকে ঘাড়ে করিয়া আনা ভাল দেখায় না, সেই কারণে নববিবাহিতা স্ত্রীকে সঙ্গে করিয়া আনিলাম। তবে কেমন ? বৈশাখ মাসের প্রথমে আপনি উজিরগড়ে যাইবেন তো ?"

আমি বলিলাম,—"যাইতে খুব চেষ্টা করিব।"

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

রসময়ের অনুতাপ।

এইরূপ কথাবার্ত্তার পর রসময় বাবু প্রস্থান করিলেন। চৈত্র মাসের প্রথমে লাহোরে রসময় বাবুর সহিত আমার সাক্ষাৎ হইল। দুই চারিদিন পরে আমি কাশ্মীরে গমন করিলাম, কাশ্মীরের পর্ব্বত, হ্রদ, বন, উপবনের সৌন্দর্য্য দেখিয়া বড়ই বিস্মিত হইলাম। বৈশাখ মাসের প্রথমে কাশ্মীর হইতে প্রত্যাগমন করিলাম, ৫ই বৈশাখ উজিরগড়ে গিয়া উপস্থিত হইলাম। অতি সমাদরে রসময় বাবু আমাকে তাঁহার বাসায় স্থান দিলেন। ১৫ই বৈশাখ রসময় বাবুর কন্যার বিবাহ হইবে। আমি যখন উজিরগড়ে গিয়া উপস্থিত হইলাম, তখন বিবাহের আয়োজন হইতেছিল।

সেই দিন সন্ধ্যা বেলা রসময় বাবু আমাকে বলিলেন,—"আপনি এ স্থানে আসায় আমার আর একটী উপকার হইয়াছে। দুই চারি দিন বিশ্রাম করিয়া আপনার পথশ্রান্তি দূর হইলে, আমার কন্যাকে একবার দেখিতে হইবে। কন্যার ভাব-গতিক আমি কিছুই বুঝিতে পারি না। তাহার শরীরে কোনরূপ উৎকট পীড়া আছে বলিয়া বোধ হয়। মুখ মলিন, শরীর রুগ্ন ও কৃশ। তাহার পর কোনরূপ বায়ুর ছিট আছে কি না, তাহাও জানি না। মুখে তাহার কথা নাই, সর্ব্বদাই ঘাড় হেঁট করিয়া থাকে, সর্ব্বদাই যেন ঘোর চিন্তায় মগ্ন। ইহার পূর্ব্বে আমি আমার কন্যাকে কখন দেখি নাই।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম,—"আপনার কন্যা এত দিন কোথায় ছিল।"

রসময় বাবু উত্তর করিলেন,—"আপনারা সকলেই জানেন

যে, আমি নিতান্ত সাধু ছিলাম না। এই কন্যার প্রতি আমি অতি নিষ্ঠুর ব্যবহার করিয়াছি, সে জন্য এখন আমার বড়ই অনুতাপ হয়। নিজের দোষ স্বীকার করাই ভাল, এক ঝুড়ি মিথ্যা কথা বলিয়া তাহা আর গোপন করা উচিত নয়।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম,—"কন্যার প্রতি আপনি কি নিষ্ঠুর ব্যবহার করিয়াছিলেন?"

রসময় বাবু উত্তর করিলেন,—"এই কন্যা যখন ছয় দিনের তখন আমার স্ত্রী সূতিকাগারে পরলোক প্রাপ্ত হয়। শোকে আমি অধীর হইয়া পড়িলাম। আমার এক আত্মীয় ও তাঁহার স্ত্রী নিঃসন্তান ছিলেন। নব-প্রসূতা শিশুকে তাঁহাদের হস্তে সমর্পণ করিয়া আমি দেশ হইতে বাহির হইয়া পড়িলাম। নানা স্থান ভ্রমণ করিয়া অবশেষে ব্রহ্মদেশে গিয়া উপস্থিত হইলাম। কন্যার প্রতিপালনের নিমিত্ত প্রথম প্রথম তাঁহাদিগের নিকট কিছু কিছু খরচ পাঠাইতাম। তাহার পর বন্ধ করিয়া দিলাম।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম,—"আপনার সে আত্মীয় কি সঙ্গতি-পন্ন লোক।"

রসময় বাবু উত্তর করিলেন,—কিছুমাত্র নয়। সামান্য একটু চাকরি করিয়া তিনি দিন যাপন করিতেন। যখন কন্যা বিবাহ-যোগ্যা হইল, তখন তিনি আমাকে বারবার পত্র লিখিলেন। আমি পত্রের উত্তর দিলাম না, বিবাহের নিমিত্ত একটী টাকাও প্রেরণ করিলাম না। সে গরিব, টাকা কোথায় পাইবে যে, আমার কন্যার বিবাহ দিবে? শেষ কালটায় তিনি রোগগ্রস্ত হইয়া অনেক দিন শয্যাশায়ী হইয়াছিলেন। এই সব কারণে আমার কন্যা বড় হইয়া পড়িয়াছে; আজ পর্য্যন্ত তাহার বিবাহ হয় নাই। তাহার পর

আমার সেই আত্মীয়ের পরলোক হয়। তাঁহার স্ত্রী আমার কন্যাটীকে লইয়া একেবারে নিঃসহায় হইয়া পড়েন। তিনি পুনরায় আমাকে পত্র লিখিলেন। সেই সময় বরমানীর মৃত্যু হইয়াছিল। আমার চক্ষু উন্মুক্ত হইয়াছিল। আমি খরচ পাঠাইয়া দিলাম ও একটী সুপাত্র অনুসন্ধান করিতে আমার সেই আত্মীয়াকে লিখিলাম। কিন্তু ভালরূপ পাত্রের সন্ধান হইল না। এই সময়ে আমি পঞ্জাবে বদলি হইলাম। মনে করিয়াছিলাম যে, এ স্থানে আসিবার সময় কলিকাতায় দিনকত থাকিব। সেই স্থানে থাকিয়া, ভাল একটী পাত্রের অনুসন্ধান করিয়া, কন্যার বিবাহ দিয়া তবে পঞ্জাবে আসিব। কিন্তু কলিকাতায় কিছুদিন অবস্থিতি করিবার নিমিত্ত ছুটি পাইলাম না। বরাবর আমাকে পঞ্জাবে আসিতে হইল। প্রথম একটী বড় ছাউনিতে আমাদের আফিস হইয়াছিল। সেই স্থানে দিগম্বর বাবুর সহিত আমার আলাপ হয়।"

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

কন্যা আমার সুখে থাকিবে।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম,—"দিগম্বর বাবু কে?"

রসময় বাবু উত্তর করিলেন,—"দিগম্বর বাবু কে? কেন ফোক্‌লা দিগম্বর!"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম,—"ফোক্‌লা দিগম্বর কে?"

রসময় বাবু কিছু বিস্মিত হইয়া উত্তর করিলেন,—"ফোক্‌লা দিগম্বর কে? ফোক্‌লা দিগম্বরের নাম শুনেন নাই?

তাহার যে অনেক টাকা। এ অঞ্চলে সকলেই যে তাঁহাকে জানে।”

আমি বলিলাম,—“না, আমি কখন ফোক্‌লা দিগম্বরের নাম শুনি নাই। তিনি কে?”

রসময় বাবু উত্তর করিলেন,—“দিগম্বর বাবু আমার হবু-জামাতা। তিনিও কমিসেরি বিভাগে কর্ম্ম করেন। কিছু দিন পূর্ব্বে এলাহাবাদ কি আগ্রা হইতে তিনি পঞ্জাবে আসিয়াছেন। বিলক্ষণ সঙ্গতি করিয়াছেন। আমি যখন পঞ্জাবে আগমন করি, সেই সময় তাঁহার পত্নীবিয়োগ হইয়াছিল।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম,—“দিগম্বর বাবু সুপাত্র?”

রসময় বাবু উত্তর করিলেন,—“দেখিতে তিনি সুপুরুষ নহেন, বয়সও হইয়াছে। তবে সঙ্গতিপন্ন লোক। কন্যা আমার সুখে থাকিবে।”

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম,—‘আর-পক্ষের তাঁহার পুত্রাদি আছে?”

রসময় বাবু বলিলেন,—আছে। পুত্র কন্যা কেন, শুনিয়াছি দেশে পৌত্র দৌহিত্রও আছে। পাছে এ বিবাহে তাহারা আপত্তি করে, সেই জন্য দিগম্বর বাবু দেশে গিয়া বিবাহ করিতে ইচ্ছা করিলেন না। সেই জন্য আমাকেও এই স্থানে কন্যার বিবাহ দিতে হইল।”

আমি বলিলাম,—“এরূপ পাত্রের সহিত কন্যার বিবাহ দেওয়া কি উচিত হয়?”

রসময় বাবু বলিলেন,—“কি করি! সে দিন হিসাব করিয়া দেখিলাম যে, আমার কন্যার বয়ঃক্রম ষোল বৎসর হইয়া থাকিবে।

দেশে আমার এমন কোন অভিভাবক নাই যে, তাঁহাকে ভাল পাত্রের অনুসন্ধান করিতে বলি। চাকরি ছাড়িয়া আমি নিজেও যাইতে পারি না। তাহা ভিন্ন ভাল পাত্রের সহিত বিবাহ দিতে অনেক টাকার প্রয়োজন। সে টাকা আমার নাই। দিগম্বর বাবু বৃদ্ধই হউন আর যাহাই হউন, কন্যার বিবাহ না দিয়া আর আমি রাখিতে পারি না।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম,—"দিগম্বর বাবুর বয়স কত হইবে?

রসময় বাবু উত্তর করিলেন,—"তা ঠিক বলিতে পারি না। যাট হইয়াছে কি হয় নাই।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম,—"তাঁহার দাঁত নাই, সেই জন্য লোকে তাঁহাকে ফোকলা দিগম্বর বলে?"

রসময় বাবু উত্তর করিলেন,—"কেবল তা নয়। তাঁহার দন্ত হীন মাড়ি কৃষ্ণবর্ণ ও কিছু উচ্চ। অল্প বয়স্ক যুবকের মত দেখাইবে বলিয়া, সর্ব্বদা তিনি হাস্য পরিহাস করিয়া থাকেন। সেই সময় মাড়ি দুইটা বাহির হইয়া পড়ে। সেই জন্য লোকে তাঁহাকে ফোকলা দিগম্বর বলে। কিন্তু তাহার অনেক টাকা আছে। কন্যা আমার সুখে থাকিবে।" আমি আর কি বলিব। আমি চুপ করিয়া রহিলাম।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

আমার মরণ হইল।

দিগম্বর বাবু বুড়াই হউন আর যুবাই হউন, তাঁহার প্রাণে যে সখ আছে, পর দিন তাহা আমি জানিতে পারিলাম। কারণ

প্রাণে সখ না থাকিলে, কেহ আর হব-স্ত্রীর ফটোগ্রাফ দর্শন করিতে ইচ্ছা করে না। এ পর্য্যন্ত তিনি রসময় বাবুর কন্যাকে দেখেন নাই। কন্যা না দেখিয়াই সম্বন্ধ স্থির হইয়াছিল। মনে করিলেই এ স্থানে আসিয়া অনায়াসে কন্যা দেখিয়া যাইতে পারিতেন। কিন্তু তাহা তিনি করেন নাই। রসময় বাবু কন্যা আনিতে যখন দেশে গিয়াছিলেন, তখন কন্যার ফটোগ্রাফ লইবার নিমিত্ত তিনি অনুরোধ করিয়াছিলেন। কলিকাতায় সেই ফটোগ্রাফ গৃহীত হইয়াছিল। আজ ডাকে সেই ফটোগ্রাফ আসিয়া উপস্থিত হইল। পুলিন্দাটী খুলিয়া সেই ছবি সকলে দেখিতে লাগিলেন। তাহাতে রসময় বাবুর নিজের, তাঁহার নব-বিবাহিতা পত্নীর ও কন্যার ছবি ছিল। এ স্থানে রসময় বাবুর সংসারে অভিভাবক স্বরূপ একজন বয়স্কা বিধবা স্ত্রীলোক ছিলেন। তিনি কে, তখন তাহা আমি জানিতে পারি নাই। তাঁহার ফটোগ্রাফ ছিল না। এক এক জনের ছয় ছয় খানি করিয়া ছবি ছিল। একখানি ছবি আমার হাতে দিয়া রসময় বাবু বলিলেন—ইহা আমার কন্যার ছবি। কেমন, আমার কন্যা সুন্দরী নয়?

ছবি খানি হাতে লইয়া আমি চমকিত হইলাম। যাহার ছবি, তাহাকে যেন কোথায় দেখিয়াছি, এইরূপ আমার মনে হইল। কিন্তু কবে কোথায় দেখিয়াছি, তাহা আমি স্মরণ করিতে পারিলাম না। চিন্তা করিয়া স্মরণ করিতে চেষ্টা করিতেছি, এমন সময় রসময় বাবু পুনরায় বলিলেন, "চুপ করিয়া রহিলেন যে? কন্যা আমার সুন্দরী নহে?"

আমি বলিলাম,—"সুন্দরী! চমৎকার রূপবতী কন্যা।

ছবি খানি তুলিয়াছেও ভাল। কিন্তু বাম গালের এই স্থানে একটু যেন মুছিয়া গিয়াছে। আর এক খানি দেখি?"

রসময় বাবু কন্যার আর পাঁচ খানি ছবি আমার হাতে দিলেন। একে একে সকল গুলিরই বাম গালের এক স্থানে সেই মোছা দাগটী দেখিতে পাইলাম। তখন রসময় বাবু হাসিয়া বলিলেন,—"বাম গালে এ স্থানটা মুছিয়া যায় নাই। আমার কন্যার এই স্থানে ক্ষুদ্র একটি আঁচিল আছে, ইহা তাহার দাগ।

যাহার এ ফটোগ্রাফ, তাহাকে কোথায় যে দেখিয়াছি, তবুও আমার মনে হইল না। সকলের দেখা হইলে রসময় বাবু দুই খানি ছবি সেই দিনের ডাকেই দিগম্বর বাবুর নিকট প্রেরণ করিলেন। তাহার পর দিন রসময় বাবুর পরিবার-বর্গ নদীতে স্নান করিতে গিয়াছিলেন। বেলা প্রায় এগারটা বজিয়া গিয়াছিল। রসময় বাবু আফিসে গিয়াছিলেন। বাহিরের ঘরে আমি একাকী বসিয়া আছি। এমন সময় রসময় বাবুর পরিবার-বর্গ যে এক্কাতে স্নান করিতে গিয়াছিলেন, সেই এক্কা ফিরিয়া আসিল। রসময় বাবুর বাসার সম্মুখে সামান্য একটু বাগানের মত ছিল। বাগানের পর বাড়ী। প্রথম বৈঠকখানা তাহার পশ্চাতে অন্দর-মহল। অন্দর-মহলে যাইবার নিমিত্ত বাগানের ভিতর বৈঠকখানার পার্শ্বে একটী খিড়কি দ্বার ছিল। এক্কা সেই খিড়কি দ্বারে গিয়া লাগিল। এক্কা হইতে নামিয়া স্ত্রীলোকেরা একে একে বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিল। স্ত্রীলোকেরা সকলই এতক্ষণে বাটীর ভিতর গিয়া থাকিবে, এই মনে করিয়া, আমি বৈঠকখানার বারেণ্ডায় আসিয়া দাঁড়াইলাম। তখনও এক্কা চলিয়া যায় নাই। বৈঠকখানার বারেণ্ডায় দাঁড়াইয়া আমি সেই এক্কা তাহার ঘোড়া

ও ভীমসদৃশ দেহবিশিষ্ট সেই একাওয়ালাকে দেখিতে লাগিলাম। এমন সময় সেই খিড়কি দ্বারের নিকট বাটীর ভিতর হইতে কে বলিল,—"ও কুসুম! একার উপর ভিজা গামছাখানা পড়িয়া আছে। নিয়ে এস তো মা!"

রসময় বাবুর পরিবারের মধ্যে যে অভিভাবক স্বরূপ একজন বয়স্কা বিধবা স্ত্রীলোক আছেন, এ কণ্ঠস্বর তাঁহার। তিনি রসময় বাবুর ভগিনী কি কে, এখন পর্য্যন্ত তাহা আমি জানিতে পারি নাই।

তাঁহার সেই কথা শুনিয়া একটী যুবতী স্ত্রীলোক বাটীর ভিতর হইতে ধীরে ধীরে ঘাড় হেঁট করিয়া বাহির হইল। একার পর্দ্দা তুলিয়া তাহার ভিতর হইতে গামছাখানি লইয়া পুনরায় সেইরূপ ঘাড় হেঁট করিয়া বাটীর ভিতর সে চলিয়া গেল। গামছা লইয়া যাইতে এক মিনিট কালও অতিবাহিত হয় নাই। কিন্তু তাহার ঘোমটা ছিল না, মাথায় কাপড় পর্য্যন্ত ছিল না। মাথা হেঁট করিয়াছিল বটে, তথাপি আমি তাহার মুখ দেখিতে পাইলাম। তাহার মুখ দেখিয়া আমার ঝাঁৎ করিয়া পূর্ব্ব কথা সমুদয় স্মরণ হইল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

কালীর কুসী বটে।

এই মাত্র আমি যাহাকে দেখিলাম, সে কুসী ভিন্ন আর কেহ নয়। সে দিন যাহার ছবি দেখিয়াছিলাম, সেও কুসী ব্যতীত আর কেহ নয়। সেই মুখ, সেই বাম গালে আঁচিল।

কুসী বটে, কিন্তু সে কুসী আর নাই! কেবল তিন বৎসর পূর্ব্বে তাহাকে আমি দেখিয়াছিলাম। ইহার মধ্যেই সে বিশ্রী হইয়া গিয়াছে। সে পূরন্ত গাল তাহার নাই। রক্তিম-আভা-সম্বলিত সে বর্ণ এখন নাই। চক্ষু বসিয়া গিয়াছে, চক্ষের কোলে কালি মাড়িয়া দিয়াছে। শঙ্কটাপন্ন পীড়া হইলে লোক যেরূপ হয় কুসীর আকার এখন সেইরূপ হইয়া গিয়াছে।

এ কি সেই কাশীর কুসী? ঠিক্ সেইরূপ মুখ বটে, কিন্তু কুসীর বিবাহ হইয়া গিয়াছে। পুনরায় তাহার বিবাহ কি করিয়া হইবে? এ কুসী কি না, এই বিষয়ে আমার মনে বড় সন্দেহ উপস্থিত হইল। একবার মনে হয়, এ আর কেহ নহে, নিশ্চয় কুসী। আবার মনে হয়, যে না, তা নয়, কুসীর সহিত রসময় বাবুর কন্যার সাদৃশ্য আছে এই মাত্র। সেই সাদৃশ্য দেখিয়া আমি এইরূপ ভ্রমে পতিত হইতেছি। আবার মনে হয় যে, কেবল মুখশ্রীর সাদৃশ্য নয়,—তাহার নাম কুসী, ইহার নাম কুসুম; কুসুমের সংক্ষেপ কুসী। তাহার পর, সেই বাম গণ্ডদেশে আঁচিল। নাম এক, বয়স এক, মুখশ্রী এক, ঠিক এক স্থানে এক প্রকার আঁচিল। এ নিশ্চয় আমার সেই পাতানো কন্যা কুসী।

কিন্তু আবার যখন ভাবি যে, তবে পুনরায় বিবাহ হইতেছে কেন, তখন আবার মনে বড় সন্দেহ হয়। বয়স অধিক হইয়াছিল, সে জন্য রসময় বাবুর কন্যা কাহারও সম্মুখে বাহির হয় না। গোপনে যে তাহার সহিত কোন কথা কহিব, সে উপায় ছিল না। আমি বাটীর ভিতর যখন আহার করিতে যাই, কুসী তখন অবশ্য আমায় দেখিতে পায়। যদি প্রকৃত সে কুসী হয়, তাহা হইলে আমার সহিত সে দেখা করে না কেন?

পুনরায় বিবাহ করিতেছে ; সেই লজ্জায় দেখা করে না ? যাহা হউক, রসময় বাবু যখন কন্যাকে দেখাইবেন, তখন এ রহস্য, ভেদ করিতে চেষ্টা করিব।

রসময় বাবু বাটী আসিলে, আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম,—"কৈ আপনার কন্যাকে দেখাইলেন না ?"

রসময় বাবু উত্তর করিলেন,—"পথশ্রমে আপনি শ্রান্ত ছিলেন, সেই জন্য দেখাই নাই ; তাহার পর, আজ তাহারা নদীতে স্নান করিতে গিয়াছিল। সন্ধ্যার সময় দেখাইব।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম,—"আপনার কন্যার কি হইয়াছে, ভাল করিয়া বলুন দেখি, শুনি।"

রসময় বাবু উত্তর করিলেন,—"কি হইয়াছে, তাহা আমি নিজেই জানি না। সে দিন কলিকাতায় তাহার সহিত আমার প্রথম সাক্ষাৎ হইল। শুনিয়াছি যে, দুই বৎসর পূর্ব্বে তাহার জ্বর-বিকার হইয়াছিল ; তাহার পর, এক প্রকার পাগলের মত হইয়া আছে। শরীর দিন দিন শুষ্ক হইয়া যাইতেছে। কাহারও সহিত সে কথা কয় না। আমার সহিত এ পর্য্যন্ত সে একটীও কথা কয় নাই। তবে সে দিন আমার নিকট আসিয়া সে বলিল,—'বাবা, আমার বিবাহ দিবেন না ; বিবাহের পূর্ব্বেই আমি মরিয়া যাইব।' সকলের সাক্ষাতে সে ক্রমাগত এই কথা বলিতেছে। কিন্তু বিবাহ হইলেই বোধ হয়, সব ভাল হইয়া যাইবে। সেই জন্য বিবাহের নিমিত্ত আমি আরও ব্যস্ত হইয়াছি।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম,—"আপনার কন্যার নাম কুসুম ?"

রসময় বাবু উত্তর করিলেন,—"হাঁ"।

সেই দিন সন্ধ্যাবেলা রসময় বাবু ও আমি দুই জনে বৈঠকখানায় বসিয়াছিলাম। সেই সময় তিনি কন্যাকে ডাকিয়া আনিলেন। কুসুম অবগুণ্ঠিত হয় নাই সত্য, কিন্তু যত দূর পারিয়াছিল, তত দূর শরীরকে বস্ত্র দ্বারা আবৃত করিয়াছিল। অতি ভয়ে ভয়ে মস্তক অবনত করিয়া সে আমার সম্মুখে দাঁড়াইল। সেই কাশীর কুসী বটে, তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু সে কুসী আর নাই, তাহার ছায়া মাত্র রহিয়া গিয়াছে। তাহার শরীর অতিশয় কৃশ হইয়া গিয়াছে। চক্ষু বসিয়া গিয়াছে। মুখ বিবর্ণ হইয়া গিয়াছে। যেন ঠিক মৃত লোকের আকার হইয়াছে। কতবার তাহাকে আমি মস্তক তুলিতে বলিলাম। কিন্তু কিছুতেই সে মস্তক উত্তোলন করিল না, ঘাড় হেঁট করিয়া মাটির দিকে চাহিয়া রহিল আমি নানারূপ প্রশ্ন করিলাম। কিন্তু সকল কথাতেই হয় "হাঁ", আর না হয় "না",—এইরূপ উত্তর দিল। আমার দিকে একবার চাহিয়া দেখিল না। অবশেষে সে কাঁদিয়া ফেলিল। তাহার শরীরের অবস্থা দেখিয়া আমার বড় দয়া হইল। সে কোন কথা বলিবে না, সুতরাং আর তাহাকে কষ্ট দেওয়া বৃথা। সে নিমিত্ত আমি তাহাকে বাটীর ভিতর যাইতে বলিলাম।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

আমি করি কি!

কুসী বাটীর ভিতর চলিয়া যাইলে, তাহার পিতা আমাকে বলিলেন,—"দেখিলেন তো মহাশয়! ইহার মনের গতিক ভাল নহে। সেই বিকারের পর হইতে ইহার বুদ্ধিভ্রংশ হইয়া

গিয়াছে; কিয়ৎ পরিমাণে বায়ুগ্রস্ত হইয়াছে। বিবাহ হইয়া গেলে, নানারূপ বসন-ভূষণ পাইয়া, বোধ হয় সারিয়া যাইবে।”

আমি উত্তর করিলাম,—“বায়ুগ্রস্ত হইয়াছে কি না, তাহা আমি জানি না; কিন্তু ইহার মনের অবস্থা যে নিতান্ত মন্দ, তাহা নিশ্চয় কথা। সে নিমিত্ত শরীরের অবস্থাও ভাল নহে। আপনার কন্যা যাহা বলে, সত্য সত্য তাহাই বা ঘটে!”

যাহা হউক, আমি ঔষধাদি প্রদান করিলাম না। কোনরূপ ঘোরতর দুশ্চিন্তার নিমিত্ত শরীরের এইরূপ অবস্থা হইয়াছে, তাহাতে ঔষধ দিয়া কি হইবে? বোধ হয়, দ্বিতীয় বার এই বিবাহই যত অনর্থের মূল। রসময় বাবু কেন এ কাজ করিতেছেন, তাহা আমি বুঝিতে পারিলাম না। কুসীর স্বামী “বাবু” কোথায় গেল, তাহাও জানি না। এ বিধবা বিবাহ নহে। তাহা যদি হইত, তাহা হইলেও না হয়, এ ব্যাপারের অর্থ বুঝিতে পারিতাম। কুসীর যে একবার বিবাহ হইয়াছে, সে কথা গোপন রাখা হইতেছে। কাশীতে কুসীর সহিত যখন আমার সাক্ষাৎ হয়, রসময় বাবু সে সময় ব্রহ্মদেশে ছিলেন। কুসীর যে একবার বিবাহ হইয়াছে, তিনি কি তা জানেন না? ফল কথা, ভাবিয়া চিন্তিয়া আমি কিছুই স্থির করিতে পারিলাম না। যা ইচ্ছা হউক, আমার এত ভাবনায় আবশ্যক কি? এই বিবাহের শেষ পর্য্যন্ত দেখিয়া, আমি এ স্থান হইতে চলিয়া যাইব। এইরূপ চিন্তা করিয়া আমি চুপ হইয়া রহিলাম, আর কুসীকে দেখিতে চাহিলাম না। তবে কুসী কেমন আছে, সে কথা প্রতি দিন জিজ্ঞাসা করিতাম। রসময় বাবু প্রতিদিন বলিতেন—“সেই রকম আছে; কথা তো সে কয় না, তবে মাঝে মাঝে বলে যে,—তাহার বিবাহ দিতে

হইবে না, বিবাহের পূর্ব্বেই সে মরিয়া যাইবে। বৃথা সকল আয়োজন হইতেছে।"

আমি চুপ করিয়া রহিলাম বটে, কিন্তু মন আমার বড়ই উদ্বিগ্ন হইল। এ বিবাহ যাহাতে না হয়, সম্পূর্ণ ভাবে সেই ইচ্ছা হইল। কাশীর কথা প্রকাশ করিয়া এ বিবাহ নিবারণ করি, সে ইচ্ছা বার বার আমার মনে উদয় হইল। কিন্তু বাবু যদি ইহার যথার্থ স্বামী না হয়? সে বিষয়েও যদি কোনরূপ গোল থাকে? তাহা হইলে, কাশীর কথা প্রকাশ করিয়া আমি নিজেই ঘোর বিপদে পড়িব। মাঝে মাঝে এ সন্দেহ আমার মনে উদয় হইল বটে, কিন্তু কুসী যে দুশ্চরিত্রা, সে কথা আমার কিছুতেই বিশ্বাস হইল না। যাই হউক, আমি দুই দিনের জন্য এস্থানে বেড়াইতে আসিয়াছি। পরের কথায় হস্তক্ষেপ করিয়া, কেন আমি সকলের বিরাগ-ভাজন হইব? কুসীর প্রতি কোনরূপ অত্যাচার কি হইতেছে? তাহা যদি হয়, আর কুসী যদি একটা কথা আমাকে বলে, তাহা হইলে, যেমন করিয়া পারি, আমি এ বিবাহ নিবারণ করিব। কুসী আমাকে হয় চিঠি লিখিবে, না হয় গোপনে কিছু বলিবে, প্রতিদিন এই আশা করিতে লাগিলাম। কিন্তু দিনের পর দিন কাটিয়া যাইতে লাগিল। বিবাহের দিন নিকটবর্ত্তী হইল। তবুও কুসী আমাকে কিছু বলিল না। এ অবস্থায় আমি কি করিতে পারি? ভগবানের যাহা ইচ্ছা তাহাই হইবে, এই কথা ভাবিয়া আমি চুপ করিয়া রহিলাম।

বিবাহের আয়োজন হইতে লাগিল। বরযাত্রীদিগের থাকিবার নিমিত্ত রসময় বাবু নিকটে একখানি বাটী ভাড়া করিলেন। বিবাহের পূর্ব্ব দিন বর ও বরযাত্রিগণ আসিয়া উপস্থিত হইবে।

খাদ্য সামগ্রী প্রভৃতির তদনুযায়ী আয়োজন হইতে লাগিল। উজিরগড়ে পুরোহিত ছিল না। যে স্থান হইতে বর আসিবে, কন্যা পক্ষের পুরোহিতও সেই স্থান হইতে আসিবে। রসময় বাবুর বৈঠকখানাটী বড় ছিল। তাহার এক পার্শ্বে কন্যা দান হইবে। অপর পার্শ্বে ও বারেন্দায় সভা হইবে।

ক্রমে বিবাহের পূর্ব্ব দিন উপস্থিত হইল। অপরাহ্ণ চারিটার গাড়িতে বর ও বরযাত্রিগণ আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বরের পরিধান মূল্যবান্ চেলি, গায়ে ফুলকাটা কামিজ, গলায় দীর্ঘ সোনার চেন, হাতে পাথর বসান পাকিপথের যাতি। ফল কথা, বর-সজ্জার কিছুমাত্র ত্রুটি হয় নাই। যুবা বর হইলে এরূপ সজ্জা করে কিনা, সন্দেহ। কিন্তু সজ্জা হইলে কি হয়, বরের রূপ দেখিয়া আমার হরিভক্তি উড়িয়া গেল। বয়স যাটি বৎসরের কম নহে, কৃষ্ণকায়, মুখে একটীও দাঁত নাই, মাথায় একগাছি কাল চুল নাই; অতি কদাকার বৃদ্ধ। তাহার পর, সেই ফোক্‌লা মাড়ি বাহির করিয়া বিবাহের আনন্দে যখন তিনি রসিকতা করিয়া হাস্য করিতেছিলেন, তখন এরূপ কিম্ভূত কদাকার রূপ বাহির হইতেছিল যে, সত্য কথা বলিতে কি, তাঁহার দুই গালে দুই থাবড়া মারিতে আমার নিতান্ত ইচ্ছা হইতেছিল। দিগম্বর বাবু আমার কি ক্ষতি করিয়াছেন যে, তাঁহার উপর আমার এত রাগ? আমার পাতানো মেয়ে কুসী,—'বাবু' হেন সুন্দর সুশীল যুবকের হাত হইতে, এইরূপ কদাকার চোঁদল-কুৎকুতের হাতে গিয়া পড়িবে, সেই চিন্তা আমার অসহ্য হইয়াছিল। যাহা হউক, এ সব চিন্তা আমি মন হইতে দূর করিতে চেষ্টা করিতে লাগিলাম।

বিবাহ সম্বন্ধে কোন কথায় লিপ্ত না থাকিয়া, কেবল অভ্যাগত বরযাত্রীদিগের যাহাতে কোন কষ্ট না হয়, সেই কার্য্যে ব্যস্ত রহিলাম।

বর ও বরযাত্রিগণ তাঁহাদিগের বাসায় উপবেশন করিলে, সে স্থানে সহসা একটু গোলযোগ উপস্থিত হইল। কি হইয়াছে, জানিবার নিমিত্ত তাড়াতাড়ি আমি সে স্থানে গমন করিলাম। সে স্থানে গিয়া দেখিলাম যে, কোকুলা মহাশয় ক্রোধাবিষ্ট হইয়া এক জন যুবক বরযাত্রীকে ভৎর্সনা করিতেছেন। আমাকে দেখিয়া তিনি কিছু অপ্রস্তুত হইয়া, ধীরভাবে মিনতি করিয়া সেই যুবককে বলিলেন,—"দে না ভাই, রসিক! এ কি তামাসার সময়?"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম,—"কি হইয়াছে, মহাশয়?"

বর উত্তর করিলেন,—"এই দেখুন দেখি, মহাশয়! আমার যাঁতি খানি লুকাইয়া রাখিয়াছে। যাঁতি খানি, এই-এই এই এমনি করিয়া ট্যাঁকে গুঁজিয়া রাখিতে হয়। যাঁতি খানি ট্যাঁকে গুঁজিয়া না রাখিলে বরের অকল্যাণ হয়।"

কি করিয়া যাঁতি খানি ট্যাঁকে গুঁজিয়া রাখিতে হয়, বর আমাকে দেখাইলেন। আমি দেখিলাম, বরযাত্রিগণ সকলেই চুপে চুপে হাসিতেছিলেন। বর পুনরায় আমাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—"মহাশয়! যাঁতি খানি ফিরিয়া দিতে আপনি রসিককে বলুন। এ সময় কিছু লোহার দ্রব্য শরীরে না রাখিলে ভূতে পায়।"

এক জন বরযাত্রী আস্তে আস্তে বলিলেন,—"ভূত,—আপনার চেহারা দেখিলে ভয়ে পলাইবে না?"

আমি আর কি বলিব, লজ্জায় ঘৃণায় আমি সে স্থান হইতে চলিয়া আসিলাম। মনে মনে করিলাম,—"হায় হায়! কুসীর কপালে কি এই ছিল।"

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

মাসীর খেদ।

সন্ধ্যার পর রসময় বাবু বরযাত্রীদিগের বাসায় আসিয়া, হবজামাই বাবুকে সঙ্গে লইয়া তাঁহার নিজের বাটীতে গমন করিলেন। তাঁহাকে বাটীর ভিতর লইয়া অতি সমাদরের সহিত জলখাবার খাইতে দিলেন। জলযোগ করিয়া দিগম্বর বাবু বৈঠকখানায় আসিয়া বসিলেন। সেই সময় আমিও সে স্থানে গিয়া উপস্থিত হইলাম। বৈঠকখানার ভিতর অন্তঃপুরের দিকে দ্বারের নিকট আমি গিয়া দণ্ডায়মান হইয়াছি, এমন সময় বাড়ীর ভিতর হইতে অল্প অল্প ক্রন্দনের শব্দ আমার কর্ণকুহরে প্রবেশ করিল। রসময় বাবুর সংসারে অভিভাবক-স্বরূপ সেই যে বয়স্কা স্ত্রী-লোকটী আছেন, তিনিই কাঁদিতেছিলেন। কাঁদিয়া কাঁদিয়া তিনি বলিতেছিলেন,—"হতভাগি! কেন যে এত রূপ লইয়া জগতে আসিয়াছিস্? তোকে ছয় দিনের রাখিয়া তোর মা আঁতুড়-ঘরে মরিয়া গেল। সেই দিন হইতে তোকে আমি প্রতিপালন করিলাম। তোর বাপ তোকে ফেলিয়া চলিয়া গেল। নিজে না খাইয়া তোকে আমি মানুষ করিলাম। একবার যা তোর কপালে ছিল, তা হইল। তোর জন্য ধর্ম্ম কর্ম্ম সব জলাঞ্জলি দিলাম। কত মিথ্যা কথা বলিলাম; কত কথা মনে রাখিলাম। তোর সুখের

জন্য আমি ইহকাল পরকাল সব নষ্ট করিলাম। শেষে একটা খুড়ো চাঁড়ালের হাতে পড়িবি বলিয়া কি, আমি এই সব করিলাম? ছি ছি! কি তোর অদৃষ্ট!”

দিগম্বর বাবু এ কথা শুনিতে পাইলেন কি না, তাহা আমি বলিতে পারি না। বোধ হয়, তিনি শুনিতে পান নাই; কারণ, সেই সময় তিনি রসময় বাবু প্রভৃতির সহিত কথোপকথন করিতেছিলেন। আমি নিজেও সকল কথা শুনিতে পাই নাই; কেবল গুটিকতক কথা আমার কাণে প্রবেশ করিয়াছিল। কিন্তু তাহাতেই আমি বুঝিলাম যে, এই স্ত্রীলোক রসময় বাবুর ভগিনী নহেন; ইনি তাঁহার সেই আত্মীয়ের স্ত্রী,—যিনি কুসীকে প্রতিপালন করিয়াছিলেন। ফল কথা ইনি আর কেহ নহেন, ইনি কুসীর মাসী;—যাঁহার কথা কাশীতে আমি শুনিয়াছিলাম। কাশীতে যখন আমি খবর দিতে ইচ্ছা করি, তখন কুসী ও বাবু আমাকে বলিয়াছিল যে, মেসো মহাশয় ও মাসী ভিন্ন সংসারে কুসীর আর কেহ নাই; তাঁহারাই বাবুর সহিত কুসীর বিবাহ দিয়াছিলেন। সেই সময় আরও শুনিয়াছিলাম যে, কুসীর মেসো-মহাশয় পীড়িত ছিলেন। রসময় বাবুও সে দিন এই কথা বলিয়াছিলেন। কুসীর প্রতিপালকদিগকে তিনি কেবল “আমার আত্মীয়” এই বলিয়া উল্লেখ করিয়াছিলেন। এখন আমি বুঝিলাম যে, সেই “আত্মীয়” তাঁহার ভায়রা-ভাই ও প্রথম পক্ষের শালী ব্যতীত অন্য কেহ নহে।

বিবাহের দিন বৈকাল বেলা রসময় বাবু আমাকে বলিলেন যে,—“কুসুম আজ সমস্ত দিন বিছানায় পড়িয়া আছে; কিছুতেই উঠিতেছে না। এক রতি দুধ পর্য্যন্ত আজ তাহার উদরে যায় নাই। ক্রমাগত বলিতেছে যে, এ সব উদ্যোগ বৃথা; বিবাহের

পূর্ব্বেই সে মরিয়া যাইবে। আপনি পূর্ব্বে বলিয়াছিলেন যে, তাহার আকার ঠিক মৃত লোকের ন্যায়। কিন্তু আজ একবার দেখিবেন, চলুন। সত্য সত্যই সে মরিয়া যাবে না কি?"

রসময় বাবুর সহিত আমি বাটীর ভিতর যাইলাম। কুসী বিছানায় পড়িয়া আছে। কিন্তু তাহার চক্ষে জল নাই। মুখ পূর্ব্বেই বিবর্ণ ছিল, আজ আরও হইয়াছে। আমাকে দেখিয়া সে চক্ষু মুদ্রিত করিল। তখন তাহাকে আরও শবের ন্যায় দেখাইতে লাগিল। কুসীকে বিছানা হইতে উঠিতে আমি বার বার অনুরোধ করিলাম।

তাহার পিতার সাক্ষাতেই আমি তাহাকে বলিলাম যে, "কুসুম! আমি ডাক্তার! বুড়ো মানুষ! আমার এখন কাশীবাস হইলেই হয়। কাশী জান তো? সেই কাশীতে গিয়া থাকিলেই হয়। তোমার মনে যদি কোন কথা থাকে, তো চুপি চুপি তুমি আমাকে বল। আমি সত্য করিয়া বলিতেছি যে নিশ্চয় তোমার আমি ভাল করিব। তোমার মত আমার একটী পাতানো কন্যা ছিল। তাহাকে আমি বড় ভাল বাসিতাম। তাহার জন্য আমি সর্ব্বস্বান্ত হইতে প্রস্তুত আছি। কুসুম মা! যদি তোমার মনে কোন কথা থাকে, তাহা হইলে আমাকে গোপনে বল। তোমার পিতাকে বাহিরে যাইতে বলি।"

এই শেষকালেও যদি এ বিবাহ নিবারণ করিতে পারি, সেই আশায় আমি এত কথা বলিলাম। কিন্তু এই ঘটনার প্রকৃত অর্থ কি, তাহা আমি জানিতে না পারিলে, কি করিয়া আমি প্রতি-বন্ধকতা করি? আমার প্রতি কুসীর বিশ্বাস হইবে, নির্ভয়ে সে আমাকে মনের কথা বলিতে সাহস করিবে, সেই জন্য আমি

"কাশী" শব্দ কয়বার উচ্চারণ করিলাম, সেই জন্য পাতানো মেয়ের কথা উল্লেখ করিলাম। কিন্তু কুসী চক্ষু উন্মীলিত করিল না, একটী কথাও বলিল না, চক্ষু মুদিত করিয়া ঠিক যেন মৃত লোকের মত পড়িয়া রহিল। আমি কুসীর হাত দেখিলাম; নাড়ী অতি দুর্ব্বল বটে, কিন্তু তাহাতে কোনরূপ রোগের চিহ্ন অথবা আশু মৃত্যু লক্ষণ কিছুই দেখিতে পাইলাম না। বাহিরে আসিয়া রসময় বাবুকে বলিলাম যে,—"আপনার কন্যার যেরূপ নাড়ী আমি দেখিলাম, তাহাতে মৃত্যু হইবার কোন ভয় নাই।"

নবম পরিচ্ছেদ।

কিঁষ্টা! কিঁষ্টা কঁখায় রে!

কুসীর যে আর একবার বিবাহ হইয়াছে। কাশীতে তাহার পতিকে যে আমি দেখিয়াছি, এই সব কথা প্রকাশ করিবার নিমিত্ত সে দিনও আমার বার বার ইচ্ছা হইল। কিন্তু রসময় বাবু সে সব কথা অবগত আছেন কি না আছেন, তাহা আমি জানিতে পারি নাই। সকল কথা প্রকাশ করিলে কুসীর পক্ষে ভাল হইবে কি মন্দ হইবে, তাহাও আমি স্থির করিতে পারিলাম না। তাহার পর, ইহাঁদের সহিত আমার কোন সুবাদ সম্পর্ক নাই। বৃথা পরের ব্যাপারে হস্তক্ষেপের প্রয়োজন কি? এইরূপ ভাবিয়া চিন্তিয়া আমি চুপ করিয়া রহিলাম। কিন্তু এই কয় দিন ধরিয়া, যাহাতে এ বিবাহ না হয়, সে নিমিত্ত নিয়তই ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিতেছিলাম। কোনরূপ দৈব ঘটনা সূত্রে এ বিবাহ নিবারিত হইবে, কয় দিন ধরিয়া সেই আশা আমার মনে

বলবতী ছিল। কিন্তু বিবাহ-লগ্ন যতই নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিল, ততই সে আশা আমার মন হইতে তিরোহিত হইতে লাগিল। তবুও সন্ধ্যা পর্য্যন্ত, একটু কোনরূপ শব্দ হয়, কি কেহ উচ্চৈঃ-স্বরে কথা কয়, কি কেহ কোন স্থান হইতে দৌড়িয়া আসে, আর আমার হৃৎপিণ্ড "দূড় দূড়" করিয়া উঠে, আর আমি মনে ভাবি, এইবার বুঝি এই কাল-বিবাহ-নিবারণের ঘটনা ঘটিল।

আর একটী কথা। বাবুর সহিত হয় তো কুসীর বিবাহ হয় নাই। এই সব ব্যাপারের ভিতর হয় তো কোন মন্দ কথা আছে। সে সন্দেহও আমার মনে বার বার উদয় হইতে লাগিল। কিন্তু যখন আবার কুসীর সেই মধুমাখা মুখ আর বাবুর সেই সরল ভাব চিন্তা করিয়া দেখি, তখন সে সন্দেহ আমার মন হইতে তিরোহিত হয়। ফল কথা, আমি কিছুই বুঝিতে পারিলাম না।

কোনরূপ দৈব ঘটনা ঘটিয়া এ কাল বিবাহ বন্ধ হইয়া যাইবে, অনুক্ষণ আমি সেই আশা করিতেছিলাম; কিন্তু আমার সকল আশা বৃথা হইল। সন্ধ্যা উপস্থিত হইল, বিবাহ নিবারণের নিমিত্ত কোনও রূপ ঘটনা ঘটিলনা। বিবাহের লগ্ন উপস্থিত হইল।

যথাসময়ে সভায় বরকে আনিবার নিমিত্ত রসময় বাবু আমাকে প্রেরণ করিলেন। বরযাত্রীদিগের বাসায় গমন করিয়া বর ও বরযাত্রীদিগকে আমি গাত্রোত্থান করিতে বলিলাম। আর সকলে উঠিয়া দাঁড়াইলেন, কিন্তু বর উঠিলেন না। তিনি চীৎকার করিয়া বলিলেন,—"কিঁষ্টা! ওঁ কিঁষ্টা!

আমি হতভম্বা হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম। ইহার অর্থ কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। মনে মনে করিলাম যে, "এ হতভাগা কোক্লার সব বিট্‌কেল!"

বর পুনরায় চীৎকার করিয়া উঠিলেন,—কিষ্টা! কিষ্টা কুথায় রে!' যে বাটীতে বরযাত্রীদিগের বাসা হইয়াছিল' সেই স্থানে ফুলের বাগান ছিল। বৈশাখ মাস। সেই বাগানে অনেক জুঁই, চামেলি. বেলা প্রভৃতি ফুল ফুটিয়া ছিল। সেই ফুল-বাগান হইতে একজন চীৎকার করিয়া উঠিল,—"ঐঃ! এই পদাই আজ্ঞে!"

তখন আমি বুঝিতে পারিলাম যে, দিগম্বর বাবুর সঙ্গে যে বাঙ্গালি চাকর ছিল, তাহার নাম কিষ্টা বা কৃষ্ণ। তাহাকেই তিনি ডাকিতেছিলেন। কিষ্টার বাড়ী বোধ হয়, পশ্চিম বঙ্গে। দিগম্বর বাবু পুনরায় চিৎকার করিয়া বলিলেন "ঐঃ! শিঁগ্গির আয়! লগ্ন ভস্ম হঁয় যেঁ রে!"

কিষ্টা তাড়াতাড়ি আসিয়া তাঁহার হাতে এক ছড়া ফুলের মালা দিল। বাগান হইতে ফুল লইয়া চুপি চুপি একছড়া মালা গাঁথিতে চাকরকে তিনি আজ্ঞা করিয়াছিলেন। সেই মালার জন্য ব্যস্ত হইয়া তিনি চাকরকে ডাকিতেছিলেন। মালা পাইয়া হৃষ্ট-চিত্তে তাহা গলায় পরিয়া বর গাত্রোত্থান করিলেন।

বর গাত্রোত্থান করিয়াছেন, এমন সময় রসময় বাবু হাঁপাইতে হাঁপাইতে দৌড়িয়া সেই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তখন ঠিক সন্ধ্যা হইয়াছিল; সন্ধ্যার পরেই বিবাহের এক লগ্ন ছিল। রাত্রি দশটার পর আর এক লগ্ন ছিল। রসময় বাবু আমার কাণে কাণে বলিলেন,—"কুসুম কিরূপ করিতেছে, শীঘ্র চলুন।"

তাহার পর বরযাত্রীদিগকে লক্ষ্য করিয়া তিনি বলিলেন,—"মহাশয়গণ! আমার কন্যার শরীর সহসা কিছু অসুস্থ হইয়াছে। এ প্রথম লগ্নে বোধ হয়, বিবাহ হইবে না। রাত্রি দশটার পর যে লগ্ন আছে, সেই লগ্নে বিবাহ হইবে।"

রসময় বাবুর সহিত তাড়াতাড়ি আমি তাঁহার বাটীতে যাই-লাম। যে ঘরে কুসী শয়ন করিয়াছিল, সেই ঘরে তিনি আমাকে লইয়া গেলেন। আমি দেখিলাম যে, কুসীর মুখ নিতান্ত রক্ত-হীন হইয়া বিবর্ণ হইয়াছে। চক্ষু বুজিয়া সে শয়ন করিয়া আছে। ডাকিলে উত্তর প্রদান করে না। হাত ধরিয়া দেখিলাম যে, তাহার নাড়ী আরও দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছে।

ঘর হইতে বাহির হইয়া আমি রসময় বাবুকে জিজ্ঞাসা করিলাম,—আপনার বাড়ীতে অভিভাবক-স্বরূপ যে স্ত্রী লোকটী আছেন, তিনি কি আপনার শালী, কুসুমের মাসী? তিনিই কি কুসুমকে প্রতিপালন করিয়াছেন?"

রসময় বাবু উত্তর করিলেন,—"হাঁ! তিনিই কুসুমের মাসী, তিনিই কুসুমকে প্রতিপালন করিয়াছেন।"

আমি বলিলাম,—"আপনার কন্যার লক্ষণ আমি বড় ভাল দেখিলাম না। তাহাকে কিছু ঔষধ দিতে হইবে। কিন্তু কুসুমের মাসীকে আমি গোপনে দুই চারিটী কথা জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা করি। স্ত্রীলোকদিগের নানা প্রকার রোগ হয়। ডাক্তার ভিন্ন অন্য লোকের সে সব কথা শুনিয়া আবশ্যক নাই। কুসুমের মাসীকে জিজ্ঞাসা করিয়া, তাহার পরে আমি ঔষধের ব্যবস্থা করিব।"

বাড়ীর ভিতর এক পার্শ্বে ছোট একটী ঘর ছিল, সেই ঘরে আলো জ্বলিতেছিল। দুই জন পঞ্জাবি স্ত্রীলোক তাহার ভিতর বসিয়া কি করিতেছিল। রসময় বাবু তাহাদিগকে সে ঘর হইতে বাহির করিয়া দিলেন। ঘরের ভিতর দ্বারের নিকট এক খানি চার-পাই ছিল। আমাকে সেই চার পাইয়ে বসিতে বলিয়া রসময় বাবু চলিয়া গেলেন।

অল্পক্ষণ পরে কুসুমের মাসী আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সম্পূর্ণ ভাবে নয়, কিন্তু ঘোমটা দ্বারা কতকটা তিনি মুখ আবৃত করিয়াছিলেন।

আমি তাঁহাকে বলিলাম,—"কুসুমের প্রাণ সংশয় হইয়াছে। আপনি বোধ হয় জানেন যে, আমি এক জন ডাক্তার। আপনাকে সকল কথা জিজ্ঞাসা না করিয়া, আমি তাহাকে ঔষধ দিতে পারিতেছি না। তাহার সম্বন্ধে অনেক কথা আছে। আপনি বসুন। দাঁড়াইয়া থাকিলে হইবে না।"

মাসী মৃদু স্বরে উত্তর করিলেন,—"কুসুমকে তুমি ভাল কর, বাবা! কুসুমকে লইয়া আমি সংসারে আছি। ছয় দিনের মেয়েকে আমার হাতে দিয়া তাহার মা মারা পড়িয়াছে। সেই অবধি আমি তাহাকে মানুষ করিয়াছি। তুমি তাকে ভাল কর, বাবা!"

আমি উত্তর করিলাম,—"রসময় বাবুর সহিত আমার ভাই সম্পর্ক। কুসুমকে আমি কন্যার মত দেখি। সে জন্য আপনি আমাকে বাবা বলিতে পারেন না। কুসুমকে ভাল করিতে আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করিব। কিন্তু তাহার রোগের কারণ কি, তাহা জানিতে না পারিলে কি করিয়া আমি ঔষধ দিব?"

মাসী বলিলেন,—"আর বৎসর এই সময় তাহার জ্বর-বিকার হয়। তাহার পর—"

আমি বলিলাম,—"সে কথা নয়। আমি আপনাকে যে যে কথা জিজ্ঞাসা করিব, তাহার ঠিক উত্তর দিবেন কি না?"

মাসী উত্তর করিলেন,—"তা কেন দিব না! আমার কুসীর প্রাণ বড়, না আর কিছু বড়।"

আমি বলিলাম,—"তবে আপনি বলুন্। অনেক কথা আমি জিজ্ঞাসা করিব।"

মাসী দ্বারের নিকট ভূমিতে উপবেশন করিলেন। আমি চার-পাইয়ের উপর বসিয়া রহিলাম।

আমি বলিলাম,—"কুসুমকে আমি ইহার পূর্ব্বে দেখিয়াছি। দুই বৎসরের অধিক হইল, তাহার সহিত কাশীতে আমার সাক্ষাৎ হইয়াছিল। তাহার সহিত সে সময় একজন অল্প-বয়স্ক পুরুষ মানুষ ছিল। কুসুম তাহাকে "বাবু" বলিয়া ডাকিত। কুসুম আমাকে বলিয়াছিল যে, বাবু তাহার স্বামী। সে কথা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে এ সব আবার কি?"

আমার পা দুইটী ভূমিতে ছিল। কুসুমের মাসী শশব্যস্ত হইয়া সেই পা জড়াইয়া ধরিলেন।

মাসী বলিলেন,—"পাপ হউক, পুণ্য হউক, কুসীর ভালর জন্য আমি এ কাজ করিতেছি। তোমার পায়ে পড়ি, তুমি কোন কথা প্রকাশ করিও না। প্রকাশ করিলে বড় কেলেঙ্কারি হইবে। পৃথিবীতে আমি আর মুখ দেখাইতে পারিব না। যতক্ষণ না তুমি আমার কথা স্বীকার করিবে, ততক্ষণ আমি তোমার পা ছাড়িব না।"

"ও কি করেন! ও কি করেন!" বলিয়া আমি আমার পা সরাইয়া লইতে চেষ্টা করিলাম। কিন্তু মাসী কিছুতেই আমার পা ছাড়িলেন না। আমি বড় বিপদে পড়িলাম।

আমি বলিলাম,—"আপনি স্থির হউন। কেহ যদি এস্থানে আসিয়া পড়ে, তাহা হইলে সে কি মনে করিবে। যদি কুসুমের প্রতি নিতান্ত কোনরূপ অন্যায় না দেখি, তাহা হইলে আমি

প্রকাশ করিব না। আপনাদের ঘরের কথায় আমার প্রয়োজন কি? পাপ হয়, পুণ্য হয়, তাহার জন্ত আপনারা দায়ী। আমার তাহাতে কি? কিন্তু কুসীর প্রতি আপনার কোন অত্যাচার করিতেছেন কি না, তাহা আমাকে বুঝিয়া দেখিতে হইবে।”

মাসী উত্তর করিলেন,—“কুসীর প্রতি অত্যাচার! যাহার জন্ত এই কলঙ্কের পসরা আমি মাথায় লইতেছি, তাহার প্রতি আমি অত্যাচার করিব! রায় মহাশয় কোন কথা জানে না।”

আমি বলিলাম,—“রসময় বাবু যে কিছু জানেন না, তাহা আমি বুঝিতে পারিয়াছি। এখন বলুন, সে বাবু কে? সে প্রকৃত কুসুমের স্বামী কি না? যদি কুসুমের সহিত তাহার বিবাহ হইয়া থাকে, তাহা হইলে পুনরায় তাহার বিবাহ দিতেছেন কেন?”

ইতিপূর্ব্বে মাসী আমার পা ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। এখন তিনি পুনরায় দ্বারের নিকট গিয়া বসিলেন। কাহাকেও আসিতে দেখিলে তিনি সাবধান হইতে পারিবেন, সে নিমিত্ত দ্বারের একটু বাহিরে বারেণ্ডাতে তিনি উপবেশন করিলেন। তাহার পর তিনি পূর্ব্ব বৃত্তান্ত আমাকে বলিতে লাগিলেন।

এই পূর্ব্ব বৃত্তান্ত আমি আমার নিজের কথাতে বলিব; কুসুমের মাসী যে ভাবে বলিয়াছিলেন, সে ভাবে বলিব না। তাহার কারণ এই যে তিনি সংক্ষেপে সকল কথা বলিয়াছিলেন। এই সমুদয় ঘটনার পরে অন্যান্য লোকের মুখ হইতে আমি যে সকল কথা সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইয়াছি, তাহাও আমি এই বিবরনে যথাস্থানে সন্নিবেশিত করিলাম।

তৃতীয় ভাগ।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

সূতিকাগার

কুসীর পূর্ব্ব বৃত্তান্ত অবগত হইতে হইলে, আমাদিগের চব্বিশ পরগণা জেলার অন্তঃপাতী সামান্য এক খানি গ্রামে গমন করিতে হইবে। সেই গ্রামে একটী একতলা কোটা বাড়ী আছে. সেই কোটা বাড়ীতে দুইটী ঘর আছে। তাহার সম্মুখে এক খানি চালা ঘর আছে। সেই চালার এক ভাগ দরমা দ্বারা আবৃত। সেই ভাগে রান্না হয়। অপর ভাগ আবৃত নহে; তাহাতে কাঠ পাতা ঘুটে প্রভৃতি দ্রব্য থাকে।

চালার সে ভাগে এখন কাষ্ঠ প্রভৃতি দ্রব্য নাই। কাঁচা নারিকেল-পাতা দিয়া এখন সেই ভাগ সামান্য ভাবে আবৃত করা হইয়াছে। আস্ত নারিকেল পাতাগুলি এরূপ দূরে দূরে সন্নিবেশিত হইয়াছে যে, তাহা দ্বারা কেবল একটু আড়াল হইয়া ছ মাত্র।

আমি এখনকার কথা বলিতেছি না; পনর ষোল বৎসর পূর্ব্বে যাহা ঘটিয়াছিল, সেই কথা বলিতেছি। এ সমুদয় ঘটনা আমি চক্ষে দেখি নাই; সে স্থানে আমি উপস্থিতও ছিলাম না। কুসীর মাসী ও অন্যান্য লোকের মুখে যাহা শুনিয়াছি তাহাই আমি বলিতেছি।

বর্ষা কাল। দুর্জ্জয় বাদল। টিপ্ টিপ্ করিয়া সর্ব্বদাই জল পড়িতেছে। মাঝে মাঝে এক এক বার ঘোর করিয়া প্রবল ধারায় বৃষ্টি হইতেছে। হু হু করিয়া শীতল পূর্ব্ব বায়ু প্রবাহিত হইতেছে। ঘর হইতে বাহির হয়, কাহার সাধ্য! এই দুর্যোগে নারিকেল পত্র দ্বারা আবৃত সেই চালার ভিতর এক ভদ্রমহিলা শয়ন করিয়া আছেন। একখানি গলিত, নানা স্থানে ছিন্ন, পুরাতন, ময়লা বস্ত্র স্ত্রীলোকটী পরিধান করিয়াছিলেন। সেইরূপ এক খানি ছিন্ন পুরাতন মাদুর ও ছোট একটী ময়লা বালিস ভিন্ন আর কিছু বিছানা ছিল না। যে মৃত্তিকার উপর এই মাদুরটী বিস্তৃত ছিল, তাহা নিতান্ত আর্দ্র ছিল। তাহা ব্যতীত নারিকেল পাতার ফাঁক দিয়া, মাঝে মাঝে জলের ঝাপ্টা আসিতেছিল; তাহাতে বিছানা, স্ত্রীলোকটীর পরিধেয় কাপড় ও সর্ব্ব শরীর ভিজিয়া যাইতেছিল। সেই পাতার ফাঁক দিয়া সর্ব্বদাই বাতাস আসিতেছিল। সেই জলে, সেই বাতাসে, সেই ভিজা মেঁজেতে, সেই ভিজা মাদুরে, সেই ভিজা কাপড়ে স্ত্রীলোকটী পড়িয়াছিল। এরূপ অবস্থায় সহজ মানুষের কম্প উপস্থিত হয়। কিন্তু সে স্ত্রীলোকটীর অবস্থা সহজ ছিল না। বিছানার নিকট কিঞ্চিৎ দূরে কাঠের আগুন জ্বলিতেছিল। আগুন জ্বলিতেছিল বটে, কিন্তু তাহাতে সে চালার ভিতর বিন্দু মাত্র উত্তাপের সঞ্চার হয় নাই। স্ত্রীলোক এবং আগুন এই দুইয়ের মধ্যস্থলে ছিন্ন বস্ত্র দ্বারা আবৃত একটী নব প্রসূত শিশু নিদ্রা যাইতেছিল। আজ চারি দিন এই শিশু জন্ম গ্রহণ করিয়াছে। ইহাই সূতিকাগার। যে স্ত্রীলোকটী মাদুরে শয়ন করিয়াছিলেন, তিনিই প্রসূতি। এই সঙ্কট সময়ে তিনি এই রূপ আর্দ্র নারিকেল পাতায়

সামান্য ভাবে আবৃত চালা ঘরে পড়িয়া ভিজিতেছিলেন। কেবল তাহা নহে। তিনি উৎকট রোগগ্রস্ত হইয়াছিলেন। প্রসবের এক দিন পরে তাঁহার জ্বর হয়; তাহার পরদিনেই সেই জ্বর,—বিকারে পরিণত হয়; এক্ষণে তিনি একেবারে জ্ঞানশূন্য হইয়া পড়িয়াছেন। জ্ঞানশূন্য হইয়া ক্রমাগত এ পাশ ও পাশ করিতেছেন; ক্রমাগত তাঁহার মস্তক সেই ক্ষুদ্র বালিশের উপর হইতে পড়িয়া যাইতেছে। কখন উচ্চৈঃস্বরে কখন বা বিড় বিড় করিয়া, তিনি বকিতেছেন। তাঁহার শিয়রদেশে আর একটী স্ত্রীলোক বসিয়া আছেন। তিনি দাই নহেন, ভদ্র-কন্যা বলিয়া তাঁহাকে বোধ হয়। পীড়িতা স্ত্রীলোকের সহিত তাঁহার মুখের সাদৃশ্য দেখিয়া, তাঁহাকে বড় ভগিনী বলিয়া বোধ হয়। পীড়িতার মস্তক যখন বালিশ হইতে নীচে পড়িয়া যাইতেছিল, তখন তাঁহার মস্তক পুনরায় তিনি বালিশের উপর তুলিতেছিলেন। ঘোর তৃষ্ণায় কাতর হইয়া পীড়িতা যখন হাঁ করিতেছিলেন, তখন একটু একটু জল দিয়া তিনি তাঁহার শুষ্ক মুখ ক্ষণকালের নিমিত্ত সিক্ত করিতে-ছিলেন। পীড়িতা যখন বিড় বিড় করিয়া বকিতেছিলেন, তখন তিনি তাঁহার মস্তক অবনত করিয়া তাঁহার মুখের নিকট আপনার কাণ রাখিয়া কথা বুঝিবার জন্য চেষ্টা করিতেছিলেন। কিন্তু সে সমুদয় প্রলাপ বাক্য, সে কথার কোন অর্থ ছিল না। বিকারের বলে পীড়িতা যখন উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিতেছিলেন, তখন তিনি মাঝে মাঝে তাঁহাকে প্রবোধ দিয়া বলিতেছিলেন,—"ক্ষান্ত! স্থির হও; ক্ষান্ত! স্থির হও!" রোগীর সেবা করিতে করিতে মাঝে মাঝে তিনি সেই নব প্রসূত শিশুটীকে তুলিয়া পলিতা দ্বারা গাভী দুগ্ধ পান করাইতেছিলেন। পীড়িতা ও অপর সেই

স্ত্রীলোকটী ব্যতীত এ বাড়ীতে জন মানব আর কেহ ছিল না। অপর স্ত্রীলোকটী পীড়িতার বড় ভগিনী বটেন। তাঁহার বাটী এই গ্রাম হইতে আট দশ ক্রোশ দূরে। ভগিনীর পূর্ণ গর্ভাবস্থা উপস্থিত হইলে, তাঁহার শুশ্রূষার নিমিত্ত তিনি আসিয়াছিলেন। তাহার পর এই বিপদ!

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

পীড়িতা প্রসূতি।

পীড়িতা প্রসূতির এইরূপ অবস্থা। সে সংসারের এইরূপ অবস্থা। অপরাহ্ন হইয়াছে, বেলা প্রায় ছয়টা বাজিয়া গিয়াছে। বৃষ্টি নিয়তই পড়িতেছে। মেঘাচ্ছন্ন পৃথিবীকে সন্ধ্যার অন্ধকার ঢাকিবার উপক্রম করিতেছে। এই সময় একজন প্রতিবাসিনী ভিজিতে ভিজিতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

প্রতিবাসিনী জিজ্ঞাসা করিলেন,—"বৌ এখন কেমন আছে গা?"

পীড়িতার ভগিনী উত্তর করিলেন,—"আর বাছা! কেমন থাকার কথা আর নাই! এখন রাতটী কাটিলে হয়।"

এই বলিয়া তিনি কাঁদিতে লাগিলেন। চক্ষু দিয়া তাঁহার টপ্ টপ্ করিয়া জল পড়িতে লাগিল। পীড়িতার মাথা পুনরায় বালিশের নিম্নে গিয়া পড়িল। আঁচল দিয়া চক্ষু মুছিয়া, তাড়াতাড়ি তিনি মাথাটী তুলিয়া বালিশের উপর রাখিলেন।

প্রতিবাসিনী পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন,—"রসময়ের কোন খবর নাই?"

ভগিনী উত্তর করিলেন,—“পরশ্ব তাহাকে পত্র দিয়াছি। চিঠিখানি রেজেষ্টারি করিয়াছি; কাল সে পাইয়া থাকিবে। আজ তাহার আসা উচিত ছিল, কিন্তু এ দুর্যোগে সে কি করিয়া আসিবে, তাই ভাবিতেছি।”

প্রতিবাসিনী জিজ্ঞাসা করিলেন,—“খুকী কেমন আছে?”

ভগিনী উত্তর করিলেন,—“সে আছে ভাল! পোড়ারমুখী মাকে খাইতে আসিয়াছিল। দেখ গা! পৃথিবীতে আর আমাদের কেহ নাই; মা নাই, বাপ নাই, ভাই নাই, কেহ নাই! সংসারে আমার কেবল এই ক্ষান্ত ছিল। দিদি বলিতে ক্ষান্ত অজ্ঞান হইত। আমার ছেলে-পিলে হয় নাই। মনে করিয়াছিলাম, ক্ষান্তর পাঁচটা হইবে; তাদের মুখ দেখিয়া আমি সুখী হইব। কর্ত্তাও ক্ষান্তকে বড় ভাল বাসেন। রায় মহাশয়ের পত্র যাই তিনি পাইলেন, আর তৎক্ষণাৎ আমাকে পাঠাইয়া দিলেন। ক্ষান্তর ছেলে হইবে, মনে মনে কত আশা করিয়া আমি আসিলাম। ক্ষান্ত যে আমাকে ফেলিয়া চলিয়া যাইবে, এ কথা কখন মনে ভাবি নাই।”

এই কথা বলিয়া পুনরায় তিনি কাঁদিতে লাগিলেন। প্রতিবাসিনী প্রবোধ দিয়া বলিলেন,—“ভয় নাই, ভাল হইবে। মানুষের রোগ কি হয় না? যদুর স্ত্রীর আঁতুড়ে এইরূপ হইয়াছিল। ভাল হইয়া আবার কত ছেলে-পিলে তাহার হইয়াছে। দাই কোথায় গেল?”

ভগিনী উত্তর করিলেন,—“দুই প্রহরের সময় খাইবার নিমিত্ত সে বাটী গিয়াছে। সেই পর্য্যন্ত এখনও আসে নাই; বোধ হয় শীঘ্রই আসিবে।”

প্রতিবাসিনী বলিলেন,—"ঔষধ পালা কিছুই হয় নাই?"

ভগিনী উত্তর করিলেন,—"এ গ্রামে ডাক্তার নাই, কবিরাজ নাই, ঔষধ-পালা কি করিয়া হইবে? দাই কি ঔষধ দিয়াছিল।"

প্রতিবাসিনী বলিলেন,—"দাই আসিলে, তেল গরম করিয়া সর্ব্ব শরীরে মাখাইয়া উত্তমরূপে তাপ দিতে বলিবে।" এই বলিয়া প্রতিবাসিনী চলিয়া গেলেন।

বলা বাহুল্য যে, এই পীড়িতা স্ত্রীলোকটী আর কেহ নহেন, ইনি রসময় বাবুর প্রথম পক্ষের স্ত্রী। রসময় বাবু তখন কলিকাতায় কর্ম্ম করিতেন। তিনি তখন অতি অল্প বেতন পাইতেন। দাস দাসী রাখিবার তখন তাঁহার ক্ষমতা ছিল না। তাঁহার অন্য অভিভাবকও কেহ ছিলেন না। অগত্যা স্ত্রীকে একেলা ছাড়িয়া কলিকাতায় তাঁহাকে থাকিতে হইত। কিন্তু তাহার জন্য বিশেষ ভাবনার কোন কারণ ছিল না। প্রতিবাসী ও প্রতিবাসিনীগণ সকলেই তাঁহার স্ত্রীর তত্ত্বাবধারণ করিতেন। এই বিপদের সময়ও তাঁহারা দিনের মধ্যে ভিজিতে ভিজিতে অনেক বার আসিয়া তত্ত্ব লইতেছিলেন। আবশ্যক হইলে তাঁহারা ডাক্তার আনিয়া দিতেন। কিন্তু চারি ক্রোশ দূরে একখানি গণ্ডগ্রাম হইতে ডাক্তার আনিতে হইত। এক বার ডাক্তার আনিতে দশ টাকা খরচ হয়। সে টাকা রসময় বাবুর স্ত্রীর ভগিনীর হাতে ছিল না। প্রসবকালে ভগিনীর সেবা করিবার নিমিত্ত সম্প্রতি তিনি সেই গ্রামে আসিয়াছিলেন। তাঁহার স্বামী অল্প বেতনে সামান্য একটী চাকরি করিয়া, দিনপাত করিতেন। সেজন্য টাকা কড়ি লইয়া তিনি ভগিনীর গৃহে আগমন করেন নাই। বাঁধা দিয়া টাকা কর্জ্জ করিবেন, এরূপ গহনাও তাঁহার নিকট ছিল না। রসময়

বাবুর নিকট তিনি পত্রপ্রেরণ করিয়াছিলেন। ভগিনীপতি শীঘ্রই আসিয়া উপস্থিত হইবে। সে আসিয়া ডাক্তার আনিবে, সেই প্রতীক্ষায় তিনি পথপানে চাহিয়াছিলেন।

রসময় বাবু সন্ধ্যার পর আসিয়া উপস্থিত হইলেন। স্ত্রীর অবস্থা দেখিয়া তিনি অধীর হইয়া পড়িলেন। সেই রাত্রিতেই তিনি চারি ক্রোশ দূরে ডাক্তার আনিতে দৌড়িলেন। কিন্তু সে দুর্যোগে পালকি-বেহারাগণ বাহির হইতে সম্মত হইল না। স্ত্রীর অবস্থা বলিয়া ডাক্তারের নিকট হইতে কিছু ঔষধ লইয়া বিরস বদনে রাত্রি দুইটার সময় তিনি প্রত্যাগমন করিলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

খুকীকে ভুলিও না।

পর দিন প্রাতঃকালে ডাক্তার আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এরূপ রোগ আমি অনেক দেখিয়াছি; ভালরূপ চিকিৎসা হইলেও এ রোগে কচিৎ কেহ রক্ষা পাইয়া থাকে। ডাক্তার আসিয়া প্রথম সূতিকা-ঘর দেখিয়াই জ্বলিয়া উঠিলেন। তিনি বলিলেন,—“এরূপ স্থানে সুস্থ মানুষ থাকিলেও মরিয়া যায়! কোন্ প্রাণে পীড়িতা প্রসূতিকে আপনারা এরূপ স্থানে রাখিয়াছেন ?

রসময় বাবু কোন উত্তর করিলেন না। কিন্তু একজন প্রবীণ প্রতিবাসী বলিলেন,—“আপনি যে বিলাতী সাহেব দেখিতে পাই!, আপনার বাড়ীতে কি হয়? আপনি যখন

জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তখন আপনার আঁতুড় ঘরের জন্য মারবেল পাথরের মনুমেণ্ট প্রস্তুত হইয়াছিল না কি ?"

ডাক্তার কিছু অপ্রতিভ হইয়া বলিলেন,—"প্রসূতিকে আপনারা ঘরের মধ্যে লইয়া যাইতে পারেন না ?"

রসময় বাবু উত্তর করিলেন,—"এ পল্লিগ্রাম। দুই চারিটা নারিকেল পাতা দিয়া চিরকাল আমাদের আঁতুড় ঘর হয়। আজ যদি আমি তাহার অন্যথা করি, তাহা হইলে সকলে আমার নিন্দা করিবে।"

ডাক্তার আর কোন কথা বলিলেন না, বলিবার বড় প্রয়োজনও ছিল না ; কারণ পীড়িতার তখন আসন্ন কাল উপস্থিত হইয়াছিল। ঔষধের ব্যবস্থা করিয়া ডাক্তার চলিয়া গেলেন।

পীড়িতা প্রসূতি যে এপাশ ওপাশ করিতেছিলেন, ক্রমে তাহা স্থির হইয়া আসিল। নিশ্বাস প্রশ্বাস কার্য্য অতি কষ্টে সম্পন্ন হইতে লাগিল। রসময় বাবু ও তাঁহার শালী বুঝিলেন যে, আর অধিক বিলম্ব নাই। দুই জনে দুই পার্শ্বে বসিয়া রহিলেন। অবিরল ধারায় চক্ষুর জল পড়িয়া, দুই জনের বক্ষঃস্থল ভাসিয়া যাইতে লাগিল।

অপরাহ্ন প্রায় তিনটা বাজিয়া থাকিবে, এমন সময় রোগিনীর সহসা একটু জ্ঞানের উদয় হইল। বিস্মিত মনে তিনি চারিদিকে চাহিয়া দেখিলেন। তাহার পর অতি ধীরে ধীরে তিনি বলিলেন,—"একি ! আমি কোথায় ?"

মস্তক অবনত করিয়া রসময় বাবু তাঁহার মুখের নিকট আপনার কর্ণ রাখিলেন। কিন্তু কিছুক্ষণ তিনি আর কোন কথা বলিলেন না। স্থিরভাবে তিনি যেন চিন্তা করিতে লাগিলেন।

চিন্তা করিয়া তাঁহার যেন সকল কথা মনে হইল। তখন ভগিনীর মুখের দিকে চাহিয়া তিনি বলিলেন,—"দিদি!"

নিকটে অগ্রসর হইয়া, ভগিনী মস্তক অবনত করিয়া, কাণ পাতিয়া রহিলেন। রোগিনী অতি মৃদুস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"যা হইয়াছিল, তা আছে?"

ভগিনী উত্তর করিলেন,—"আছে বই কি!"

এই বলিয়া তিনি তাড়াতাড়ি খুকীকে লইয়া তাঁহার সম্মুখে ধরিলেন। রোগিনী আস্তে আস্তে খুকীর ক্ষুদ্র হস্তটী ধরিয়া ভগিনীর হস্তের উপর রাখিয়া বলিলেন,—"তোমাকে দিলাম।"

তাহার পর রসময় বাবুর হাতটী ধরিয়া তিনি সেইরূপ মৃদু স্বরে বলিলেন,—"বাবু! তবে যাই! কিছু মনে করিও না। তুমি পুনরায় বিবাহ করিবে। আমাকে একেবারে ভুলিও না। খুকী দিদির কাছে থাকিবে। খুকীকে ভুলিও না। তবে যাই।"

অতি কষ্টে, হাঁপাইতে হাঁপাইতে, এক একটী করিয়া এই কথাগুলি তিনি রসময় বাবুকে বলিলেন। তাহার পর আর তিনি কথা কহিতে পারিলেন না। পর মুহূর্ত্তেই তাঁহার ভগিনী কাঁদিয়া উঠিলেন। এই অল্প বয়সেই তাঁহার ইহলীলা সমাপ্ত হইয়া গেল। কাঁদিতে কাঁদিতে রসময় বাবু সে স্থান হইতে বাহির হইয়া আসিলেন।

কিছু দিন পরে রসময় বাবুর শালী,—খুকীকে লইয়া স্বগ্রামে প্রস্থান করিলেন। রসময় বাবুও কলিকাতা চলিয়া গেলেন। রসময় বাবু একবার আমাকে বলিয়াছিলেন যে, তাঁহার অন্তঃকরণ নিতান্ত কোমল। সে কথা সত্য। বরমানীর মৃত্যুর পর তিনি যে ক্ষিপ্ত-প্রায় হইয়াছিলেন, তাহা আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছিলাম।

আমি শুনিয়াছি যে, তাঁহার এই প্রথম স্ত্রী-বিয়োগের পরেও তিনি শোকে অধীর হইয়া পড়িয়াছিলেন। সূতিকাগারে পত্নীর পীড়া হইয়াছে, এই কথা শুনিয়া রোগিনীর নিমিত্ত কলিকাতা হইতে তিনি এক বোতল ব্র্যাণ্ডি লইয়া গিয়াছিলেন। শোক-নিবারণের নিমিত্ত সেই ব্রাণ্ডি তিনি একটু একটু পান করিতে আরম্ভ করিলেন। মদ্য পান করিতে তিনি এইরূপে শিক্ষা করিলেন। পত্নী-বিয়োগে রসময় বাবু এতদূর অধীর হইয়া পড়িলেন যে, কাজ-কর্ম্ম তিনি আর কিছুই করিতে পারিলেন না। চাকরি ছাড়িয়া পাগলের ন্যায় তিনি দেশ পর্য্যটনে বাহির হইলেন। বহুদেশ ভ্রমণ করিয়া, অবশেষে তিনি ব্রহ্মদেশে গিয়া উপস্থিত হইলেন। সেই স্থানে রসময় বাবুর সহিত আমার আলাপ পরিচয় হয়।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

নিবিড় বনে দেব-কন্যা।

রসময় বাবুর শালী,—কন্যাটীকে প্রতিপালন করিতে লাগিলেন। যখন সে ছয় মাসের হইল, তখন তাঁহারা স্ত্রী পুরুষে পরামর্শ করিয়া, তাহার নাম কুসুমকুমারী রাখিলেন। বলা বাহুল্য যে তাহাকেই বিবাহ করিবার নিমিত্ত ফোক্‌লা দিগম্বর মহাশয়ের শুভাগমন হইয়াছে। ব্রহ্মদেশে কর্ম্ম পাইয়া রসময় বাবু প্রথম প্রথম ভায়রা-ভাইকে চিঠী পত্র লিখিতেন। কুসীর প্রতিপালনের নিমিত্ত মাঝে মাঝে টাকাও পাঠাইতেন। কুসীর যখন

পাঁচ বৎসর বয়স, তখন বরমানী তাঁহার গৃহের গৃহিণীত্ব পদ প্রাপ্ত হইল। সেই সময় হইতে তাঁহার পান-দোষও দিন দিন বৃদ্ধি হইতে লাগিল। ক্রমে ক্রমে তিনি ভায়রা-ভাইকে পত্রাদি লেখা বন্ধ করিয়া দিলেন। ক্রমে ক্রমে তিনি কুসীকে বিস্মৃত হইলেন। সেই সময় হইতে কন্যার প্রতিপালনের নিমিত্ত আর একটী পয়সাও তিনি প্রেরণ করিলেন না।

কুসীর মেসো-মহাশয় আট টাকা বেতনের সামান্য একটী চাকরি করিতেন। পল্লিগ্রামের খরচ অল্প, সেই আট টাকাতেই কোনরূপে তাঁহার দিনপাত হইত। ইহাতে কষ্টে সংসার চলে বটে, কিন্তু সঞ্চয় কিছু হয় না। সে নিমিত্ত কুসীর বয়ঃক্রম যখন দশ বৎসর হইল, তখন তাহার বিবাহের নিমিত্ত ইনি বড়ই চিন্তিত হইলেন। তিনি দেখিলেন যে, অতি সংক্ষেপে বিবাহ দিলেও দুই শত টাকার কমে হয় না। কিন্তু যখন দুইটি পয়সা হাতে নাই, তখন দুই শত টাকা তিনি কোথায় পাইবেন? কুসীর বিবাহের নিমিত্ত রসময় বাবুকে ইনি বার বার পত্র লিখিলেন। রসময় বাবু একখানি পত্রেরও উত্তর দিলেন না। কুসীর বয়স বারো বৎসর উত্তীর্ণ হইয়া গেল, তবুও তাহার বিবাহ হইল না। এই সময় আর একটী বিপদ ঘটিল। কুসীর মেসো-মহাশয় পীড়াগ্রস্ত হইয়া শয্যাশায়ী হইয়া পড়িলেন। কুসীর বিবাহ দেওয়া দূরে থাকুক, তাঁহাদের দিন চলা ভার হইয়া উঠিল।

আমাদের চিন্তা করা বৃথা, যিনি মাথার উপরে আছেন, তিনি যাহা করেন, তাহাই হয়। মেসো মহাশয়ের বাটী হইতে কিছু দূরে গ্রামের প্রান্তভাগে বৃহৎ একটী বাগান আছে। সেই বাগা-

নের মাঝখানে একটী পুষ্করিণী আছে। উপরে আম কাঁটাল নারিকেল প্রভৃতি ফলের গাছ, নিম্নে ছোট ছোট বন গাছ, নানা-প্রকার তরু পল্লব সম্বলিত নিবিড় বন দ্বারা পুকুরটীর চারি ধার আবৃত রহিয়াছে। পুকুরটীতে বাঁধা ঘাট নাই; সে স্থানে বড় কেহ স্নান করিতে অথবা জল আনিতে যায় না। দুই ধারে বন, মাঝখানে গরু ও মানুষ জন যাইবার নিমিত্ত সামান্য একটু সঙ্কীর্ণ পথ। সেই পথ পুষ্করিণীর এক পার্শ্বে একটী মেটে ঘাটে গিয়া শেষ হইয়াছে। মানুষে এ ঘাটটী প্রস্তুত করে নাই, গরু বাছুর নামিয়া সামান্য একটু ঘাটের মত হইয়াছে এই মাত্র। স্থানটী নির্জ্জন।

এক দিন অপরাহ্নে, এই নির্জ্জন স্থানে, জলের ধারে সেই মেটে ঘাটে বসিয়া, একটী বালিকা হাপুশ-ন্যায় কাঁদিতেছিল। বালিকা? বালিকা বটে, কিন্তু বয়ঃক্রম দ্বাদশ উত্তীর্ণ হইয়া থাকিবে। তবে তাহার সিঁথিতে সিন্দুর ছিল না। আমি অবশ্য তাহা দেখি নাই; কারণ, আমি সে স্থানে উপস্থিত ছিলাম না। কিন্তু পুষ্করিণীর অপর পার্শ্বে বনের ভিতর লুক্কায়িত থাকিয়া, ছোট এক গাছি ছিপ লইয়া, যে লোকটী পুঁটি মাছ ধরিতেছিল, সে লোকটী সমুদয় দেখিয়াছিল। কি নিমিত্ত বালিকা ক্রন্দন করিতেছিল, তাহাও সে বুঝিতে পারিয়াছিল। এক বার ঐ লোকটীকে ভাল করিয়া দেখ। ফুট-গৌরবর্ণ, বিমল-কান্তি, সত্য-উচ্চভাব-দয়া-মায়া-পূর্ণ মুখশ্রী;—নানাগুণ-সম্পন্ন ঐ যে যুবক বনের ভিতর বসিয়া আছে, উহাকে একবার ভাল করিয়া দেখ। যেদিন কুসী মাতৃহীনা হয়, সেই রাত্রিতে বিধাতা আসিয়া উহারই নাম শিশুর ললাটে লিখিয়াছিলেন।

যুবকের বয়ঃক্রম সতর কি আঠারো হইবে। কিছুক্ষণ পূর্ব্বে বাম হস্তে একটু ময়দা মাখিতে মাখিতে দক্ষিণ হাতে পুঁটি মাছ ধরিবার ছোট ছিপ গাছটী লইয়া, সে এই পুষ্করিণীর ধারে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল। প্রথম, ঘাটের নিকট গিয়া দেখিল যে, সে স্থানে অতিশয় রৌদ্র। সে নিমিত্ত পুকুরের বিপরীত দিকে গিয়া অতি কষ্টে জঙ্গল ঠেলিয়া, বনের ভিতর সে মাছ ধরিতে বসিয়াছিল। অল্পক্ষণ পরেই ঘাটের দিকে মানুষের পদশব্দ হইল। সে চাহিয়া দেখিল। অলৌকিক রূপলাবণ্য-সম্পন্না এক বালিকাকে সেই নির্জ্জন স্থানে একাকী আসিতে দেখিয়া, যুবক চমকিত হইল। বালিকার যৌবন আগত-প্রায়। এ নিবিড় বনে এই নির্জ্জন স্থানে, কোন দেবকন্যা আগমন করিলেন না কি! এমন রূপ তো কখন দেখি নাই। অনিমিষ নয়নে সে সেই বালিকার দিকে চাহিয়া রহিল। সামান্য একখানি পাছা পেড়ে বিলাতি শাড়ী সেই বালিকা পরিধান করিয়াছিল। কিন্তু তাহার উজ্জ্বল শুভ্র দেহের উপর, স্থানে স্থানে কাপড়ের কাল পাড়টী পড়িয়া, কি এক অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যের আবির্ভাব হইয়াছিল! হাতে গাছকত কাঁচের চুড়ি ব্যতীত তাহার শরীরে অন্য কোন অলঙ্কার ছিল না। কিন্তু সেই গোল কোমল শুভ্র হস্তে কৃষ্ণবর্ণের চুড়ি— কেমন অপূর্ব্ব শোভার সৃষ্টি করিয়াছিল! নিবিড় চাকচিক্যশালী কেশগুলি,—মস্তকের মধ্যস্থলে কেমন একটী সূক্ষ্ম শুভ্র রেখা দ্বারা দ্বিখণ্ডিত হইয়াছিল! ললাটের উপর সিঁথির আরম্ভ—স্থলে সিন্দূর-বিন্দু ছিল না। নিমেষের মধ্যে তাহাও যুবকের নয়ন-গোচর হইয়াছিল। মস্তক অবনত করিয়া বালিকা আসিতেছিল, সে নিমিত্ত চক্ষুদ্বয় ভূমির দিকে অবনত ছিল। ঘোর কৃষ্ণবর্ণের সুদীর্ঘ

ঘন অবনত সেই চক্ষু-পল্লবশ্রেণী দেখিলেই মানুষের মন মোহিত হইয়া যায়। কিন্তু তাহার অন্তরালে যে তরল অনল গঠিত নীল পঙ্কজ-সদৃশ নয়ন দুইটী রহিয়াছে, তাহা দেখিলে মানুষের কি হয়? আর গোপন করিবার আবশ্যক কি? এই বালিকা আমাদের কুসী। তাই বলি, হে ফোগলেন্দ্র! আর জন্মে তুমি কিরূপ তপস্যা করিয়াছিলে?

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

অপরাহ্নে অবগাহন।

পুষ্করিণীর অপর পার্শ্বে বসিয়া ছিপ গাছটী হাতে করিয়া, যুবক অনিমিষ-নয়নে কুসীর দিকে চাহিয়া রহিল। বাম কক্ষে কলসী লইয়া ভূমির দিকে দৃষ্টি রাখিয়া কুসী দ্রুতবেগে সেই সামান্য ঘাট দিয়া জল অভিমুখে নামিতে লাগিল। ঘাটের সঙ্কীর্ণ পথ পিচ্ছিল ছিল, সহসা পদস্খলিত হইয়া কুসী ভূমির উপর পতিত হইল। পতিত হইয়া সেই নিম্নগামী পথ দিয়া আরও কিছুদূর সে হড়িয়া পড়িল। কক্ষদেশ হইতে কলসীটী পৃথক্ হইয়া গেল, পরক্ষণেই তাহা গড়াইয়া জলে গিয়া পড়িল। আশ্বিন মাস। পুষ্করিণীটী তখন জলপূর্ণ ছিল। যে স্থানে কলসীটী ডুবিয়া গেল, সে স্থানে গুটি কত বুদ্‌বুদ্ উঠিল। কুসী তাড়াতাড়ি উঠিয়া বসিল। সেই বুদ্‌বুদের দিকে চাহিয়া সে কাঁদিতে লাগিল।

যুবক মনে করিল যে, বালিকাকে অতিশয় আঘাত লাগিয়া থাকিবে, সেই জন্য সে কাঁদিতেছে। সেই মুহূর্ত্তে সে উঠিয়া

দাঁড়াইল। কোন কথা না বলিয়া, বন ভাঙ্গিয়া অতি দ্রুতবেগে সে উপরে উঠিতে চেষ্টা করিল। বনে ছিপের সুতা জড়াইয়া গেল। ব্যস্ত হইয়া এক টান মারিয়া সে সূতা ছিঁড়িয়া ফেলিল। ছিপ গাছটী এক গাছে লাগিল। ক্রোধভরে ছিপটী ভাঙ্গিয়া সে দূরে নিক্ষেপ করিল। বন পার হইয়া সে উপরে উঠিল; বন পার হইয়া পুষ্করিণীর পাড় প্রদক্ষিণ করিয়া, যথাসাধ্য দ্রুতবেগে সে ঘাটের দিকে দৌড়িতে লাগিল। কাঁটা খোঁচায় তাহার পরিধেয় কাপড় ফালা ফালা হইয়া ছিঁড়িয়া গেল; পদদ্বয়ের নানাস্থান হইতে রক্ত-ধারা পড়িতে লাগিল। সে সমুদয়ের প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করিয়া, সে বন জঙ্গল অতিক্রম করিতে লাগিল। অবশেষে ব্যস্ত হইয়া, সে সেই ঘাটের উপরে আসিয়া দাঁড়াইল। তাহার পর বালিকার নিকট যাইবার নিমিত্ত সেই পিচ্ছিল নিম্নগামী পথ দিয়া সেও দ্রুতবেগে নামিতে লাগিল। কিন্তু হায়! কথায় আছে যে,—"দেবি তুমি যাও কোথা? না, তাড়াতাড়ি যেথা"। তাড়াতাড়িতে যুবকেরও পদ স্খলিত হইল, যুবকও পড়িয়া গেল; সেই পিচ্ছিল নিম্নগামী পথ দিয়া একেবারে সে জলে গিয়া পড়িল। কিনারার অতি অল্পদূরেই গভীর জল ছিল। ক্ষণ-কালের নিমিত্ত যুবক একেবারে ডুবিয়া গেল, কিন্তু তৎক্ষণাৎ সে ভাসিয়া উঠিল। যদি সে সাঁতার না জানিত, তাহা হইলে, আজ এই স্থানে ঘোর বিপদ ঘটিত। তাহা হইলে, আমার এ পুস্তকও আর লেখা হইত না।

যাহা হউক, সামান্য একটু সন্তরণ দিয়া, যুবক পুনরায় কূলে আসিয়া উপনীত হইল। সে স্থানে আসিয়া অতি সাবধানে, অতি ধীরে ধীরে, পায়ের নখ আর্দ্র মৃত্তিকার উপর প্রোথিত

করিয়া, পুনরায় সে উপরে উঠিতে লাগিল। যে স্থানে বালিকা উপবেশন করিয়াছিল, তাহার নিকটে আসিয়া সেও তাহার পার্শ্বে বসিয়া পড়িল।

যুবক যখন মাছ ধরিতেছিল, তখন কুসী তাহাকে দেখে নাই। তাহার পর বনে যখন শব্দ হইতে লাগিল, তখন সে মনে করিল যে, গরু বাছুরে বুঝি এইরূপ শব্দ করিতেছে। ঘাটের উপর আসিয়া যুবক উপস্থিত হইলে, কুসী সেই দিকে চাহিয়া দেখিল। সেই নির্জ্জন স্থানে অকস্মাৎ একজন মানুষ দেখিয়া তাহার অতিশয় ভয় হইল। পরক্ষণেই যখন সেই মানুষ উপবিষ্ট অবস্থায় দুই হাত দুই দিকে মাটিতে রাখিয়া হড়্ হড়্ শব্দে অতি দ্রুতবেগে জল অভিমুখে নামিতে লাগিল, তখন কুসী ঘোরতর বিস্মিত হইল। অবশেষে যখন সে জলে ডুবিয়া গেল, তখন তাহার ভয়ের আর সীমা পরিসীমা রহিল না। লোক ডাকিবার নিমিত্ত সে চীৎকার করিতে উদ্যত হইল। কিন্তু পরক্ষণেই সে মানুষ ভাসিয়া উঠিল। এ সমুদয় ঘটনা অতি অল্পকালের মধ্যেই ঘটিয়া গেল। একটী ঘটনার পর আর একটী ঘটনা এত সত্বর ঘটিয়া গেল যে, কোন্ অবস্থায় কি করা কর্ত্তব্য, সে কথা ভাবিবার চিন্তিবার নিমিত্ত কুসী আর সময় পাইল না। সাঁতার দিয়া কূলে উপনীত হইয়াও যুবক সহজে উপরে উঠিতে পারে নাই। স্থানটী এমনি পিচ্ছিল ছিল, আর নিকটেই জল এত গভীর ছিল যে, দুই তিন বার চেষ্টা করিয়াও সে সোজা হইয়া দাঁড়াইতে পারে নাই। নিকটে গিয়া হাত ধরিয়া তাহাকে তুলিবার নিমিত্ত কুসী এই সময় উঠিয়া দাঁড়াইতে চেষ্টা করিল। কিন্তু সে উঠিতে পারিল না। তাহার দক্ষিণ পায়ের গাঁঠিতে অতিশয়

বেদনা হইল। পড়িয়া গিয়া তাহার পায়ে যে আঘাত লাগিয়াছে, পূর্ব্বে সে জানিতে পারে নাই। উঠিতে গিয়া এখন সে তাহা জানিতে পারিল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

পায়ে বড় ব্যথা।

যাহা হউক, অতি কষ্টে উপরে উঠিয়া যুবক বালিকার নিকট আসিয়া বসিল। ইহার পূর্ব্বেই কুসীর ক্রন্দন থামিয়া গিয়াছিল। এখন আর বিপদের আশঙ্কা নাই। যে ভাবে যুবকের পতন হইয়াছিল, কুসীর এখন তাহাই স্মরণ হইল। কুসীর গণ্ডদেশ কিঞ্চিৎ কুঞ্চিত হইয়া ওষ্ঠদ্বয়ে ঈষৎ হাসির চিহ্ন উদিত হইল। যুবকও হাসিয়া ফেলিল।

তাহার পর যুবক বলিল,—"তুমিও তো পড়িয়া গিয়াছিলে! তুমি মনে করিয়াছ, তাহা আমি দেখি নাই। কিন্তু পুষ্করিণীর ও-পারে বনের ভিতর বসিয়া আমি সব দেখিয়াছি। তোমাকে কি বড় লাগিয়াছে? তাই জন্ত কি তুমি কাঁদিতেছিলে?"

কুসীর এখন অতিশয় লজ্জা হইল। লজ্জায় তাহার মুখ দিয়া কথা বাহির হইল না। ঘাড় হেঁট করিয়া সে চুপ করিয়া রহিল।

যুবক পুনরায় বলিল,—"আমি জিজ্ঞাসা করিতেছি, তোমাকে কি বড় লাগিয়াছে? সেই জন্ত কি তুমি কাঁদিতেছিলে?"

কুসী দেখিল যে, উত্তর না দিলে আর চলে না। আস্তে আস্তে সে বলিল,—"আমি সে জন্ত কাঁদি নাই।"

যুবক জিজ্ঞাসা করিল,—তবে কি জন্ত কাঁদিতেছিলে?"

কুসী পুনরায় চুপ করিয়া রহিল। কিন্তু যুবক ছাড়িবার পাত্র নহে। বার বার সে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল,—"তবে কেন তুমি কাঁদিতেছিলে?"

নিরুপায় হইয়া কুসী সেইরূপ মৃদুস্বরে উত্তর করিল,—"আমি জল লইতে আসিয়াছিলাম। আমার কলসী জলে পড়িয়া গিয়াছে। আমাদের বাড়ীতে আর কলসী নাই।"

যুবক বলিল,—"ওঃ! দুই পয়সার একটা মেটে কলসীর জন্ম তুমি কাঁদিতেছিলে? তাহার জন্ম আবার কান্না কি?"

কুসী উত্তর করিল,—"মাসী-মা আমাকে বকিবেন।"

যুবক উত্তর করিল,—"হঠাৎ তুমি পড়িয়া গিয়াছ, তাই কলসীও গিয়াছে, সে জন্ম তিনি বকিবেন কেন?"

কুসীর ইচ্ছা নয়, যে সকল কথার উত্তর প্রদান করে। কিন্তু সে অপরিচিত যুবক কিছুতেই তাহাকে ছাড়ে না। বাড়ী পলাইবার নিমিত্ত কুসীর এখন চেষ্টা হইল, কিন্তু তাহার পায়ে অতিশয় ব্যথা হইয়াছিল।

যুবক বলিল,—"তুমি বাড়ী পলাইবার জন্ম ইচ্ছা করিতেছ! কিন্তু আমার সকল কথার উত্তর না দিলে কিছুতেই আমি পথ ছাড়িয়া দিব না। তুমি বলিলে, তোমাদের বাড়ীতে আর কলসী নাই; পিত্তলের ঘড়া আছে?"

কুসী উত্তর করিল,—"না।"

যুবক জিজ্ঞাসা করিল,—"কখনও ছিল?"

কুসী উত্তর করিল,—"ছিল।"

যুবক জিজ্ঞাসা করিল,—"সে ঘড়া কি হইয়াছে? চোরে লইয়া গিয়াছে?"

কুসী বলিল,—"আমি বাড়ী যাই।"

যুবক দেখিল যে, বালিকা বিরক্ত হইতেছে। আর অধিক কথা সে জিজ্ঞাসা করিল না। সে বলিল,—"রও! তোমার কলসী আমি তুলিয়া দিতেছি।"

কুসী তাহাকে নিবারণ করিতে না করিতে, সে জলে ঝাঁপ দিল। ডুব দিয়া কলসীটী তুলিল। কিন্তু পূর্ণ ঘড়া গভীর জল হইতে উপরে তুলিতে না তুলিতে, দুই খণ্ড হইয়া ভাঙ্গিয়া গেল।

তখন যুবক বলিল,—"ঐ যা! কলসীটী ভাঙ্গিয়া গেল। এবার কিন্তু আমার দোষ।"

পুনরায় অতি সাবধানে পদক্ষেপ করিয়া যুবক উপরে উঠিয়া কুসীর নিকট আসিয়া দাঁড়াইল। বাটী প্রত্যাগমন করিবার নিমিত্ত কুসী এইবার দাঁড়াইতে চেষ্টা করিল। কিন্তু সে দাঁড়াইতে পারিল না, একটু উঠিয়া পুনরায় বসিয়া পড়িল; তাহার পায়ে অতিশয় বেদনা হইল। কুসী কাঁদিতে লাগিল।

যুবক জিজ্ঞাসা করিল,—"তোমার পায়ে অতিশয় লাগিয়াছে?"

কুসী উত্তর করিল,—"আমি দাঁড়াইতে পারিতেছি না। উঠিতে গেলেই আমার পায়ের গাঁঠিতে বড় লাগে। আমি কি করিয়া বাড়ী যাইব!"

যুবক বলিল,—"চল! আমি তোমার হাত ধরিয়া লইয়া যাই।"

কুসী বলিল,—"না। তুমি আমার বাড়ীতে যদি খবর দাও।"

যুবক জিজ্ঞাসা করিল,—"কোন্ বাড়ী? কাহার বাড়ী?"

কুসী উত্তর করিল,—"নিমাই হাল্‌দারের বাড়ী। আমার মাসীকে বলিবে।"

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

বাঙ্গাল দেশের মানুষ।

আর কোনও কথা না বলিয়া, যুবক তৎক্ষণাৎ সে স্থান হইতে প্রস্থান করিল; নিমাই হাল্‌দারের বাটী অনুসন্ধান করিয়া, কুসীর মাসীকে সে সংবাদ প্রদান করিল। মাসী আসিয়া কুসীকে কোলে লইয়া গৃহে গমন করিলেন।

শুষ্ক বস্ত্র পরিধান করিয়া কিছুক্ষণ পরে যুবক, পুনরায় নিমাই হাল্‌দারের বাটীতে আসিয়া উপস্থিত হইল। হাল্‌দার মহাশয়ের কেবল একখানি মেটে ঘর ছিল। ঘরের ভিতর তক্তাপোষের উপর তিনি শয়ন করিয়াছিলেন। সেই ঘরের দাওয়া বা পিঁড়াতে একটী মাদুরের উপর পা ছড়াইয়া, দেয়ালের গায়ে কাষ্ঠ-পিঁড়া ঠেস দিয়া, কুসী তখন বসিয়াছিল। মাসী তাহার নিকটে বসিয়া পৈতা কাটিতেছিলেন।

মাসীকে যুবক জিজ্ঞাসা করিল,—"তোমাদের মেয়েটী বড় পড়িয়া গিয়াছিল। তাহাকে কি অধিক আঘাত লাগিয়াছে?"

মাসী উত্তর করিলেন,—"কুসী দাঁড়াইতে পারিতেছে না। সে জন্য বোধ হয়, অধিক লাগিয়া থাকিবে। হাল্‌দার মহাশয় বড় পিট্‌পিটে লোক। তিনি বলেন যে, যে পুষ্করিণীতে অধিক লোক স্নান করে, গায়ের তেল ময়লা সব ধুইয়া যায়, সে পুকুরের জল খাইতে নাই। তাই কুসী ঐ বাগানের পুষ্করিণী হইতে জল লইয়া আসে। কিন্তু যে ঘাট! ভাগ্যে মেয়ে আমার জলে পড়ে নাই। বোসো-না-বাছা!"

এই বলিয়া মাসী একখানি তালপাতার চটি সরাইয়া দিলেন। যুবক সেই চটির উপর উপবেশন করিল।

মাসী পুনরায় বলিলেন,—"কুসী তোমার অনেক সুখ্যাতি করিতেছিল। তুমি তাহাকে তুলিতে গিয়া নিজে পড়িয়া গিয়াছিলে? তাহার পর পুনরায় ডুব দিয়া কলসী তুলিতে গিয়াছিলে? কলসীর জন্য কুসী কাঁদিতেছিল! কি করিব, বাছা! এখন আমাদের বড় অসময় পড়িয়াছে। কর্ত্তা বিছানায় পড়িয়া আছেন। সংসার-চলা আমাদের ভার হইয়াছে। দুই পয়সার কলসী বটে, কিন্তু এখন আমাদের দুইটী পয়সা নয়, দুইটী মোহর। তুমি বুঝি রামপদদের বাড়ীতে আসিয়াছ?"

যুবক উত্তর করিল;—"হাঁ, গো, আমি রামপদর বন্ধু। কলিকাতায় আমরা এক বাসায় থাকি, এক কলেজে পড়ি। এবার পূজার ছুটির সময় আমি বাড়ী যাই নাই। রামপদ আমাকে এ স্থানে ধরিয়া আনিয়াছে।"

মাসী বলিলেন,—কলিকাতা হইতে রামপদর একজন বন্ধু আসিয়াছে, তা শুনিয়াছি; কিন্তু তোমাকে দেখি নাই। তোমাদের বাড়ী কোথায়?"

যুবক উত্তর করিল,—"আমাদের বাড়ী বাঙ্গাল-দেশে। আমরা হ্যান্ ক্যান্ করিয়া কথা বলি। বাঙ্গাল কথা কখন শুনিয়াছ কুসী? মেয়েটীর নাম বুঝি কুসী?"

বাঙ্গাল কথার নাম শুনিয়া কুসী ঈষৎ হাসিল; কিন্তু কোন উত্তর করিল না। মস্তক অবনত করিয়া, সে পায়ের নখ খুঁটিতে লাগিল।

মাসী বলিলেন,—"হাঁ, বাছা! ছয় দিনের মেয়ে আমার হাতে

দিয়া, কুসীর মা চলিয়া গিয়াছে। আমি ইহাকে প্রতিপালন করিয়াছি। আমরাই ইহার নাম কুসুমকুমারী রাখিয়াছি। দুঃখের কথা বলিব কি, বাছা! ইহার বাপ বেশ দু-পয়সা রোজগার করে; কিন্তু মেয়ের খোঁজ-খবর কিছুই লয় না। এই এত বড় মেয়ে হইল, এখনও ইহার আমরা বিবাহ দিতে পারি নাই। একবার সাগর গিয়া, আমি বাঙ্গাল দেশের মানুষ দেখিয়াছিলাম। কিন্তু তোমার কথা তো বাছা সেরূপ নয়! তোমার কথা খুব মিষ্ট; শুনিলে প্রাণ শীতল হয়। তোমার নাম কি বাছা?"

যুবক উত্তর করিল,—"আমার নাম হীরালাল। আমরা ব্রাহ্মণ, বাঁড়ুয্যে।"

এইরূপ কথাবার্ত্তার পর হীরালাল চলিয়া গেল।

সে রাত্রিতে কুসীর অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত কি নিদ্রা আসে নাই? হীরালালের মুখ বার বার তাহার মনে কি উদয় হইয়াছিল? হীরালাল কখন্ কি বলিয়াছিল, তাহার এক একটী কথা কি তাহার মনে অঙ্কিত হইয়াছিল? আবার হীরালাল আসিবে কি না, আবার তাহার সহিত দেখা হইবে কি না,—এ কথা সে কি বার বার ভাবিয়াছিল? পাছে তাহার সহিত আর দেখা না হয়, সেই চিন্তা করিয়া তাহার চক্ষুর্দ্বয় কি ছল্‌ছল্ করিয়াছিল? হীরালাল ব্রাহ্মণ; বাঁড়ুয্যে। ইহা শুনিয়া কুসীর মনে কি কোনরূপ আশার সঞ্চার হইয়াছিল? আমি এ সকল প্রশ্নের উত্তর দিতে পারি না।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

রামপদর ক্রোধ।

এক প্রতিবাসীর পুত্রের নাম রামপদ। রামপদ কলিকাতায় থাকিয়া কলেজে বিদ্যা অধ্যয়ন করে। হীরালাল ও রামপদ এক বাসায় থাকে, এক কলেজে পড়ে; দুই জনে বড় ভাব। এবার পূজার ছুটিতে হীরালাল দেশে গমন করে নাই। অনেক অনুরোধ করিয়া, রামপদ তাহাকে আপনার বাটীতে আনিয়াছে।

কলিকাতায় সর্ব্বদা আবদ্ধ থাকিতে হয়; সে জন্য পল্লিগ্রামে আসিয়া হীরালালের আর আনন্দের সীমা নাই। সকাল, সন্ধ্যা, সে মাঠে ঘাটে ভ্রমণ করিত; এর বাড়ী, তার বাড়ী যাইত। আর যখন তখন পুঁটলে ছিপ-গাছটী লইয়া, এ পুকুর সে পুকুর করিয়া বেড়াইত। বড় মাছ ধরিবার নিমিত্ত ছিপ ফেলিয়া, তীর্থের কাকের ন্যায় এক-দৃষ্টে ফাতা-পানে চাহিয়া থাকিবার ধৈর্য্য তাহার ছিল না।

সেই দিন সন্ধ্যা বেলা হীরালাল ও রামপদ পুস্তক হাতে লইয়া বসিল। "অধ্যয়ন করিতেছি" এই কথা বলিয়া, মনকে প্রবোধ দিবার নিমিত্ত তাহারা পুস্তক হাতে লইয়াছিল, পড়িবার নিমিত্ত নহে। পুস্তক হাতে করিয়া গল্প-গুজব করিলে, বড় একটা দোষ হয় না। দুই জনেই কিন্তু সুবুদ্ধি বালক। বিদ্যালয়ে ইহাদের বিলক্ষণ সুখ্যাতি আছে। ছুটির সময় দিন-কত আলস্যে কাটাইলে, বিশেষ কোন ক্ষতি হইবে না;—এইরূপ মনে করিয়া পড়া-শুনা আপাততঃ তাহারা তুলিয়া রাখিয়াছে।

অন্য-মনস্ক ভাবে পুস্তকখানির পাত উল্টাইতে উল্টাইতে হীরালাল বলিল,—"রামপদ! আজ ভাই আমি এক Adventureএ (ঘটনায়) পড়িয়াছিলাম।"

রামপদ বলিল,—"এক প্রকাণ্ড বাঘ তোমাকে গ্রাস করিতে আসিয়াছিল? আর তুমি অসীম বীরত্ব প্রদর্শন করিয়া তাহার পা ধরিয়া আছাড় মারিয়াছিলে?"

হীরালাল কিছু রাগতঃ হইয়া উত্তর করিল,—"তামাসার কথা নয়। বড়ই শোচনীয় অবস্থা। আহা! এরূপ সোনার প্রতিমা কতই না কষ্ট পাইতেছে! তাহার সেই মলিন মুখখানি মনে করিলে, আমার বুক ফাটিয়া যায়।"

রামপদ বলিল,—"বুঝিয়াছি কি হইয়াছে, তুমি ল'ভে (ভালবাসায়) পড়িয়াছ। তুমি কুসীকে দেখিয়াছ। আমার অনুমান যদি ঠিক হয়, তাহা হইলে তোমাকে দোষ দিই না। পথের লোকও কুসীর রূপে মোহিত হয়; শত্রুকেও মুগ্ধ হইয়া তাহার পানে চাহিয়া দেখিতে হয়। কেন যে এখনও কোনও বড় মানুষের ঘরে তাহার বিবাহ হয় নাই, তাহাই আশ্চর্য্য-কথা। যদি এক গোত্র না হইত, তাহা হইলে আমি নিজেই কুসীকে বিবাহ করিতাম।"

হীরালাল উত্তর করিল,—"ল'ভে পড়ি আর না পড়ি, কিন্তু এরূপ লক্ষ্মীরূপিণী বালিকা যে অন্ন-বস্ত্রের কষ্ট পাইতেছে, তাহা শুনিলে বড় দুঃখ হয়। এই পাড়াগাঁয়ে, গরিবের ঘরে, এমন অদ্ভুত সুন্দরী কন্যা কি করিয়া জন্মগ্রহণ করিল, তাই আমি ভাবিতেছি।"

রামপদ বলিল,—

"Full many a gem of purest ray serene,
The dark unfathomed caves of ocean bear;
Full many a flower is born to blush unseen.
And waste its sweetness in the desert air."

[কত শত মণি যার কিরণ উজ্জ্বল।
সিন্ধু মাঝে আছে যথা সলিল অতল।
কত শত ফুল ফুটে অরণ্য ভিতর।
বৃথা নষ্ট হয় যার গন্ধ মনোহর।]

কুসীকে তুমি কোথায় দেখিলে?"

হীরালাল যে স্থানে মাছ ধরিতে গিয়াছিল, সেই পুকুরে কুসী কিরূপে পড়িয়া গিয়াছিল, অবশেষে মাসীর সহিত কিরূপ কথা-বার্ত্তা হইয়াছিল, আদ্যোপান্ত সমুদয় কথা সে রামপদর নিকট বর্ণন করিল।

তাহার পর হীরালাল বলিল,—"ইংরেজী পুস্তকে সে কালের নাইট্ (বীর) দিগের কথা অনেক পড়িয়াছি। কিরূপে কোন্ দুর্ব্বৃত্ত দানব পরমা সুন্দরী কোন রাজ-কন্যাকে হরণ করিয়া দুর্গ মধ্যে আবদ্ধ করিয়া রাখিত, কিরূপে কোন্ বীর তুমুল যুদ্ধ করিয়া সেই দানবকে নিধন করিয়া রাজ-কন্যার উদ্ধার সাধন করিত, কিরূপ অশ্রুপূর্ণ নয়নে সেই যুবতী কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিত, সেই ঢুলুঢুলু নয়নের কুটিল কটাক্ষে দিশা-হারা হইয়া কিরূপে বীর আপনার মন প্রাণ তাহার পায়ে সঁপিত, আজ সেই সকল কথা ক্রমাগত আমার মনে উদিত হইতেছে।"

রামপদ বলিল,—"দেখ হীরালাল! তাহারা গরিব, তাহারা পীড়িত, তাহারা বিপন্ন। তাহাদের কথা লইয়া এরূপ তামাসা

কষ্ট করা তোমার উচিত নয়। তাহারা আমাদের প্রতিবাসী। আমরা ও গ্রামের সকলে তাহাদের রক্ষক।"

হীরালাল বলিল,—"তুমি রাগ কর, এমন কথা আমি কিছু বলি নাই। আমি প্রকৃতই তাহাদের দুঃখে নিতান্ত দুঃখিত হইয়াছি। আমা দ্বারা তাহাদের যদি কোন সাহায্য হয়, তাহা করিতে আমি প্রস্তুত আছি।"

রামপদ উত্তর করিল,—"তাহারা তোমার নিকট বোধ হয় ভিক্ষা প্রার্থনা করে নাই।"

হীরালাল বলিল,—"তুমি এই বলিলে যে, কুসী তোমার সগোত্র, তবে তুমি রাগ কর কেন?"

রামপদ হাসিয়া উঠিল। রামপদ বলিল,—'হীরালাল! তোমার সহিত আমার কখন ঝগড়া হয় নাই, আজও হইবে না।"

তাহার পর, কুসী, তাহার পিতা, মাসী ও মেসো-মহাশয়ের সমুদয় পরিচয় রামপদ প্রদান করিল; আর তাহাদের বর্ত্তমান অবস্থা কি, তাহাও সে হীরালালকে বলিল। তাহাদের অবস্থার কথা শুনিয়া, হীরালালের মনে আরও দুঃখ হইল।

নবম পরিচ্ছেদ।

নানা প্রতিবন্ধকতা।

আহারাদির পর শয্যায় শয়ন করিয়া অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত হীরালাল কুসীকে চিন্তা করিতে লাগিল। অবশেষে অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া মনে মনে সে এই স্থির করিল যে, "কুসীর সহিত আর আমি সাক্ষাৎ করিব না। সাক্ষাৎ করিয়া কোন ফল নাই; মনে অসুখ হইবে ব্যতীত আর সুখ হইবে না।"

পরদিন প্রাতঃকালে উঠিয়া সে মাঠের দিকে বেড়াইতে গেল। মাঠে যাইলে কি হইবে, মন তাহার সঙ্গে সঙ্গে গমন করিল। সেই মনে কুসীর মুখখানি চিত্রিত হইয়াছিল। মন হইতে সেই চিত্রখানি মুছিয়া ফেলিবার নিমিত্ত হীরালাল বার বার চেষ্টা করিতে লাগিল। একেবারে মুছিয়া ফেলা দূরে থাকুক, অধিকক্ষণের নিমিত্ত সে তাহা আচ্ছাদিত অবস্থায়ও রাখিতে পারিল না। অন্য চিন্তা দ্বারা এক একবার সে সেই চিত্রখানিকে আবৃত করে, কিন্তু আবার একটু অন্য-মনস্ক হয়, আর পুনরায় তাহা বাহির হইয়া পড়ে। হীরালালের তখন যেন চমক হয়, সে তখন আপনাকে ভং´সনা করিয়া বলে,—"দূর ছাই! আবার তাহাকে ভাবিতেছি!"

মাঠ হইতে বাটী প্রত্যাগমনের দুইটী পথ ছিল; একটী কুসীর বাটীর সম্মুখ হইয়া, অপরটী অন্য দিক্‌ দিয়া। ভুলক্রমে অবশ্য, হীরালাল প্রথম পথটী অনুসরণ করিল। ভুলক্রমে যখন এই পথে আসিয়া পড়িয়াছে, তখন কুসী আজ কেমন আছে না দেখিয়া যাওয়াটাও ভাল হয় না। সেই কথা জিজ্ঞাসা করিবার নিমিত্ত ভুলক্রমে মেসো-মহাশয়ের বাটীতে সে গমন করিল।

পূর্ব্ব দিন অপেক্ষা কুসীর বেদনা অধিক হইয়াছিল। সে জন্য মাসীকে হীরালাল বলিল,—"কুসীর পায়ে একটু ঔষধ দিতে হইবে, ও-বেলা আমি ঔষধ আনিয়া দিব।" এ কথাটাও কি সে ভুলক্রমে বলিয়াছিল?

হীরালাল যে ডাক্তারখানা হইতে মূল্য দিয়া ঔষধ আনিবে, মাসী তাহা বুঝিতে পারেন নাই। সে জন্য তিনি কোনও

আপত্তি করিলেন না। আর মেসো-মহাশয়ের সহিতও হীরা-লালের আলাপ হইল। ঘরের ভিতর গিয়া তাঁহার তক্তাপোষের এক পার্শ্বে বসিয়া হীরালাল অনেকক্ষণ ধরে গল্প করিল। মেসো-মহাশয় কুসীর ও কুসীর পিতার কথা অনেক বলিলেন। তাহার বাড়ী কোথায়, তাহারা কোন গাঁই, কাহার সন্তান, স্বভাব কি রূপ, সে সকল পরিচয়ও হীরালালকে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন। মেসো মহাশয়ের নিজের পীড়ার কথাও অনেক হইল।

অপরাহ্নে হীরালাল যথারীতি আর একগাছি ছিপ লইয়া ব্রাহ্মণদিগের ঘর হইতে বাহির হইল। কিন্তু সে দিন সে মাছ ধরিতে যাইল না। লোককে জিজ্ঞাসা করিয়া একটী মাঠ পার হইয়া, নিকটস্থ আর একটী গ্রাম অভিমুখে গমন করিতে লাগিল। সেই গ্রামে ডাক্তার-খানা ছিল। সেই গ্রামে উপস্থিত হইয়া ডাক্তারের সহিত পরামর্শ করিয়া, সে কুসীর জন্য কিছু ঔষধ ক্রয় করিল। যাহাতে শরীরে বল হয় ও রাত্রিতে নিদ্রা হয়, মেসো-মহাশয়ের নিমিত্তও সেইরূপ কিছু ঔষধ লইল। কুসীর ঔষধ শিশিতে ও মেসো-মহাশয়ের ঔষধ কৌটাতে ছিল। ভুল হইবার কোন সম্ভাবনা ছিল না। পথে আসিতে আসিতে সে দুইটী ঔষধ হইতেই ডাক্তার-খানার কাগজ তুলিয়া ফেলিল; কুসীদের বাটীতে আসিয়া সে ঔষধ দুইটী মাসীকে প্রদান করিল। গায়ে কিরূপে ঔষধ লাগাইতে হয়, তাহা ভাল করিয়া বুঝাইয়া দিতে অনেক বিলম্ব হয়; সে জন্য তাহা বুঝাইয়া দিবার নিমিত্ত কুসীর নিকট হীরালালকে অনেকক্ষণ বসিয়া থাকিতে হইল। কুসীর নিকট হীরালাল বসিয়া কেবল যে ঔষধের কথা

বলিল, তাহা নহে; বঙ্গদেশের কথা, কলিকাতার কথা, ক্রমে-ক্রমে গল্প হইল। পূর্ব্বদিন অপেক্ষা আজ কুসী কিছু ভয়-ভাঙ্গা হইয়াছিল বটে, কিন্তু লজ্জায় সর্ব্বদাই তাহাকে মুখ অবনত করিয়া থাকিতে হইতেছিল। মাঝে মাঝে কেবল দুই একটী কথার উত্তর দিতে সে সমর্থ হইয়াছিল। হীরালাল চলিয়া গেলে কুসী মনে মনে ভাবিল, "ইহাকে দেখিলেই আমার এত লজ্জা হয় কেন? অন্য লোককে দেখিলে তো এত লজ্জা হয় না!"

সেই রাত্রিতে গৃহিণীকে সম্বোধন করিয়া মেসো-মহাশয় বলিলেন,—"ছোকরা বড় ভাল। বড় ঘরের ছেলে। অমনি একটী ছেলের হাতে কুসীকে দিয়া যাইতে পারিতাম। কিন্তু তাহার পরিচয় লইয়া বুঝিতে পারিলাম যে, সে আশা বৃথা। ইহারা বঙ্গদেশের বড় কুলীন; আমাদের ঘরে ইহারা বিবাহ করিবে না।"

সেই দিন সন্ধ্যা বেলা হীরালাল বলিল—"মামলদ! কুসীদের অবস্থা আমি যতই ভাবিতেছি, ততই আমার মনে দুঃখ হইতেছে। কুসীর মেসো-মহাশয় অধিক দিন বোধ হয়, আর বাঁচিবেন না; তখন ইহাদের দশা কি হইবে?"

রামশিক্ষ উত্তর করিল,—"তুমি দুই দিনের জন্য এস্থানে আসিয়াছ, ইহাদের কথায় তোমার থাকিবার আবশ্যক কি? তুমি যদি না আসিতে, তাহা হইলে কি হইত? পাড়া-প্রতিবাসী আমরা পাঁচজনে আছি; আমরা সকলে দেখিতাম।"

হীরালাল বলিল—"তবে এখন দেখ না কেন? সে দিন দু-পয়সার একটী ছোট কলসীর জন্য মেয়ে কাঁদিতে লাগিল। নিতান্ত অভাবিনী হইলে, দুই পয়সার কলসীর জন্য কেহ কাঁদে না!"

রামপদ বলিল,—তাহাদের প্রতি যদি তোমার এতই দয়া হইয়াছে, তাহা হইলে তাহাদের দুঃখ নিবারণ কর না কেন? কুসী ব্রাহ্মণের মেয়ে, মনে করিলেই তুমি তাহাকে বিবাহ করিতে পার। তুমি বড় মানুষের ছেলে, তোমাদের অর্থের অভাব নাই; তুমি কুসীকে বিবাহ করিলেই তাহাদের দুঃখ মোচন হয়।”

হীরালাল উত্তর করিল,—“মনে করিলেই আমি সে কাজ করিতে পারি না! অনেক প্রতিবন্ধক আছে।”

রামপদ জিজ্ঞাসা করিল,—“প্রতিবন্ধক কি, তা শুনিতে পাই না?”

হীরালাল উত্তর করিল,—“আমি স্বভাব কুলীন, কুসীকে বিবাহ করিলে আমার কুল ভাঙ্গিয়া যাইবে।”

রামপদ বলিল,—“লেখা-পড়া শিখিয়া তোমার বিদ্যা বড় মন্দ হয় নাই! এক কর্ম্ম কর,—পাঁচ শত বিবাহ কর, নম্বর-ওয়ারি পত্নীদিগের খাতা কর, এ শ্বশুরবাড়ী হইতে সে শ্বশুরবাড়ী গস্ত করিয়া বেড়াও; দুই তিন বৎসর অন্তর এক এক শ্বশুরবাড়ী গিয়া দেখ যে, চমৎকার খোকা খুকী তোমার স্ত্রীর কোল আলোকিত হইয়া আছে।”

হীরালাল উত্তর করিল,—“কুলীন-গিরির কথা ছাড়িয়া দিলাম। আমি স্বকৃতভঙ্গ হইলেও চারি পুরুষ পর্য্যন্ত বংশের সম্মান থাকিবে; তত দিন কুলীনগিরি উঠিয়া যাইবে। কিন্তু বিশেষ প্রতিবন্ধক এই যে, আমার পিতা মাতা বর্ত্তমান। পিতার অমতে এ কাজ কি করিয়া করি? আহার পর, সেখানে এক ব্যক্তির কন্যার সহিত বিবাহ দিবেন বলিয়া, শিশুকাল হইতে পিতা আমার সম্বন্ধ স্থির করিয়া রাখিয়াছেন। যে ব্যক্তির এই এক

কন্যা ব্যতীত অন্য সন্তান-সন্ততি নাই। তাঁহার সমুদয় বিষয় আমি পাইব।"

রামশরণ উত্তর করিল,—"সম্পত্তির কথা বড় ধরি না। কিন্তু তোমার পিতার অমতে এরূপ কাজ তুমি কি করিয়া করিবে, তাহাই ভাবিতেছি।"

হীরালাল বলিল,—"তাহা করিলে পিতা আর আমার মুখ-দর্শন করিবেন না।"

রামশরণ বলিল,—"তুমি কলিকাতা চলিয়া যাও; আর তুমি এ স্থানে থাকিও না।"

দশম পরিচ্ছেদ।

তোমার কি মত।

হীরালাল সত্বর কলিকাতা চলিয়া যাইবে, ইহাই স্থির হইল। পর দিন প্রাতঃকালে সে কুসীকে একবার দেখিতে যাইল। মেসো-মহাশয়ের বাটীতে গমন করিয়া তাঁহার নিকট ও মাসীর নিকট সে বিদায় গ্রহণ করিল। তাহার পর, কি সূত্রে কুসীর নিকট বিদায় গ্রহণ করিবে, তাহাই সে ভাবিতে লাগিল।

হীরালাল যখন তাহাদের বাটীতে আসিল, তখন কুসী পিঁড়াতে মাদুরে বসিয়া পৈতা কাটিতেছিল। দূর হইতে হীরালালকে দেখিয়া, সে তাড়াতাড়ি তাকলি আপনার পশ্চাতে লুকায়িত করিল ও তাহার পর ভাল মানুষের মত পুনরায় দেয়াল ঠেস্ দিয়া বসিল। হীরালাল কিন্তু তাহা দেখিতে পাইয়াছিল। কুসী এখনও চলিতে ফিরিতে পারে না। হীরালাল তাহার নিকট

গিয়া বলিল,—"তোমার পায়ের ব্যথা কমে নাই? তুমি বোধ হয়, ভাল করিয়া ঔষধ দাও না। কই! তোমার পা দেখি!"

যদি বা পা একটু খোলা ছিল, তা হীরালালের এই কথা শুনিবামাত্র সমুদয় পা-টুকু কুসী ভাল করিয়া কাপড় দিয়া ঢাকিয়া ফেলিল।

হীরালাল হাসিয়া বলিল,—"বা! বেশ! আমি পা দেখিতে চাহিলাম, তুমি আরও ভাল করিয়া ঢাকিয়া ফেলিলে! তোমার যে পায়ে আঘাত লাগিয়াছে, সেই পা একবার আমি দেখিব, তাহাতে দোষ কি আছে?"

মাসীও,—কুসীকে বকিতে লাগিলেন। মাসী বলিলেন,—"একবার পা-টা দেখাইতে দোষ কি আছে? মেয়ের সকল-তাতেই লজ্জা!"

হীরালাল কুসীর নিকটে বসিয়া পড়িল। হীরালাল বলিল,—"যদি তুমি আপনি দেখাও তো ভাল, তা না হইলে এখনি তোমার পা আমি টানিয়া বাহির করিব। তখন বেদনায় তুমি কাঁদিয়া ফেলিবে।"

নিরুপায় হইয়া কুসী পা একটু বাহির করিল; কিন্তু হীরালাল যাই টিপিয়া দেখিবার উপক্রম করিল, আর কুসী তাড়াতাড়ি পুনরায় ঢাকিয়া ফেলিল। হীরালাল ঈষৎ হাসিয়া বলিল,—"ভয় নাই! তোমার পা আমি খাইয়া ফেলিব না। একটু হাত দিয়া দেখি, কোথায় অধিক ব্যথা, তাহা হইলে বুঝিতে পারিব।"

পুনরায় পা বাহির করিতে কুসী কিছুতেই সম্মত হইল না। মাসী বকিতে লাগিলেন। হীরালাল বুঝাইতে লাগিল। অনেক সাধা-সাধনার পর অগত্যা পুনরায় সে পায়ের তলভাগ একটু

বাহির করিল। যে যে স্থান স্ফীত হইয়াছিল ও যে যে স্থানে বেদনা ছিল, হীরালাল ধীরে ধীরে টিপিয়া দেখিতে লাগিল।

পা পরীক্ষা করিতে করিতে হীরালাল অতি মৃদুস্বরে বলিল,—"কুসী! কাল আমি কলিকাতা চলিয়া যাইব।"

হীরালাল যাই এই কথা বলিল, আর কুসী তৎক্ষণাৎ আপনার পা সরাইয়া লইল। যে পা আজ কয় দিন সে অতি ভয়ে-ভয়ে অতি ধীরে-ধীরে নাড়িতে চাড়িতেছিল, এখন ব্যথা, বেদনা, ক্লেশ সব বিস্মৃত হইয়া, সেই পা অতি সত্বর সে সরাইয়া লইল। কিন্তু এরূপ করিয়া তাহার যে বেদনা হয় নাই তাহা নহে, কারণ, সেই মুহূর্ত্তেই ক্লেশের চিহ্ন তাহার মুখমণ্ডলে প্রতীয়মান হইল।

হীরালালের হৃদয়-তন্ত্রী সেই মুহূর্ত্তে বাজিয়া উঠিল। কেন কুসী হঠাৎ আপনার পা সরাইয়া লইল, হীরালাল তাহা বুঝিতে পারিল। কুসী ঈষৎ রাগ করিল; তাহাতেই হীরালাল পৃথিবী অন্ধকার দেখিল। হীরালাল বুঝিল যে, নিয়তি তাহাকে এই স্থানে টানিয়া আনিয়াছে!—কুসী বিনা সংসার বৃথা! জীবন বৃথা! কুলমর্য্যাদা? ধনসম্পত্তি? কুসীর তুলনায় সে সমুদয় কি ছার বস্তু! আবশ্যক হইলে কুসীর নিমিত্ত সে প্রাণ পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন করিতে পারে। কুসী অভাবে প্রাণে প্রয়োজন কি? তোমরা হীরালালকে দোষ দিও না। এ নূতন কথা নহে, চিরকাল এরূপ ঘটনা ঘটিয়াছে; এখনও ঘটিতেছে। অসংখ্য নরনারী এই সংসারক্ষেত্রে নিয়তই বিচরণ করিতেছে। স্ত্রী পুরুষ-সম্বন্ধে কিছু দিন ইহলোকে আবদ্ধ থাকিয়া, কালগ্রাসে পতিত হইতেছে। তাহাতে বিশেষত্ব কিছু নাই। কিন্তু প্রকৃত যে যাহার পুরুষ, প্রকৃত যে যাহার

প্রকৃতি, যখন এইরূপ দুই জনে সহসা চারি চক্ষু হইয়া যায়, তখনই পুরুষ প্রকৃতির অর্থ মানুষের উপলব্ধ হয়। সেই দুই জনে বুঝিতে পারে যে, তাহারা দুই নহে, তাহারা এক ;—এক মন, এক প্রাণ, কেবল দেহ ভিন্ন। তাহারা বুঝিতে পারে যে, এক নিয়তি-সূত্রে বিধাতা দুই জনকে একত্র বন্ধন করিয়াছেন। সে বন্ধন কে বিচ্ছিন্ন করিতে পারে? হীরালাল তাহা বুঝিতে পারিল; কুসী তাহা বুঝিতে পারিল না; কিন্তু অনুভব করিল। অবলম্বিত তরুকে সহসা কাড়িয়া লইলে লতার যে গতি হয়, কুসীর প্রাণের আজ সেই অবস্থা হইল। জগতে আর যেন তাহার কেহ নাই,—সেইরূপ নিঃসহায় ভাব দ্বারা কুসীর মন আচ্ছন্ন হইল; লতার ন্যায় ভূতলে পড়িয়া, কুসীর প্রাণ যেন ধূলায় ধূসরিত হইতে লাগিল। যাহাতে কান্না না আসিয়া যায়, মস্তক অবনত করিয়া কুসী সেই চেষ্টা করিতে লাগিল।

হীরালাল বলিল,—"আমি কলিকাতা যাইব শুনিয়া, তুমি আমার উপর রাগ করিলে?"

কোন উত্তর নাই।

হীরালাল পুনরায় বলিল,—"কুসী! বল না, কি হইয়াছে? চুপ করিয়া রহিলে কেন?"

কোন উত্তর নাই। মস্তক আরও অবনত হইল।

হীরালাল পুনরায় বলিল,—"আমি কলিকাতা যাই, তাহা তোমার ইচ্ছা নহে?"

কোন উত্তর নাই।

হীরালাল পুনরায় বলিল,—"কেবল 'হাঁ' কি 'না' এই দুইটী কথার একটী কথা বল। আমি কলিকাতায় যাইব কি না যাইব? হাঁ কি না?"

কোন উত্তর নাই।

হীরালাল পুনরায় বলিল,—"আমি সত্য বলিতেছি, তুমি যাহা বলিবে, তাহাই আমি করিব। তুমি যদি কলিকাতায় যাইতে বল, তাহা হইলে আমি যাইব; তুমি যদি যাইতে মানা কর, তাহা হইলে আমি যাইব না। আচ্ছা! কথা কহিয়া বলিতে হইবে না; তুমি ঘাড় নাড়িয়া বল,—আমি কি করিব? আমি যাইব কি যাইব না?"

যতদূর সাধ্য, ততদূর মস্তক অবনত করিয়া, কুসী এইবার ঈষৎ ঘাড় নাড়িল।

হীরালাল বলিল,—"তবে আমি যাইব না?"

আরও একটু স্পষ্ট ভাবে কুসী ঘাড় নাড়িল।

কিন্তু হীরালাল যেন বুঝিয়াও বুঝিল না। হীরালাল বলিল,—"তোমার ও ঘাড়-নাড়া আমি ভালরূপ বুঝিতে পারিতেছি না। এইবার তুমি কথা কহিয়া বল।"

কুসী অতি মৃদুস্বরে বলিল,—"না।"

হীরালাল বলিল,—"তা, বেশ! যত দিন আমার ছুটি থাকিবে, তত দিন আমি কলিকাতা যাইব না। এখন আমার দিকে চাহিয়া দেখ।"

যদি বা কুসী মুখখানি অল্প তুলিয়াছিল, কিন্তু হীরালাল যাই বলিল,—"আমার দিকে চাহিয়া দেখ,"—আর সেই মুহূর্তে পুনরায় তাহা অবনত হইয়া গেল।

হীরালাল বলিল,—"আমার দিকে যদি তুমি চাহিয়া না দেখ, তাহা হইলে কিন্তু আমি কলিকাতায় চলিয়া যাইব।"

চাহিয়া দেখিবে কি, কুসীর চক্ষু তখন জলে পূর্ণ হইয়া গিয়াছিল। কিন্তু হীরালাল কলিকাতা যাইবার ভয় দেখাইল। সে জন্ত অগত্যা তাহাকে মুখ তুলিতে হইল। আঁচলে চক্ষু দুইটী মুছিয়া, ঈষৎ হাসি মুখে হীরালালের দিকে সে চাহিয়া দেখিল। কাল মেঘ দ্বারা কতক আচ্ছাদিত,—সূর্য্য কিরণ দ্বারা কতক আলোকিত,—আকাশ যেরূপ দেখায়, কুসীর মুখখানি তখন সেইরূপ দেখাইতে লাগিল।

হীরালাল বলিল,—"আজ কয় দিন দেখিতেছি তোমার বাম গালে একটু কালি লাগিয়াছে। যখন তোমার হাসি হাসি মুখ হয়, তখন ঠিক ঐ স্থানটীতে টোল পড়ে। তাহাতে বড় সুন্দর দেখায়; সেইজন্য ঐ কাল দাগটী আমি ধুইয়া ফেলিতে বলি নাই।"

আরও একটু সহাস্যবদনে কুসী বলিল,—"যাও! তুমি যেন আর জান না! তুমি আমাকে ক্ষেপাইতেছ। ও কালির দাগ নয়, উহাকে তিল, না জরুর, না কি বলে।"

হীরালাল বলিল,—"বটে! তবে ছুরি দিয়া চাঁচিয়া ফেলিলেই চলিবে।"

কুসী বলিল,—"যাও!"

হীরালাল বলিল,—"কুসী! তামাসার কথা নহে। আমি তোমাকে দুই একটী কথা জিজ্ঞাসা করি। তোমাদের সংসারের কথা!—আমাকে পর ভাবিও না, লজ্জা করিও না। ঠিক ঠিক উত্তর দাও।"

মৃদুস্বরে কুসী জিজ্ঞাসা করিল,—"কি কথা ?"

হীরালাল বলিল,—"তোমার মেসো-মহাশয়ের যে রোগ হইয়াছে, তাহাকে পক্ষাঘাত বলে। ভাল হইয়া আর যে তিনি কাজ কর্ম্ম করিতে পারিবেন, তাহা বোধ হয় না। এমন কি, অধিক দিন তিনি না বাঁচিলেও বাঁচিতে পারেন। তাঁহার অবর্ত্তমানে তোমাদের সংসার চলিবে কি করিয়া, তাহাই আমি ভাবিতেছি।"

হীরালাল যে তাহাকে বিবাহ করিবে, কুসীর মনে সে চিন্তা একেবারেই উদিত হয় নাই। নাটক-নভেলের লভ্‌ কাহাকে বলে, ভালবাসা কাহাকে বলে, সে সব কথা কুসী কিছু জানে না। হীরালাল কলিকাতা চলিয়া যাইবে, তাহা শুনিয়া তাহার মনে দুঃখ হইল; পৃথিবী সে শূন্য দেখিল, তাহাই সে জানে। কোন বিষয় গোপন করিতে সে শিক্ষা করে নাই; সে জন্য তাহার মনের ভাব মুখে প্রকাশ হইয়া পড়িল, সে জন্য সে তাহাকে কলিকাতা যাইতে মানা করিল।

হীরালাল যখন সংসারের কথা জিজ্ঞাসা করিল, কুসী তাহার কিছুই উত্তর করিতে পারিল না। সে কেবল বলিল,—"আমি জানি না।"

হীরালাল জিজ্ঞাসা করিল,—"এখন তোমাদের সংসার কি করিয়া চলিতেছে ?"

কুসী উত্তর করিল, "মেসো মহাশয়ের কিছু জমি আছে। তিনি ধান পাইয়াছিলেন। তাহাতেই এখন চলিতেছে।"

হীরালাল জিজ্ঞাসা করিল,—"সে ধানে বারো মাস চলে ?"

কুসী বলিল,—"সে কথা আমি বলিব না। ঘরের কথা বলিতে নাই।"

হীরালাল বলিল,—"তবে তুমি আমাকে পর ভাব! এ তোমার বড় অন্যায়। আমার দিব্য! তোমাকে বলিতেই হইবে। আমি বৃথা এ সব কথা জিজ্ঞাসা করিতেছি না। বিশেষ কারণ আছে, সেই জন্য জিজ্ঞাসা করিতেছি।"

নিরুপায় হইয়া কুসীকে সকল কথা বলিতে হইল। লজ্জায় অধোবদন হইয়া সে বলিল,—"বারো মাস চলে না। আর অল্পই ধান আছে। পৌষ মাসের এ দিকে পুনরায় আর আমরা ধান পাইব না। সে জন্য যাহাতে পৌষ মাস পর্য্যন্ত চলে, আমরা তাহাই করিতেছি।"

হীরালাল জিজ্ঞাসা করিল,—"সে আবার কি?"

কুসী পুনরায় চুপ করিয়া রহিল। কিন্তু হীরালাল কিছুতেই ছাড়িল না।

তখন ছল ছল চক্ষে কুসী বলিল,—"মাসীমা এখন এক বেলা আহার করেন। সেইরূপ করিতে আমিও চাহিয়াছিলাম। কিন্তু তিনি কিছুতেই শুনিলেন না। তাঁহাকে লুকাইয়া যত দূর পারি, তত দূর আমিও অল্প আহার করিতেছি।"

হীরালাল বলিল,—"সর্ব্বনাশ! কুসী! তুমি আধ-পেটা খাইয়া থাক?"

কুসী উত্তর করিল,—"না, তা নয়। আমি অধিক করিয়া তরকারি খাই।"

হীরালাল জিজ্ঞাসা করিল,—"মাছ তরকারির পয়সা কোথা হইতে হয়?"

কুসী উত্তর করিল,—"মাছ আমরা কিনি না। তরকারি আমাদের কিনিতে হয় না। পাড়ায় যাহার বাড়ীতে যাহা হয়,

আমাদিগকে সকলে তাহা দিয়া যায়। তার পর সজিনা শাক আছে, কলমি শাক আছে, ডুমুর আছে, থোড় আছে, পাড়িয়া, কি তুলিয়া কি কাটিয়া আনিলেই হয়। অধিক করিয়া সেই সব খাইলে আর ক্ষুধা পায় না।"

হীরালাল জিজ্ঞাসা করিল,—"তেল নুন কি করিয়া হয়?"

কাটনার ডালার দিকে দৃষ্টি করিয়া, কুসী উত্তর করিল,—"মাসী-মা ও আমি দুই জনেই পৈতা কাটি। আমি এক দিনে একটী পৈতা কাটিতে পারি। তাহা এক পয়সায় বিক্রীত হয়। মাসী-মা চক্ষে ভাল দেখিতে পান না। দুই দিনে তিনি একটী পৈতা কাটিতে পারেন। রাত্রিতে সূতা কাটিলে আমি আরও অধিক পৈতা কাটিতে পারি। কিন্তু তাহাতে তেল খরচ হয়।"

এই সব কথা শুনিয়া হীরালালের মনে বড় কষ্ট হইল। কুসীর দুঃখে হীরালালের বুক ফাটিয়া যাইতে লাগিল। আর কোন কথা না বলিয়া, হীরালাল তখন সে স্থান হইতে উঠিল; দ্রুতবেগে রামপদর নিকট গমন করিল। যে পথ দিয়া হীরালাল চলিয়া গেল, কুসী বিরস-বদনে একদৃষ্টে সেই দিকে চাহিয়া রহিল। কুসী ভাবিল,—"এমন কি কথা বলিয়াছি যে, ইনি রাগ করিয়া চলিয়া গেলেন? আমরা বড় দুঃখী; সেই জন্য কি ইনি চলিয়া গেলেন? আর কখনও কি আসিবেন না?" এইরূপ ভাবিয়া কুসী দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিল।

বড় ঘরের নিকট সামান্য একটী রান্না চালা ছিল। কুসীর মাসী তাহার ভিতর রন্ধন করিতেছিলেন। তিনি গোপন ভাবে হীরালাল ও কুসীর ভাব-ভঙ্গি নিরীক্ষণ করিতেছিলেন। কিন্তু

তাহাদের কথা-বার্ত্তা তিনি শুনিতে পান নাই। হীরালাল চলিয়া যাইলে, তিনি বড় ঘরে প্রবেশ করিয়া হাসিতে হাসিতে স্বামীকে বলিলেন,—"বিধাতা বা আপনি কুসীর বর আনিয়া দিলেন।"

তাঁহার স্বামী বলিলেন,—"তুমি পাগল না কি!"

গৃহিণী বলিলেন,—"দেখিতে পাইবে!"

এই বলিয়া পুনরায় তিনি রান্নাচালায় প্রত্যাগমন করিলেন।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

The Die is cast.

বাটী গিয়া হীরালাল বলিল,—"রামপদ! The Die is cast" (পাশা ফেলিয়াছি;—অর্থাৎ "এ কাজ করিব বলিয়া, সঙ্কল্প করিয়াছি)।"

রামপদ জিজ্ঞাসা করিল,—"কি হইয়াছে?"

হীরালাল উত্তর করিল,—"কুসীর মুখে আজ তাহাদের সংসারের কথা যাহা শুনিলাম, তাহাতে আমার মন বড়ই অস্থির হইয়াছে। আমি তাহাকে নিশ্চয় বিবাহ করিব।"

রামপদ বলিল,—"তোমার পিতা?"

হীরালাল উত্তর করিল,—"আমার কপালে যাহা থাকে, তাহাই হইবে। পিতা অতিশয় রাগ করিবেন, সে বিষয়ে আর কোন সন্দেহ নাই। তিনি যেরূপ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ লোক, তাহাতে চাই কি আমাকে বাড়ী হইতে তাড়াইয়া দিলেও দিতে পারেন; আমাকে ত্যাজ্য পুত্র করিলেও করিতে পারেন। কিন্তু সে ভয় করিয়া আমি কাপুরুষ হইতে পারি না। আজ আমি যাহা

শুনিলাম, তাহা শুনিয়া যদি আমি চুপ করিয়া থাকি, যদি যথাসাধ্য তাহার প্রতিকার করিতে চেষ্টা না করি, তাহা হইলে আমা অপেক্ষা নরাধম আর পৃথিবীতে নাই। এখন তুমি আমার সহায়তা কর।”

রামপদ জিজ্ঞাসা করিল,—“এ বিষয়ে আমি তোমার কি সহায়তা করিতে পারি ?”

হীরালাল উত্তর করিল,—“তুমি কুসীর মেসো মহাশয়ের নিকট গমন কর। তাঁহাকে এ বিষয়ে সম্মত কর। তাঁহার নিকট কোন কথা গোপন করিবে না। আমি যে পিতার বিনা অনুমতিতে এ কাজ করিতেছি, তাঁহাকে সে কথা বলিবে। পিতার অনুমতি প্রার্থনা করিতে গেলে, এ কাজ যে কিছুতেই হইবে না, তাহাও তাঁহাকে বলিবে। এই কাজের জন্য আমার পিতা যে আমাকে বাড়ী হইতে দূর করিয়া দিতে পারেন, তাহাও তাঁহাকে বলিবে। কারণ, যদি তাঁহাদের মনে টাকা কি গহনার লোভ থাকে, আর কার্য্যে যদি তাহা না হয়, তাহা হইলে পরে তাঁহারা আমার উপর দোষারোপ করিতে পারেন। সে জন্য কোন কথা তাঁহাদিগের নিকট গোপন করিবে না। আর একটী কথা, এই বিবাহ কার্য্য আপাততঃ গোপনে সম্পন্ন করিতে হইবে, দুই বৎসর কাল এ কথা গোপন রাখিতে হইবে। তাহার পরে যাহা হয় হইবে।”

রামপদ জিজ্ঞাসা করিল,—“যদি সত্য সত্যই তোমার পিতা তোমাকে বাটী হইতে দূর করেন, তাহা হইলে তুমি কি করিবে ? নিজের বা কি করিবে, আর ইহাদের বা কি উপকার করিতে

হীরালাল উত্তর করিল,—"সেই জন্য বিবাহ গোপনে করিতে চাহিতেছি, সেই জন্য এ কথা আপাততঃ গোপন রাখিতে ইচ্ছা করিতেছি। শুন রামপদ! আমি মনে মনে এই স্থির করিয়াছি;—কলিকাতার খরচের নিমিত্ত পিতা আমাকে মাসে মাসে যে টাকা প্রদান করেন, তাহা হইতে আমি কিছু কিছু বাঁচাইতে পারিব। আপাততঃ সেই টাকা আমি মেসো-মহাশয়কে দিব। চাকরি করিয়া কুসীর মেসো-মহাশয় যে বেতন পাইতেন, তাহা অপেক্ষা আমি অধিক দিতে পারিব। সুতরাং এ পল্লিগ্রামে তাঁহাদের আর অন্ন বস্ত্রের কষ্ট থাকিবে না। তাহার পর, বড় দিনের ছুটির সময় আমি দেশে গিয়া, মাতার নিকট হইতে কিছু টাকা লইয়া আসিব। কুসীর মেসো মহাশয়ের ভালরূপ চিকিৎসা হয় নাই। এ রোগে চিকিৎসা হইলেও যে বিশেষ কিছু ফল হইবে, তাহা বোধ হয়। তবু, তাঁহাকে কলিকাতা লইয়া গিয়া একবার চেষ্টা করিয়া দেখিব। সেই সময় কলিকাতাতেই আমি কুসীকে গোপনে বিবাহ করিব। কেবল তুমি ও আর দুই চারি জন আমাদের বন্ধু সে কথা জানিবে, আর কাহাকেও জানিতে দিব না। আমার বোধ হয় যে, পর বৎসর নিশ্চয় আমি বি, এল. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারিব। যদি বি, এল, পরীক্ষায় আমি উত্তীর্ণ হইতে পারি, তাহা হইলে পরীক্ষার পরেই পিতার নিকট গিয়া সকল কথা প্রকাশ করিব। পিতা যদি ক্ষমা করেন তো ভালই; কিন্তু যদি রাগ করিয়া তিনি আমার খরচ-পত্র বন্ধ করিয়া দেন, তাহা হইলে ওকালতি করিয়া হউক, অথবা কেরাণীগিরি করিয়া হউক, কুসীকে আমি প্রতিপালন করিতে পারিব। সুবিধার বিষয় এই যে, ইহার ভিতর পিতা আমাকে

বিবাহ করিতে বলিবেন না। আমি বি, এল, কি এম, এ, পাশ করিলে, তবে তিনি আমার বিবাহ দিবেন; এই কথা স্থির হইয়া আছে।"

রামপদর সহিত হীরালালের এইরূপ অনেক কথা হইল; দুই জনে অনেক পরামর্শ করিল।

সেই দিন সন্ধ্যা বেলা রামপদ কুসীর মেসো-মহাশয়ের নিকট গমন করিল। পিতার অমতে হীরালাল এই কাজ করিবে, সে জন্য মেসো-মহাশয় প্রথম এ প্রস্তাবে সম্মত হইলেন না। কিন্তু রামপদ তাঁহাকে বুঝাইয়া বলিল যে, সম্মতি প্রার্থনা করিতে গেলে, হীরালালের পিতা কিছুতেই সম্মতি দান করিবেন না। তাহার এই পীড়িত অবস্থা, তাঁহার অর্থ নাই, কুসীর পিতার ব্যবহার এইরূপ, নানা বিষয় রামপদ মেসো-মহাশয়কে বুঝাইয়া বলিল। মাসী-মাও হীরালালের পক্ষ হইয়া স্বামীকে বুঝাইতে লাগিলেন। অবশেষে অগত্যা কুসীর মেসো-মহাশয় এ কাজ করিতে সম্মত হইলেন।

মেসো-মহাশয় বলিলেন,—"আমি নিশ্চয় বুঝিতেছি যে, এরূপ কাজ করা আমার উচিত নয়। কিন্তু কোন উপায় নাই। কুসীর পিতাকে আমি কত যে চিঠি লিখিয়াছি, তাহা বলিতে পারি না। আমার একখানি পত্রেরও সে উত্তর দিল না; সে একেবারে বে-হেড্ হইয়া গিয়াছে। পরমা সুন্দরী মেয়ে, আমার অবর্ত্তমানে তাহার কি হইবে তাহাই ভাবনা। কোন একটী ভদ্রলোকের ছেলের হাতে তাহাকে সমর্পণ করিয়া যাইতে পারিলে, আমি নিশ্চিন্ত হই; সেই জন্য আমি সম্মত হইলাম। যদি ইহাতে কোন পাপ থাকে, ভগবান্ আমাকে ক্ষমা করিবেন।"

হীরালালের সহিত কুসীর বিবাহ-সম্বন্ধ স্থির হইল। কিন্তু এক রামপদ ভিন্ন এ কথা আর কেহ জানিতে পারিল না।

এ বিষয়ে আর অধিক কিছু বলিবার নাই। যতদিন কুসীর পায়ে বেদনা ছিল, ততদিন হীরালাল আসিয়া তাহার নিকট বসিয়া গল্প করিত। বেদনা ভাল হইয়া গেলে পাছে হীরালাল আর না আসে, পাছে সেরূপ কথা-বার্ত্তা আর না হয়, সেজন্য কুসীর পা সুস্থ হইতে কি কিছু বিলম্ব হইয়াছিল? অবশেষে তাহার পা যখন একান্তই ভাল হইয়া গেল, তখন কুসী কি পায়ের উপর রাগ করে নাই? কি জানি! পরের কথায় আমার আবশ্যক কি! আর একটী কথা, ইহার মধ্যে, হীরালালের সহিত কুসীর কি একবারও বিবাদ হয় নাই? একবার কেন? প্রায় প্রতি দিনই বিবাদ হইত। কিরূপে পায়ে ঔষধ দিতে হইবে, তাহা লইয়া বিবাদ হইত। হীরালাল দুই বেলা কুসীর কাটনা-ডালা ভাঙ্গিয়া দিতে যাইত, তাহা লইয়া বিবাদ হইত। হীরালাল নিজে পৈতা-সূতা কাটিতে গিয়া কুসীর টেকো আড়া করিয়া দিত; তাহা লইয়া ঝগড়া হইত। এইরূপ নানা কারণে দুই জনে বিবাদ হইত! কুসী বড় দুষ্ট! বিবাদের পর প্রায় এক মিনিট কাল সে হীরালালের সহিত কথা কহিত না, মুখ হাঁড়ি করিয়া বসিয়া থাকিত। হীরালাল সে জন্য মাসীর নিকট নালিশ করিত। মাসী বলিতেন,—"যা বাছা! তোদের ও শিয়াল কুকুরের ঝগড়া!" সেই কথা শুনিয়া কাজেই কুসীর মুখে হাসি উদয় হইত, কাজেই তাহাকে পুনরায় কথা কহিতে হইত। হায়! সে এক সুখের দিন গিয়াছে!

হীরালালের ছুটি ফুরাইল, পর দিন হীরালাল কলিকাতা

যাইবে। সেদিন কতবার হীরালাল কুসীর নিকট বিদায় গ্রহণ করিতে গিয়াছিল। বিদায়গ্রহণ আর ফুরায় না। ভাগ্যে নিমাই হালদারের বাড়ী গ্রামের প্রান্তভাগে ছিল। তা না হইলে, পাড়ার লোকে কি মনে করিত, কে জানে!

এই সকল বিদায় গ্রহণের সময়, একবার হীরালাল জিজ্ঞাসা করিল,—"কুসী! তুমি লিখিতে পড়িতে পার?"

কুসী উত্তর করিল,—"রামপদ ও গ্রামের অন্যান্য লোক মেয়েদের একটী স্কুল করিয়াছে। ছেলেবেলা সেই স্কুলে আমি পড়িতে যাইতাম। আমার মাসীও লেখা পড়া জানেন। তাঁহার নিকট আমি রামায়ণ ও মহাভারত পড়িতে শিখিয়াছিলাম।"

হীরালাল বলিল,—"আমি তোমার নিকট খানকত খাম দিয়া যাইব। তাহার উপর আমার নাম ও কলিকাতার ঠিকানা লেখা থাকিবে। মাঝে মাঝে আমি তোমাকে পত্র দিব। তোমার মেসো-মহাশয় কেমন থাকেন, তুমি আমাকে লিখিবে।" মেসো-মহাশয় কেমন থাকেন, কেবল তাহাই জানিবার নিমিত্ত হীরালালের বাসনা। কুসীর চিঠিতে যে আর কোন কথা লেখা থাকে, তাহা তাহার বাসনা নয়। না,—মোটে নয়,—একবারেই নয়! হীরালাল! পৃথিবীর লোক কি সব বোকা!!

পর দিন হীরালাল ও রামপদ কলিকাতা যাত্রা করিল।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

শুভ সংবাদ ও মন্দ সংবাদ।

কলিকাতা প্রত্যাগমন করিয়া হীরালাল কলেজে অধ্যয়ন করিতে লাগিল। পিতা তাহাকে যে খরচ দিতেন, তাহা হইতে কিছু কিছু বাঁচাইয়া মেসো-মহাশয়ের নিকট সে পাঠাইত। মেসো মহাশয়ের সংসারে অন্নকষ্ট দূর হইল।

বড় দিনের ছুটির সময় হীরালাল দেশে গমন করিল। হীরালালের আর দুই জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ছিল। কিন্তু মাতা,—কনিষ্ঠ পুত্র হীরালালকে অধিক ভাল বাসিতেন। সে যখন যাহা চাহিত, তাহাকে তিনি দিতেন। মাতার নিকট হইতে কিছু টাকা লইয়া হীরালাল কলিকাতায় প্রত্যাগমন করিল।

কলিকাতায় প্রত্যাগমন করিয়া, মেসো-মহাশয়কে সে স্থানে আনিবার নিমিত্ত সে রামপদকে তাহাদিগের গ্রামে প্রেরণ করিল। স্ত্রী ও কুসীকে লইয়া অল্প দিন পরে তিনি কলিকাতায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। হীরালাল তাঁহাদের জন্য একটী বাটী ভাড়া করিয়াছিল। তাঁহারা সেই বাটীতে রহিলেন।

বড় বড় ডাক্তার আনিয়া, হীরালাল মেসো-মহাশয়কে দেখাইল। কিছু দিন ডাক্তারি চিকিৎসা চলিল; কিন্তু তাহাতে বিশেষ কিছু উপকার হইল না। অবশেষে তাঁহার কবিরাজি চিকিৎসা হইতে লাগিল।

পৌষ মাসে মেসো মহাশয় কলিকাতা আসিয়াছিলেন। মাঘ মাসে হীরালালের সহিত কুসীর বিবাহ কার্য্য সম্পন্ন হইল। মেসো-মহাশয় পীড়িত; সে জন্য কুসীর মাসী কন্যা

সম্প্রদান করিলেন। বিবাহ অতি গোপনে হইল। কলিকাতার ঠিকা পুরোহিত, ঠিকা নাপিত, রামপদ ও হীরালালের তিন চারি জন বন্ধু, কলিকাতার জন কত সধবা ব্রাহ্মণী, বিবাহ কালে কেবল এই কয়জন উপস্থিত ছিলেন। মেসো-মহাশয়ের গ্রামের লোক, অথবা তাঁহার কি হীরালালের আত্মীয়-স্বজন কেহই এ কথা জানিতে পারিল না। দুই বৎসর কাল এ কথা গোপন রাখিতে হইবে, তাহাই তখন স্থির হইল। বিবাহের কিছুদিন পরে মেসো-মহাশয় কুসীকে লইয়া স্বগ্রামে প্রত্যাগমন করিলেন।

পর বৎসর পূজার পূর্ব্বে হীরালাল শুনিল যে, তাড়িত চিকিৎসায় পক্ষাঘাত রোগের বিশেষ উপকার হয়। সে জন্যও বটে, আর কুসীর সহিত সাক্ষাৎ হইবে বলিয়াও বটে, রামপদ দ্বারা পুনরায় সে মেসো-মহাশয়কে কলিকাতায় আনয়ন করিল। কুসীর সহিত হীরালালের যে বিবাহ হইয়াছিল, রামপদ ভিন্ন গ্রামের অন্য কেহ সে কথা জানিত না। সর্ব্বদা যাতায়াত করিলে প্রতিবাসীদিগের মনে পাছে কোনরূপ সন্দেহ জন্মে, সে জন্য হীরালাল নিজে আর সে গ্রামে বড় যাইত না। সংসার খরচ ও কলিকাতা-গমনের ব্যয় সম্বন্ধে কুসীর মাসী সকলকে বলিয়াছিলেন যে, তাঁহার ভগিনীপতি, অর্থাৎ কুসীর পিতা, পুনরায় টাকা পাঠাইতে আরম্ভ করিয়াছেন।

মেসো-মহাশয় সপরিবারে কলিকাতা আগমন করিলেন। হীরালালের উদ্যোগে তাঁহার তাড়িত চিকিৎসা হইতে লাগিল। ক্রমে পূজার সময় উপস্থিত হইল। কলিকাতার বিদ্যালয়সমূহ পূজার ছুটিতে বন্ধ হইল। সেই অবকাশে কুসীকে লইয়া হীরালাল কাশী বেড়াইতে গেল। মাসী ও মেসো-মহাশয় কলিকাতায় রহিলেন।

হীরালালের অনেক দেশের লোক কাশী-বাসী হইয়া আছে। পাছে তাহাদের সহিত সাক্ষাৎ হয়, পাছে তাহারা হীরালালের বাসায় আসিয়া কুসীকে দেখিতে পায়, সেই ভয়ে সে কাশীর বাহিরে একটী বাগানের ভিতর নিভৃতে বাস করিতেছিল। কিন্তু সন্ধ্যার পর কুসীকে লইয়া সে নানাস্থানে বেড়াইতে যাইত। সেই জন্য কুসী কাশীর পথ ঘাট চিনিতে সমর্থ হইয়াছিল।

স্ত্রীলোক সঙ্গে লইয়া একাকী বিদেশে যাইতেছে, চোর ডাকাত মন্দ লোকের ভয় আছে, সে জন্য কোন বন্ধুর নিকট হইতে হীরালাল একটী পাঁচনলি পিস্তল চাহিয়া লইয়াছিল। কিন্তু পিস্তলের পাশ তাহার নিকট ছিল না। কাশীতে গিয়া সে কথা তাহার স্মরণ হইল। যে বাগানে সে বাস করিতেছিল, সে স্থানে পিস্তল ছুড়িলে পাছে পুলিশের লোক আসিয়া কোন কথা জিজ্ঞাসা করে, সে নিমিত্ত এক দিন প্রাতঃকালে সে দূরে মাঠের মাঝে গিয়া এক নির্জ্জন স্থানে বসিয়া পিস্তলটী পরীক্ষা করিয়া দেখিতেছিল। পিস্তলের ব্যবহার হীরালাল ভালরূপ জানিত না। অসাবধানতা-বশতঃ সহসা একবার আওয়াজ হইয়া, তাহার স্কন্ধদেশে গুলি প্রবেশ করিল। বয়ঃক্রম-সুলভ সাহস ও চপলতা বশতঃ নিজেই ছুরি দিয়া আপনার স্কন্ধের মাংস কাটিয়া, সে গুলিটী বাহির করিয়াছিল। তাহার পর চাদরখানি ছিঁড়িয়া সেই ক্ষত স্থানের উপর বাঁধিয়া, বাসায় প্রত্যাগমন করিয়াছিল। সেই ক্ষত-স্থান হইতে অতিশয় রক্তস্রাব হয়। সেই সূত্রে হীরালালের সহিত আমার সাক্ষাৎ হয়। বলা বাহুল্য যে, হীরালাল কাশীর সেই "বাবু" ব্যতীত আর কেহ নহে। পিস্তলের গুলি দ্বারা সে আহত হইয়াছে। তাহা শুনিয়া কুসীর পাছে অতিশয়

ভয় হয়, পাছে সে কান্না-কাটি করে, সে জন্য এ ঘটনার প্রকৃত বিবরণ কুসীকে হীরালাল প্রদান করে নাই।

পূজার ছুটীর পর হীরালাল কলিকাতায় প্রত্যাগমন করিল। তাড়িত চিকিৎসায় মেসো-মহাশয়ের প্রথম প্রথম কিছু উপকার হইয়াছিল বটে, কিন্তু সে উপকার চিরস্থায়ী হইল না। আরোগ্য-লাভ সম্বন্ধে হতাশ হইয়া, মেসো-মহাশয়, স্ত্রী ও কুসীকে লইয়া স্বগ্রামে প্রত্যাগমন করিলেন।

হীরালাল যখন কাশী গিয়াছিল, সেই সময় দেশে এক বড় শোচনীয় ঘটনা ঘটিয়াছিল। পূজার ছুটির সময় রামপদ গ্রামে গিয়াছিল। ছুটির শেষ ভাগে রামপদ ম্যালেরিয়া জ্বর দ্বারা আক্রান্ত হইয়া, চারি দিনের জ্বরে মৃত্যুমুখে পতিত হইল। কলিকাতায় প্রত্যাগমন করিয়া হীরালাল সেই শোক-সংবাদ শুনিয়া, নিতান্ত কাতর হইয়া পড়িল। রামপদ উচ্চ ভাবাপন্ন পরোপকারী সত্যনিষ্ঠ যুবক ছিল। দেশের দুরদৃষ্ট যে, এরূপ যুবক অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হইল!

ক্রমে শীতকাল উপস্থিত হইল। অগ্রহায়ণ মাসে আর একটী বিপদ্ ঘটিল। এক দিন রাত্রিকালে কিরূপ এক প্রকার শব্দ হইয়া, মেসো-মহাশয়ের নিশ্বাস প্রশ্বাস কার্য্য সম্পন্ন হইতেছিল। সেই শব্দে তাঁহার গৃহিণীর ও কুসীর নিদ্রা ভঙ্গ হইল। দুই জনে উঠিয়া দেখিলেন যে, মেসো-মহাশয়ের জ্ঞান নাই, মুখে কথা নাই। তাহার পর দিন তাঁহার মৃত্যু হইল। সকলেই জানিত যে, তিনি আর অধিক দিন জীবিত থাকিবেন না। তাহার পর, শেষ অবস্থায় তাঁহার বাঁচিয়া থাকা একপ্রকার বিড়ম্বনা হইয়াছিল। সে নিমিত্ত তাঁহার মৃত্যু-জনিত শোক

পূর্ব্ব হইতেই আত্মীয় স্বজনের এক প্রকার সহ্য হইয়াছিল। এখন কুসীর অভিভাবক বল, সহায় বল, সম্পত্তি বল, এক হীরালাল ব্যতীত জগতে আর কেহ রহিল না।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ

ঘোরতর অপমান।

মেসে-মহাশয়ের মৃত্যুর অল্প দিন পরেই বি, এল, পরীক্ষার সময় আসিয়া উপস্থিত হইল। কুসীর অবস্থা স্মরণ করিয়া, হীরালাল রাত্রি দিন পরিশ্রম করিয়াছিল। বি, এল, পরীক্ষায় সে অনায়াসে উত্তীর্ণ হইল। এম, এ, পরীক্ষা সে দিয়াছিল কি না তাহা আমি জানি না বলিতে পারি না।

বি, এল, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া, হীরালাল তৎক্ষণাৎ দেশে গমন করিতে পারে নাই। বৈশাখ মাসে সে দেশে গমন করিল, দেশ হইতে কুসীকে যে দুইখানি পত্র সে লিখিয়াছিল, তাহা আমি দেখিয়াছি! কুসী ও হীরালাল, এই দুই জনের মধ্যে যেরূপ পবিত্র প্রণয়, তাহাতে সে পত্র সাধারণের পাঠোপযোগী নহে। এরূপ অবস্থায়, বাক্য দ্বারা মনের ভাব প্রকাশ করিতে না পারিয়া, হৃদয়ের আবেগে মানুষ কত কি যে বলিয়া ফেলে, তাহা পাঠ করিলে লেখককে পাগল বলিয়া সন্দেহ হয়। হিরালালকে সাধারণের নিকট হাস্যাস্পদ করা আমার অভিপ্রায় নহে। সে নিমিত্ত দুইখানি চিঠির কেবল সারাংশ এ স্থানে আমি প্রদান করিলাম।

প্রথম চিঠিখানির সারাংশ এইরূপ—

"প্রাণাধিকা কুসী!

আমি নিরাপদে বাটী পৌঁছিয়াছি। আমাকে দেখিয়া, পিতা, মাতা, ভ্রাতা সকলেই সাতিশয় আনন্দিত হইয়াছেন। পিতার নিকট এখনও আমাদের গোপন কথা বলিতে সাহস করি নাই। এত আনন্দে পাছে নিরানন্দ হয়, এত আদরে পাছে আমার অনাদর হয়, সেই ভয়ে আমি যেন কাপুরুষের মত হইয়া আছি। কিন্তু শীঘ্রই আমাকে সে কথা বলিতে হইবে। কারণ, ইহার মধ্যেই পূর্ব্ব সম্বন্ধ অনুসারে আমার বিবাহের কথা দুই একবার উত্থাপিত হইয়াছিল। দুই এক দিনের মধ্যে সাহসে ভর করিয়া পিতার নিকট সমুদয় বৃত্তান্ত প্রকাশ করিব; তাহার পর, কপালে যাহা আছে তাহাই হইবে। পিতা আমার বড় দৃঢ়প্রতিজ্ঞ লোক; সেই জন্য আমার বড় ভয় হইতেছে।"

চারি পাঁচ দিন পরে কুসী দ্বিতীয় পত্রখানি পাইল। তাহার মর্ম্ম এইরূপ—

"প্রাণাধিকা কুসী!

ঘোর বিপদ্! আমি আজ পনর মাস ধরিয়া যে ভয় করিতে-ছিলাম, তাহাই ঘটিয়াছে। তোমার সহিত আমার বিবাহের কথা পিতার নিকট প্রকাশ করিলাম। ক্রোধে পিতা কাঁপিতে লাগিলেন। তাহার পর তিনি বলিলেন,—তোর আর মুখ দর্শন করিব না। এই মুহূর্ত্তে তুই আমার বাড়ী হইতে দূর হইয়া যা। আমি চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম। মনে করিলাম যে, একটু রাগ পড়িলে তিনি আমাকে ক্ষমা করিবেন। কিন্তু কুসী! কি

ঘৃণার কথা! আমাকে বাড়ী হইতে বাহির করিয়া দিবার নিমিত্ত তিনি দ্বারবান্‌দিগকে আজ্ঞা করিলেন!!

"এরূপ অপমানিত আমি জন্মে কখন হই নাই। শিশুকাল হইতে আমি আদরে লালিত পালিত হইয়াছিলাম। দ্বারবান্ আমাকে গলা ধাক্কা দিয়া বাড়ী হইতে বাহির করিয়া দিবে! ছি, ছি, কি ঘৃণার কথা!

"যাহা হউক, কুসী, ভয় করিও না। তোমার জন্য আমি এরূপ অপমানিত হইলাম, সে জন্য মনে তুমি দুঃখ করিও না!

পিতা আমার মুখ দেখিবেন না? বেশ! আমিও তাঁহাকে আমার মুখ দেখাইতে ইচ্ছা করি না। আমি তাঁহার বাড়ীতে আর যাইব না। তাঁহার টাকা, তাঁহার সম্পত্তি,—আমি আর কিছুই চাই না। লজ্জায় ঘৃণায় ক্রোধে আমি আত্মহত্যা করিব বলিয়া মনে করিয়াছিলাম। আমি মনে করিলাম যে, যেমন তিনি আমাকে অপমান করিয়াছেন, তেমনি আমি তাঁহাকে পুত্র-শোকে কাতর করিব। অপমানের জ্বালায় আমি এত জ্ঞানশূন্য পাগলের মত হইয়াছিলাম, যে আমার নিশ্চয় বোধ হয়, আমি এ কাজ করিয়া ফেলিতাম। কিন্তু কুসী! তিমিরাবৃত আকাশে যেরূপ চাঁদের উদয় হয়, আমারও অন্ধকারময় মনে সেই সময় তোমার চাঁদ মুখখানি উদয় হইল। সেই মধুমাখা মুখখানি স্মরণ করিয়া, আমার মন হইতে সকল দুঃখ দূর হইল।

"যাহা হউক, কুসী! তুমি ভয় করিও না। আমি যদি মানুষ হই, আমার নাম যদি হীরালাল হয়, তাহা হইলে, দেখি, আমি অর্থ উপার্জ্জন করিতে পারি কি না। সে জন্য, কুসী, তুমি কিছুমাত্র ভয় করিও না। তবে আপাততঃ

তোমাকে বসন-ভূষণে সুসজ্জিত করিতে পারিলাম না, তাহাই আমার দুঃখ।

'আমি একজন প্রতিবাসীর বাটীতে আছি। অদ্য সন্ধ্যা বেলা সেই স্থানে গোপনে মাতার সহিত সাক্ষাৎ করিব। তাঁহার নিকট হইতে বিদায় হইয়া, কল্যই কলিকাতা রওয়ানা হইব। দুই চারি দিনের মধ্যে তোমার সহিত সাক্ষাৎ করিব। সাক্ষাৎ হইলে সমুদয় বৃত্তান্ত আরও ভাল করিয়া তোমাকে বলিব।"

দুই চারি দিন অতীত হইয়া গেল, আট দিন অতিবাহিত হইল, দশ দিন অতিবাহিত হইল, হীরালাল কুসীর সহিত সাক্ষাৎ করিল না। হীরালাল আর কোন চিঠি-পত্র লিখিল না। হীরালালের কোন সংবাদ নাই। কুসী ও তাহার মাসী-মা বড়ই উদ্বিগ্ন হইলেন। দিনের পর দিন যতই যাইতে লাগিল, দুর্ভাবনা ততই বাড়িতে লাগিল। কুসী যে কোন সন্ধান লইবে, তাহার উপায় ছিল না। কাহাকে সে পত্র লিখিবে? পাছে কুসীর পত্র কাহারও হাতে পড়ে, সে জন্য হীরালাল তাহাকে দেশের ঠিকানাসম্বলিত ধাম দিয়া যায় নাই। হীরালালের বাড়ী কোথায়, কুসী তাহা জানিত না। মাসীও জানিতেন না। জানিত কেবল রামপদ, আর জানিতেন মেসো-মহাশয়। তাঁহারা জীবিত নাই। তাহার পর, হীরালালের ঠিকানা জানিলেও কুসী কি করিয়া পত্র লিখিবে! সে নিজের বাড়ীতে নাই। তাহার পিতা তাহার উপর খড়্গ-হস্ত হইয়াছেন। বিবাহের সময় হীরালালের যে দুই চারিজন বন্ধু উপস্থিত ছিল, তাহাদের নাম ধাম কুসী কিছুই জানে না। হীরালালের সন্ধান করিবার

কোন উপায় ছিল না। পনর দিন এই ভাবে কাটিয়া গেল। দুর্ভাবনার আর সীমা পরিসীমা রহিল না।

ষোল দিনের দিন, কুসী দূর হইতে ডাক-পেয়াদাকে দেখিতে পাইল। কুসীর আর আনন্দের সীমা রহিল না। ডাক-হরকরা তাহাদের বাড়ী পর্য্যন্ত আসিয়া উপস্থিত হয়, সে বিলম্ব কুসীর সহ্য হইল না। দৌড়িয়া আগে গিয়া তাহার নিকট হইতে পত্র চাহিয়া লইল। একখানি চিঠি আর একখানি ছাপা কাগজ ডাকে আসিয়াছিল। কিন্তু তাহাদের উপর যে শিরোনামা লেখা ছিল, তাহা দেখিয়া কুসীর মুখখানি মলিন হইল। দুই খানিই তাহার মাসী-মায়ের নামে আসিয়াছিল। শিরোনামা হীরালালের হস্তাক্ষরে লিখিত হয় নাই। অজানিত অপরিচিত হস্তাক্ষরে মাসীকে কে পত্র লিখিল, কাগজ ও চিঠিখানি হাতে লইয়া কুসী তাহাই ভাবিতে লাগিল। চিঠিখানির সহিত আর একখানি ক্ষুদ্র হরিদ্রাবর্ণের কাগজ সংলগ্ন ছিল।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

রেজেষ্টারি চিঠি।

ডাক-হরকরা বলিল,—"এখানি রেজেষ্টারি চিঠি,—বাড়ী চল, রসিদে সহি করিয়া দিবে। তোমার মাসীর চিঠি।"

চিঠি ও কাগজখানি হাতে লইয়া, বিরসবদনে কুসী গৃহ অভিমুখে চলিতে লাগিল। ডাক-হরকরা তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিতে লাগিল। গৃহে আসিয়া কুসী ঘরের ভিতর হইতে দোয়াত কলম বাহির করিয়া দিল। মাসী রসিদে স্বাক্ষর

করিলেন। ডাক-হরকরা মোহর দেখিয়া লইতে বলিল। মোহর ঠিক ছিল। চিঠি দিয়া ডাক-হরকরা চলিয়া গেল।

চিঠিখানির চারিদিক সূতা দিয়া বাঁধা ছিল, খামের বিপরীত দিকে সেই সুতার সহিত জড়িত গালার মোহর ছিল। দাঁত দিয়া কুসী সূতা ছিন্ন করিয়া চিঠিখানি মাসীর হাতে দিল। ছাপা কাগজ খানি সে আপনি খুলিতে খুলিতে বলিল,—"এ দেখিতেছি খবরের কাগজ। তোমার নামে আবার খবরের কাগজ কে পাঠাইল?"

মাসীও সেই সময়ে চিঠিখানি খুলিলেন। চিঠির সঙ্গে অনেকগুলি নোট বাহির হইয়া পড়িল। পত্রখানি দীর্ঘ ছিল না। কিন্তু বয়সের গুণে মাসীর দৃষ্টি-শক্তি হ্রাস হইয়াছিল। পড়িতে তাঁহার বিলম্ব হইল।

খবরের কাগজ খানি খুলিয়া কুসী দেখিল যে, তাহার এক পার্শ্বে লাল রেখার দ্বারা কে চিহ্নিত করিয়াছে। প্রথমেই কুসী সেই অংশ পাঠ করিতে লাগিল।

কিছুক্ষণ পরেই অতি কাতর-স্বরে কুসী বলিয়া উঠিল,—"এ কি মাসি! এ কি সর্ব্বনাশ!"

এই কথা বলিয়া সে মাসীর দিকে দৃষ্টি করিল। সে দেখিল যে, পত্রখানি মাসীর হাতে আছে বটে, কিন্তু তিনি তাহা পড়িতেছেন না। মাসীর হাত থর-থর করিয়া কাঁপিতেছে।

মাসীর হাত হইতে কুসী চিঠি-খানি কাড়িয়া লইল। নিমেষের মধ্যে তাহার চক্ষু, পত্রের উপর হইতে নীচে পর্য্যন্ত ভ্রমণ করিল। পরক্ষণেই কুসী মূর্চ্ছিত হইয়া ভূতলে পতিত হইল।

প্রতিবাসীদিগের নিকট এখন আর কোন কথা গোপন

করিবার আবশ্যকতা ছিল না। কিন্তু গত পনর মাস ধরিয়া কুসীর বিবাহের কথা মাসী সকলের নিকট গোপন করিতেছিলেন। এ কথা গোপন করা তাঁহার এক প্রকার অভ্যাস হইয়া গিয়াছিল। সেই অভ্যাস বশতঃ তিনি চীৎকার করিয়া ক্রন্দন করিলেন না, কোনরূপ গোল করিলেন না। তাঁহার নিজেরও মূর্চ্ছা হইবার উপক্রম হইয়াছিল। কিন্তু বিশেষরূপ চেষ্টা করিয়া, তিনি আপনার মন সংযত করিলেন। তাঁহার চক্ষেও সেই সময় জল আসিয়া গেল, সেই জলের সহায়তায় তিনি কথঞ্চিৎ ধৈর্য্য ধরিতে সমর্থ হইলেন। মূর্চ্ছিতা কুসীকে কোলে লইয়া তিনি ঘরের ভিতর প্রবেশ করিলেন; তক্তাপোষের উপর সেই অবসন্ন দেহ শয়ন করাইলেন। তাহার পর, পুনরায় বাহিরে আসিয়া চিঠি, নোট ও খবরের কাগজ লইয়া গেলেন। ঘরের ভিতর একটী ভাঙ্গা বাক্সের ভিতর সাবধানে সে গুলিকে রাখিয়া দিলেন।

চিঠি-পত্র রাখিয়া মাসী কুসীর নিকট আসিয়া উপবেশন করিলেন। কুসীর মুখে জল দিয়া তাহার শিয়রে বসিয়া, নীরবে তাহাকে বাতাস করিতে লাগিলেন। তাঁহার চক্ষু হইতে ক্রমাগত বারিধারা বিগলিত হইতে লাগিল। কথা কহিবার তাঁহার শক্তি ছিল না।

কিছুক্ষণ পরে কুসী একবার চক্ষু মেলিয়া চাহিয়া দেখিল। কিন্তু সে পাগলের দৃষ্টি, সহজ দৃষ্টি নহে। কি ঘটনা ঘটিয়াছে, কেন সে বিছানায় শুইয়া আছে, মাসী কেন কাঁদিতেছেন, কুসী যেন কিছুই জানে না। এক দৃষ্টিতে এক দিক্ পানে সে চাহিয়া ভাবিতে লাগিল। কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া, সকল কথা তাঁহার

যেন স্মরণ হইল। যাই তাহার স্মরণ হইল, আর—"মাসি! একি হইল!"—এই কথা বলিয়া সে পুনরায় মূর্চ্ছিত হইল।

ক্ষণকালের নিমিত্ত জ্ঞান ও পরক্ষণেই অজ্ঞান,—এইরূপ অবস্থা কুসীর বার বার হইতে লাগিল। তাহার নিকট বসিয়া নীরবে মাসী কাঁদিতে লাগিলেন ও তাহার শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন।

সন্ধ্যার পূর্ব্বে ডাক-হরকরা চিঠি দিয়া গিয়াছিল। ক্রমে সন্ধ্যা হইল, ক্রমে রাত্রি হইল। রাত্রি যখন প্রায় দশটা, তখন কুসীর ভালরূপ একবার জ্ঞানের উদয় হইল। কুসী বলিল,—"মাসী! সে চিঠি আর সে কাগজ একবার দেখি!"

নীরবে বাক্স হইতে চিঠি ও কাগজ আনিয়া তিনি কুসীর হাতে দিলেন। তক্তাপোষের নিকট প্রদীপটী সরাইয়া দিলেন। কুসীর চক্ষুতে জলের লেশ মাত্র নাই। ধীরভাবে বিশেষরূপ মনোযোগের সহিত কুসী পত্রখানি প্রথম আদ্যোপান্ত পাঠ করিল। তাহার পর খবরের কাগজের লাল চিহ্নিত স্থানটীও সেইরূপ ধীরভাবে পাঠ করিল। পাঠ করা যাই সমাপ্ত হইল, আর কুসীর হাত কাঁপিতে লাগিল। তাহার হাত হইতে কাগজ দুইখানি পড়িয়া গেল। অবশেষে প্রবল বেগে একটী দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া, কুসী পুনরায় মূর্চ্ছিত হইল।

সে চিঠি ও সংবাদ-পত্র আমি দেখিয়াছি চিঠি-খানিতে এইরূপ লেখা ছিল—

"প্রণামপুরঃসরনিবেদন—

"হীরালাল বাবু আমার পরম বন্ধু ছিলেন। গত ১৭শে বৈশাখ রাত্রিকালে পদ্মা নদীতে নৌকা-ডুবি হইয়া, তিনি মারা

পড়িয়াছেন। সেজন্য আমি যে কি পর্য্যন্ত দুঃখিত হইয়াছি, তাহা বলিতে পারি না। বিধাতার লিখন, কে খণ্ডাইতে পারে।

"আপনার নিকট পাঠাইবার নিমিত্ত, দেশ হইতে হীরালাল বাবু আমার নিকট দুই শত টাকা প্রেরণ করিয়াছিলেন। কার্য্যে ব্যস্ত থাকা প্রযুক্ত এত দিন আমি পাঠাইতে পারি নাই। এক্ষণে সেই টাকা আপনার নিকট পাঠাইলাম।

"হীরালাল বাবুর নব বিবাহিতা পত্নীর জন্য আমি বড়ই কাতর হইয়াছি। তাঁহাকে আপনি বিশেষ সাবধানে রাখিবেন। অধিক আর কি লিখিব। ইতি।

লোচন ঘোষ।"

লোচন ঘোষ কে, তাহা মাসীও জানিতেন না, কুসীও বোধ হয় জানিত না। লোচন ঘোষের নাম পর্য্যন্ত মাসী কখন শ্রবণ করেন নাই। চিঠিতে তাহার ঠিকানা ছিল না।

খবরের কাগজে সংবাদটী এইরূপে প্রকাশিত হইয়াছিল ;—

"পদ্মা নদীতে সম্প্রতি এক বিষম দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে। সেদিন হরিহরপুর হইতে একখানি নৌকা গোয়ালন্দ অভিমুখে আসিতেছিল। দাঁড়ি মাঝি ব্যতীত নৌকাতে অনেকগুলি আরোহী ছিল। সন্ধ্যার পর হঠাৎ ঝড় উঠিয়া নৌকাখানি জলমগ্ন হইল। দুইজন মাঝি ব্যতীত নৌকার সমস্ত লোক জলমগ্ন হইয়া মারা পড়িয়াছে। আমরা শুনিয়া আরও দুঃখিত হইলাম যে, মজিদপুরের সুপ্রসিদ্ধ জমিদার শ্রীযুক্ত বাবু বিধুভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের কনিষ্ঠ পুত্র হীরালাল বাবু এই নৌকাতে ছিলেন। হীরালাল বাবু বাটীতে রাগ করিয়া কলিকাতা আসিতেছিলেন। সে নিমিত্ত তিনি এরূপ নৌকাতে আরোহণ করিয়াছিলেন।

হীরালাল বাবু গত বি-এল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন তাঁহার অকাল-মৃত্যুতে আমরা নিতান্ত দুঃখিত হইলাম।"

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, এই সমুদয় পূর্ব্ব বিবরণ কুসীর মাসী আমাকে যে ভাবে বলিয়াছিলেন, আমি এ স্থানে সে ভাবে বলি নাই। আমি আমার নিজের কথায় তাহা বর্ণন করিলাম। কুসুমের মাসী এই সমুদয় পূর্ব্ব কথা অতি সংক্ষেপে বলিয়াছিলেন। এই সমুদয় কথা বলিতে অতি অল্পই সময় লাগিয়াছিল। পরে অন্য লোকের নিকট হইতে আমি যে সমুদয় তত্ত্ব সংগ্রহ করিয়াছি, তাহাও এই মাসীর বিবরণের ভিতর যথাস্থানে সন্নিবেশিত করিয়াছি। সে জন্য আমার বিবরণ কিছু বিস্তারিত হইয়াছে।

কুসুমের মাসী এই পর্য্যন্ত পূর্ব্ব পরিচয় প্রদান করিয়াছেন, এমন সময় রসময় বাবু দূর হইতে জিজ্ঞাসা করিলেন,— "তোমাদের কথা এখনও শেষ হয় নাই? এ দিকে যে অনেক কাজ পড়িয়া আছে!"

তাহার উত্তরে, মাসী অল্প উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন,—"যাই!"

তাহার পর আমাকে লক্ষ্য করিয়া তিনি বলিলেন,—"রায় মহাশয় এ দিকে আসিতেছে। দোহাই তোমার! প্রকাশ করিও না। আমার মুখে চুণ-কালি দিও না। আর সকল কথা পরে বলিব।"

রসময় বাবু নিকটে আসিয়া, শালীকে বিবাহ-সম্বন্ধে কোন একটা দ্রব্যের কথা বলিলেন। কুসুমের মাসী তৎক্ষণাৎ সে স্থান হইতে প্রস্থান করিলেন।

তাহার পর রসময় বাবু আমাকে বলিলেন,—"কুসুমের কি রোগ হইয়াছে, তাহা কি কিছু বুঝিতে পারিলেন? এখন একটু যেন ভাল আছে বলিয়া বোধ হয়। আমার স্ত্রীর অনেক সাধ্য-সাধনায় এখন সে একটু দুধ পান করিয়াছে।"

আমি উত্তর করিলাম,—"কতকটা বুঝিয়াছি; তাহাকে একটু ঔষধ দিতে হইবে। একটা শিশি দিতে পারেন?"

এই কথা বলিয়া আমি বাহিরে গমন করিলাম। রসময় বাবুও একটা শিশি লইয়া বাহিরে আসিলেন। আমার ব্যাগ হইতে ঔষধ বাহির করিয়া, তাহা প্রস্তুত করিতে করিতে আমি ভাবিলাম,—"তবে এ বিধবা-বিবাহ! বাবু জীবিত নাই! যাহাদের কন্যা, তাহারা বুঝিবে। আমার কথায় কাজ কি?" কিন্তু বাবুর জন্য আমার বড় দুঃখ হইল। তাহার সেই হাসি-হাসি মুখখানি আমার মনে পড়িতে লাগিল।

ঔষধ প্রস্তুত করিয়া আমি রসময় বাবুকে দিলাম; তিনি বাটীর ভিতর গমন করিলেন। আমি বরযাত্রীদিগের বাসায় গমন করিলাম।

...র্থ ভাগ।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

মৃত্যু নহে মূর্চ্ছা।

বরযাত্রীদিগের বাসায় গমন করিয়া, নীরবে এক পার্শ্বে আমি উপবেশন করিলাম। সে স্থানে বসিয়া একবার দিগম্বর বাবুর মুখ-পানে চাহিয়া দেখি, একবার বাবুর মুখখানি স্মরণ করি। দেবকুমার ও বাঁদরে যদি তুলনা হয়, তথাপি এ দুই জনে তুলনা হয় না। বাবুর জন্য শোক হইল, কুসীর দুঃখে ঘোরতর দুঃখিত হইলাম। আজ কুসীর মৃত্যু না হউক, কিন্তু কুসী যে আর অধিক দিন বাঁচিবে না, তাহা এখন আমি নিশ্চয় বুঝিলাম। কুসী মরিয়া যাইবে, তাহা ভাবিয়া আর আমার বড় কষ্ট হইল না। বাবু যে স্থানে গিয়াছে, কুসীও সেই স্থানে যাউক, এখন বরং সে ইচ্ছা আমার মনে উদয় হইল।

রাত্রি দশটা বাজিয়া গেল, পুনরায় বিবাহের লগ্ন উপস্থিত হইল। রসময় বাবু নিজে এবার বর লইতে আসিলেন।

আমাকে দেখিয়া তিনি বলিলেন,—"আপনি এখানে বসিয়া আছেন? আপনাকে এতক্ষণ খুঁজিতেছিলাম। কেন ভাই, এত বিমর্ষ কেন?"

আমি উত্তর করিলাম,—"আপনার কন্যার জন্য আমি কিছু চিন্তিত আছি।"

রসময় বাবু উত্তর করিলেন,—"একবার এই কাজটা ভালয়-ভালয় হইয়া গেলে হয়। স্ত্রীলোক! গহনা-গাঁঠি পাইয়া মনে

আনন্দ হইলে, এরূপ ভাবটা কাটিয়া যাইবে। শুনিয়াছি, বাত-শ্লেষ্মা-বিকার হইলে একটা না একটা অঙ্গ হানি হয়; অঙ্গ হানি না হইয়া কুসীর মন বিকৃত হইয়াছে।"

বর ও বরযাত্রিগণ গাত্রোত্থান করিলেন। রসময় বাবুর বৈঠকখানাটী প্রশস্ত ছিল; তাহার এক পার্শ্বে বাড়ীর ভিতরের সামিল ছোট একটী ঘর ছিল। বৈঠকখানায় সেই অংশে ক্ষুদ্র ঘর দিয়া বাটীর ভিতর যাইবার দ্বারের নিকট কন্যা সম্প্রদানের স্থান হইয়াছিল। বৈঠকখানার অবশিষ্ট অংশে বরযাত্রী ও কন্যাযাত্রীদিগের বসিবার স্থান হইয়াছিল। বর, বরযাত্রী ও নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণ সভায় উপবেশন করিলেন। রসময় বাবুর বাটীর বাগান ও সম্মুখে প্রশস্ত রাজ-পথ লোকে পূর্ণ হইয়া গেল। বাটীর ভিতর বাঙ্গালি, পঞ্জাবি ও হিন্দুস্থানী স্ত্রীগণের কলরবে প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল।

বিবাহের লগ্ন উপস্থিত হইল। কন্যা সম্প্রদান করিবার নিমিত্ত রসময় বাবু সভাস্থ লোকদিগের নিকট অনুমতি প্রার্থনা করিলেন। তাহার পর, বিবাহ-স্থানে তিনি নিজের আসনে গিয়া উপবেশন করিলেন; বর তাঁহার সম্মুখে উপবিষ্ট হইলেন। দুই পুরোহিত দুই জনের পশ্চাতে বসিলেন।

যথাবিধি সঙ্কল্পাদি মন্ত্র পাঠের পর, বিবাহ-স্থলে কন্যা আনয়নের নিমিত্ত আদেশ হইল। এক পার্শ্বে বসিয়া নীরবে আমি এই সমুদয় ব্যাপার দর্শন করিতে লাগিলাম। একজন বলিষ্ঠ পঞ্জাবি স্ত্রীলোক কন্যাকে কোলে করিয়া বাহিরে আনিল। তাহার পশ্চাতে কুসুমের মাসী ও অন্যান্য স্ত্রীগণ আগমন করিলেন।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, বৈঠকখানার যে পার্শ্বে কন্যা সম্প্রদানের

নিমিত্ত স্থান হইয়াছিল, তাহার পশ্চাদ্দিকে বাড়ীর ভিতরের সামিল ছোট একটী ঘর ছিল। সেই ঘর দিয়া বাড়ীর ভিতর যাইবার নিমিত্ত বিবাহ-স্থানের ঠিক পশ্চাতে একটী দ্বার ছিল। সেই দ্বারের নিকট কুসুমের মাসী ও অন্যান্য স্ত্রীগণ উপবেশন করিলেন।

পঞ্জাবি স্ত্রীলোকটী কন্যাকে আনিয়া নির্দ্দিষ্ট আসনে বসাইল। কিন্তু যাই সে ছাড়িয়া দিল, আর কন্যা তৎক্ষণাৎ মুখ "যুবড়িয়া" ভূতলে পতিত হইল।

"কি হইল, কি হইল" বলিয়া কন্যার পিতা, বর, পুরোহিত-দ্বয় ও অন্যান্য লোক ব্যস্ত হইয়া তাহাকে তুলিতে গেলেন। চারিদিকে হৈ হৈ রৈ রৈ পড়িয়া গেল। বাটীর ভিতর দিকে সেই ছোট ঘরটীতে কুসুমের মাসী বসিয়াছিলেন। "ও মা! এ কি হইল!" বলিয়া তিনি কাঁদিয়া উঠিলেন। সে স্থানে উপবিষ্টা অন্যান্য স্ত্রীগণও তাঁহার কান্নার সহিত আপন আপন সুর জুড়িয়া দিলেন।

আমি অন্যমনস্ক হইয়া কি ভাবিতেছিলাম। সহসা এই গোলযোগে আমার চমক হইল। আমি ডাক্তার,—আমি আর চুপ করিয়া থাকিতে পারিলাম না; সত্বর সেই ধরা-শায়িনী কন্যার নিকট গিয়া উপস্থিত হইলাম।

রসময় বাবু, কন্যার এক হাত ধরিয়া, তাহাকে তুলিতে চেষ্টা করিতেছিলেন; দিগম্বর বাবু অপর হাত ধরিয়া, টানাটানি করিতেছিলেন। আমি তাঁহাদিগকে নিষেধ করিলাম।

কুসুমের মুখ তাম্রপাত্রের উপর পড়িয়াছিল। নিকটে বসিয়া অতি সাবধানে তাহার মুখটী তুলিয়া, আমি আমার উরুদেশে

রাখিলাম। তাহার মুখটী ফিরাইয়া আমি দেখিলাম যে, তাহার নাসিকা হইতে শোণিতস্রাব হইতেছে, তাম্র-পাত্রের কানা লাগিয়া তাহার ওষ্ঠও কাটিয়া গিয়াছে। সে কর্ত্তিত স্থান দিয়াও রক্ত পড়িতেছিল। নাসিকা ও মুখে রক্ত দেখিয়া আমার বড় ভয় হইল। মনে করিলাম যে, কুসুম বরাবর যাহা বলিয়া আসিতেছিল, তাহাই বা সত্য হয়। তাহার নাড়ী টিপিয়া দেখিলাম। নাড়ী দেখিয়া আমার মন আশ্বাসিত হইল। সে যে মৃত্যুমুখে পতিত হয় নাই, কেবল মূর্চ্ছিত হইয়াছে, নাড়ী দেখিয়া তাহা আমি বুঝিতে পারিলাম। কোসা হইতে জল লইয়া তাহার চক্ষু ও মুখে সিঞ্চন করিলাম। বাটীর ভিতর হইতে শীঘ্র পাখা আনিবার নিমিত্ত রসময় বাবুকে প্রেরণ করিলাম। বর, বরযাত্রী প্রভৃতি লোকগণ চারিদিকে বায়ুরোধ করিয়া ঘিরিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। তাঁহাদিগকে দূরে সরিয়া যাইতে বার বার বলিলাম। কিন্তু কেহই আমার কথা শুনিলেন না। জনতা করিয়া, সেই মূর্চ্ছিতা কন্যাকে ঘিরিয়া সকলে দাঁড়াইলেন। সকলেই ঔষধ জানেন। সেই সমুদয় ঔষধ প্রয়োগ করিবার নিমিত্ত সকলে আমাকে পরামর্শ দিতে লাগিলেন।

রসময় বাবু দৌড়িয়া বাড়ীর ভিতর হইতে পাখা লইয়া আসিলেন। দ্বারের নিকটে কুসুমের মাসী বসিয়া হায় হুতাশ করিতেছিলেন। নিকটে আসিয়া তাঁহাকে আমি বাতাস করিতে বলিলাম। কুসুমের মাথা আমার উরুদেশে রহিল। চক্ষু মুদ্রিত করিয়া, কুসুম পড়িয়া রহিল। বাম হাতে আমি তাহার নাড়ী ধরিয়া রহিলাম। দক্ষিণ হস্তে তাহার মুখে জল সিঞ্চন করিয়া, তাহার চৈতন্য-উৎপাদনের নিমিত্ত চেষ্টা করিতে লাগিলাম।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

তুমি তো বড় তেরপণ্ড!

এই বিপদের সময় দিগম্বর বাবু এক গোল উপস্থিত করিলেন। আমাকে লক্ষ্য করিয়া তিনি বলিলেন,—"তুমি তো বড় তেরপণ্ড দেখিতে পাই! কি বলিয়া তুমি আমার স্ত্রীকে কোলে লইয়া বসিলে? ডাক্তারি করিবে, ডাক্তারি কর; পরের স্ত্রীকে কোলে করিয়া ডাক্তারি করিতে হয়, এ তো কখন শুনি নাই।"

এই বলিয়া তিনি আমাকে ঠেলিয়া ফেলিয়া, কুসীকে আমার কোল হইতে কাড়িয়া লইতে চেষ্টা করিলেন। অচেতন হইয়া কুসী পড়িয়া আছে, তাহার [illegible]-সংশয়; এরূপ সময়ে ফোক্‌লার এই পাগলামি দেখিয়া আমার কিছু রাগ হইল। আমি বলিলাম—"You are a brute" (অর্থাৎ তুমি একটা পশু!)

দিগম্বর বাবু আরও ক্রোধাবিষ্ট হইয়া, আমাকে এক ধাক্কা মারিলেন। আমি ঝুঁকিয়া পড়িলাম। পুনরায় উঠিয়া, বরযাত্রিগণকে সম্বোধন করিয়া আমি বলিলাম,—"মহাশয়গণ! এ বে-পাগ্‌লা বুড়োকে লইয়া আপনারা বাসায় গমন করুন। কন্যার অবস্থা দেখুন,—বাঁচে কি না তাহার ঠিক নাই। এ সময়ে এরূপ পাগলামি ভাল দেখায় না।"

হব-জামাতার ভাব-ভঙ্গি দেখিয়া, ঘৃণায় ও ক্রোধে রসময় বাবুর চক্ষুদ্বয় আরক্ত হইয়া উঠিল। কিন্তু পরক্ষণেই তিনি আত্মসংবরণ করিয়া, দিগম্বর বাবুকে বাসায় লইয়া যাইবার নিমিত্ত, অতি বিনয়ভাবে সকলের নিকট অনুরোধ করিলেন।

দুইজন বরযাত্রী দিগম্বর বাবুর দুই হাত ধরিয়া টানিতে

লাগিলেন। কিন্তু তিনি কিছুতেই যাইবেন না। ক্রোধে তিনি কাঁপিতে লাগিলেন। অতিশয় বল প্রকাশ করিয়া, আমার দিকে ঝুঁকিয়া ঝুঁকিয়া, ঘুসি দেখাইয়া তিনি আস্ফালন করিতে লাগিলেন। দুই জনে তাঁহাকে টানিয়া রাখিয়াছিল ; তাহা না হইলে, আমাকে বোধ হয়, চড়টা চাপড়টা, কিলটা ঘুসিটা খাইতে হইত। সেই সময় ফোক্‌লা মুখে হাউ হাউ করিয়া তিনি কত কি বলিতে লাগিলেন। তাঁহার মুখ-গহ্বরের দুই পার্শ্বে সাদা ফেকো পড়িয়াছিল। তাহা ঢাকিবার নিমিত্ত থেঁতো-করা পান সর্ব্বদাই তিনি মুখে রাখিতেন। তাম্বুলরঞ্জিত লালা,—রক্তের ন্যায় তাঁহার দুই কষ দিয়া প্রবাহিত হইতে লাগিল। ফুলকাটা কামিজের বক্ষঃদেশ ও সেই বেল-ফুলের মালা ভিজিয়া গেল। ঘোর উগ্র মূর্ত্তি। তাহার উপর শোণিতপ্রায় লালার প্রবাহ—, তাঁহাকে ঠিক যেন রক্তমুখী মদ্দা কালীর ন্যায় দেখাইতে লাগিল। একে সেই হাউ হাউ, তাহার উপর আমার মন তখন মূর্চ্ছিতা কুসীর দিকে, সকল কথা আমি তাঁহার বুঝিতে পারিলাম না। দুই একটা কথা কেবল আমার কর্ণগোচর হইল, যথা,—“তুমি আমাকে বুড়ো বলিলে ! এরূপ কটু কথা কেহ কখন আমাকে বলে নাই ! তোমার নামে আমি ড্যামেজের নালিশ করিব ! তোমাকে জেলে দিব ; যত টাকা খরচ হয়, তাহা করিব।” ইত্যাদি।

রসময় বাবু একটু রাগিয়া উঠিলেন। তিনি বলিলেন,—“মহাশয়গণ ! আপনারা কি তামাসা দেখিতেছেন ? কন্যার অবস্থা দেখিয়া, আপনাদের কি একটু দয়া হয় না ? আর তোমার বাপু কি একটু জ্ঞান নাই ? আমার কন্যা যদি বাঁচে, তবে তো

তোমার সহিত বিবাহ হইবে? এখন আপনারা বাসায় গমন করুন।”

রসময় বাবুর এই কথা শুনিয়া, দিগম্বর বাবু একটু নরম হইলেন। তিনি বলিলেন,—“আচ্ছা, আর আমি গোল করিব না। আমি চুপ করিয়া বসিয়া থাকিব। আমার হাতে একখানা পাখা দাও, আমার স্ত্রীকে আমিও বাতাস করি।”

যেমন করিয়া হউক, পাগ্‌লাকে এখন শান্ত করাই শ্রেয় মনে করিলাম। চক্ষু টিপিয়া রসময় বাবুকে আমি ইসারা করিলাম। তিনি দিগম্বর বাবুর হাতে একখানি পাখা দিলেন। দিগম্বর বাবু আমার নিকটে বসিয়া, কুসীর মুখ পানে এক দৃষ্টে চাহিয়া, বাতাস করিতে লাগিলেন। দুই একবার পাখা নাড়িয়া মুর্চ্ছিতা কুসীকে সম্বোধন করিয়া তিনি বলিলেন,—“কন্যা! তোমার জন্য আমি অনেক গহনা আনিয়াছি। এক বাক্স গহনা আনিয়াছি। আমাদের বাসায় আছে। তুমি চক্ষু চাহিয়া দেখ! এখনই সে গহনা তোমাকে আমি দেখাইব।”

গহনার লোভে কুসী চক্ষু চাহিল না। মৃতবৎ সে পড়িয়া রহিল।

দিগম্বর বাবু উচ্চৈঃস্বরে চাকরকে ডাকিলেন,—“কিঁষ্টা! কিঁষ্টা! কিঁষ্টা কুথায় রে!”

ভিড়ের ভিতর হইতে কিষ্টা উত্তর দিল,—“হো! পদাই আজ্ঞা।”

অর্থাৎ “আমি পশ্চাতেই আছি।”

দিগম্বর বাবু বলিলেন,—“বাসায় যা। ছোট্টু সিংহের কাছ হইতে গহনার বাক্সটা চাহিয়া আন্‌।”

রসময় বাবু বিরক্ত হইয়া বলিলেন,—"আপনি নিতান্ত পাগল! ছি!"

মানুষ সব কি বে-আড়া! দিগম্বর বাবু সকলের প্রশংসা-ভাজন হইতে এত চেষ্টা করিতেছেন, কিন্তু তবুও কেহ তাঁহার প্রশংসা করে না! গহনা দেখিয়া কোথায় সকল লোকে তাঁহাকে ধন্য ধন্য করিবে, না গহনার নাম শুনিয়া সকলে বিরক্ত হইল! দুঃখিত হইয়া কিষ্টাকে তিনি গহনার বাক্স আনিতে মানা করিলেন। সকলের অত্যাচারে নিতান্ত ক্ষুব্ধ হইয়া, বিরস বদনে তিনি পুনরায় কুসীকে বাতাস করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। কিন্তু দুই চারিবার পাখা নাড়িয়া, এবার তিনি আমাকে সম্বোধন করিয়া চুপি চুপি বলিলেন,—"আমি তোমাদিগকে বেশ চিনি। লোকের কান মলিয়া তোমরা ভিজিট নাও। বাপের ব্যারাম হইলেও, তোমরা ভিজিট ছাড় না। তোমরা ভিজিট-খোর! আমি যা বলি তা যদি কর, তাহা হইলে তোমাকে আমি ভিজিট দিব। কন্যার মাথাটী তুমি আমার কোলে দাও। পর পুরুষের কোলে যুবতী স্ত্রীলোকের মাথা রাখা উচিত নয়, তাই বলিতেছি।"

আমি সে কথার কোন উত্তর করিলাম না। ভিজিটের লোভে কুসীর মস্তক তাঁহার কোলে দিলাম না। কুসীকে এখনও চেতন করিতে পারিলাম না, সে জন্য আমার বড় ভয় হইল। তাহার নাসিকা হইতে যে রক্তস্রাব হইতেছিল, তাহা বন্ধ হইয়া গিয়াছিল। তাহার নাড়ী অতিশয় দুর্ব্বল হইয়াছিল বটে, কিন্তু তাহাতে বিশেষ কোন ভয়ের লক্ষণ দেখিতে পাইলাম না। কিন্তু এখনও চেতন হয় না কেন? পাছে সহসা হৃৎপিণ্ডের কার্য্য বন্ধ হইয়া যায়, সে জন্য আমার বড় ভয় হইল। হৃৎপিণ্ড পরীক্ষা করিবার

নিমিত্ত মস্তক অবনত করিয়া, আমি আমার কর্ণ,—কুসীর বক্ষঃ-স্থলের বামপ্রদেশে রাখিতে যাইতেছি, এমন সময় দিগম্বর বাবু বলিয়া উঠিলেন,—"ও আবার কি! বেল্লিক!" এই বলিয়া আমার সেই কিঞ্চিৎ অবনত বাম গালে ঠাশ করিয়া, তিনি সবলে এক চপেটাঘাত করিলেন।

চারিদিকে সকলে ছি ছি করিয়া উঠিল। আমি স্তম্ভিত হইলাম। কিন্তু এ বিষয় লইয়া আর অধিক গোল হইল না; কারণ, সেই সময় সকলের দৃষ্টি অন্য দিকে পড়িল। যে স্থানে কুসীকে লইয়া আমি বসিয়াছিলাম, তাহার চারি দিকে লোক দাঁড়াইয়াছিল। বার বার অনুরোধ করিয়াও, আমি সে ভিড় কমাইতে পারি নাই। সেই ভিড়ের পশ্চাৎ দিকে এখন একটু গোল উঠিল। সকলে দেখিল যে, এক জন সন্ন্যাসী অতি ব্যগ্র ভাবে দুই হাতে দুই দিকে লোক সরাইয়া, ভিড় ঠেলিয়া অগ্রসর হইতেছেন। গৈরিক বস্ত্র দ্বারা সন্ন্যাসীর দেহ আবৃত ছিল। তাঁহার শরীর ধূলায় ধূসরিত হইয়াছিল। ভিড় ঠেলিয়া সন্ন্যাসী ক্রমে আমাদিগের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

দেখ না দাদা!

আমার গালে চড় মারিয়া, দিগম্বর বাবু একটু অপ্রতিভ হইয়াছিলেন। সন্ন্যাসীকে দেখিয়া এখন তিনি বলিয়া উঠিলেন,—"ভাল হইয়াছে যে, এই সন্ন্যাসী ঠাকুর আসিয়াছেন। কন্যাকে ইনি এখনই ভাল করিবেন। ইহাঁরা সন্ন্যাসী, পবিত্র পুরুষ; পর

স্ত্রী ইহাঁরা স্পর্শ করেন না। দূর হইতে ইনি ঝাড় ফুঁক করিবেন। ডাক্তার বাবু! কিছু মনে করিও না। এখন তুমি সরিয়া যাও; ডাক্তারি চিকিৎসা আর আমি করাইব না। আমি ইহাকে কোলে লইয়া বসি। সন্ন্যাসী ঠাকুর দূরে বসিয়া ঝাড় ফুঁক করিবেন।"

সন্ন্যাসী ঠাকুর কিন্তু দূর হইতে ঝাড় ফুঁক করিলেন না। দিগম্বর বাবুর পা মাড়াইয়া তিনি আমার নিকট উপস্থিত হইলেন। তাঁহার পায়ের অঙ্গুলিতে যে জুতার কড়া ছিল, সন্ন্যাসী ঠাকুরের পা ঠিক তাহার উপর পড়িয়াছিল। যাতনায় দিগম্বর বাবু উঃ করিয়া উঠিলেন। তাঁহার সে কাতরতা-সূচক শব্দের প্রতি ভ্রুক্ষেপ না করিয়া, সন্ন্যাসী ঠাকুর সবলে তাঁহাকে এক ঠেলা মারিলেন। দিগম্বর বাবু শুইয়া পড়িলেন। তাহাতে একটু স্থান হইল। সেই স্থানে বসিয়া তিনি আমাকে অন্য দিকে ঠেলিয়া দিলেন। আমিও অন্য দিকে শুইয়া পড়িলাম। তাহাতে আর একটু স্থান হইল। এ দিকে এক ঠেলা, ওদিকে এক ঠেলা মারিয়া সন্ন্যাসী ঠাকুর যে স্থান করিলেন, সেই স্থানে তিনি ভাল করিয়া উপবেশন করিলেন। তাহার পর বাম হাতে কুসীর গলদেশ বেষ্টন করিয়া, আমার উরুদেশ হইতে তাহাকে উত্তোলন করিলেন। কুসীর মস্তক তাঁহার বাম হাতের উপর রহিল। অঙ্কশায়িতভাবে কন্যাকে বসাইয়া, তিনি নিজের মস্তক অবনত করিয়া, কুসীর দক্ষিণ কর্ণে অতি মৃদুস্বরে বলিলেন,—"কুসি! কুসি!"

দিগম্বর বাবু জ্বলিয়া উঠিলেন। তিনি বলিলেন,—"ও ভাই রসময়! দেখ না দাদা, এ আবার কি বলে!"

রসময় বাবু কোন উত্তর করিলেন না; বিস্মিত হইয়া সন্ন্যাসীর মুখ পানে তিনি চাহিয়া রহিলেন।

দিগম্বর বাবু এবার সন্ন্যাসী ঠাকুরকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন,—"বলি ও গোঁসাইজি! এ তোমার কিরূপ ব্যবহার বল দেখি! আমি তোমাকে ভাল মানুষ মনে করিয়াছিলাম। কিন্তু এই ভিজিট-খোরের চেয়ে তুমি আবার এককাটি সরেশ! ইনি তবু পায়ের উপর কন্যাকে রাখিয়াছিলেন। তুমি তাহাকে বুকে তুলিয়া লইলে! কন্যা যে বালিকা নয়, পূর্ণ যুবতী, তাহা কি তোমার জ্ঞান নাই? ভণ্ড তপস্বি!"

দিগম্বর বাবুর কথায় কেহ উত্তর করিল না। পাগল বলিয়া সকলে তাঁহার কথা তুচ্ছ করিল। কন্যার কানের নিকট মুখ রাখিয়া, সন্ন্যাসী মৃদুস্বরে বারবার কেবল—"কুসী! কুসী!" বলিয়া ডাকিতে লাগিলেন।

সন্ন্যাসীর আশ্চর্য্য-শক্তি দেখিয়া, রসময় বাবু প্রভৃতি সকলেই বিস্মিত হইলেন। সন্ন্যাসী সম্পূর্ণ অপরিচিত লোক; রসময় বাবু কখন তাঁহাকে দর্শন করেন নাই; উজিরগড়ের কেহ কখন তাঁহাকে দেখে নাই। তথাপি তিনি রসময় বাবুর কন্যার নাম,—ভাল নাম নহে, ডাক নাম,—উচ্চারণ করিতে সমর্থ হইলেন। সন্ন্যাসী মহান্তদিগের কিছুই অবিদিত থাকে না। ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান সকলই তাঁহারা প্রত্যক্ষ দেখিয়া থাকেন।

সন্ন্যাসীর অদ্ভুত ক্ষমতার আরও বিশেষরূপ পরিচয় শীঘ্রই সকলে পাইল। তিনি কোনরূপ ঔষধ প্রদান করিলেন না, অথবা কোন রূপ মন্ত্র পাঠ করিলেন না। কেবল কন্যার নাম ধরিয়া ডাকিলেন। কিন্তু তাহাতেই সেই মৃতপ্রায় কন্যা জীবন প্রাপ্ত হইল। এতক্ষণ ধরিয়া যাহার আমি চৈতন্য উৎপাদন করিতে পারি নাই, সন্ন্যাসী ঠাকুরের অদ্ভুত তপস্যা-বলে,

এখন তাহার চৈতন্য হইল। কুসী প্রথমে একটি দীর্ঘ-নিশ্বাস পরিত্যাগ করিল। তাহার পর, সে চক্ষু উন্মীলন করিল। কিছু-ক্ষণের নিমিত্ত সন্ন্যাসীর মুখের দিকে সে এক দৃষ্টে চাহিয়া রহিল। পুনরায় একটি দীর্ঘ-নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া, সে চক্ষু মুদ্রিত করিল। পুনরায় চক্ষু উন্মীলিত করিয়া, সন্ন্যাসীর পানে চাহিয়া রহিল। পুনরায় সে চক্ষু মুদ্রিত করিল। চক্ষু উন্মীলন, সন্ন্যাসীর প্রতি দৃষ্টি, দীর্ঘ-নিশ্বাস পরিত্যাগ, চক্ষু মুদ্রিত করণ, তিন চারি বার সে এইরূপ করিল। শেষ বার যখন সে চক্ষু উন্মীলন করিল, তখন ধীরে ধীরে বাম হস্তে মাথার কাপড়টী খুঁজিয়া, ঘোমটাটী টানিয়া দিল। তাহার পর, দক্ষিণ হস্তটী সন্ন্যাসীর গলদেশের পশ্চাৎ ভাগে রাখিল। অবশেষে আপনার মস্তকটী সন্ন্যাসীর বাম বাহু হইতে সরাইয়া, তাঁহার বক্ষঃস্থলে রাখিল। হস্ত ও মস্তক এইরূপে রাখিয়া, সে চক্ষু বুজিল। সুস্থ হইয়া যেন সে এখন নিদ্রা যাইবে, তাহার ভাব দেখিয়া এই রূপ সকলের বোধ হইল।

কুসুম বালিকা নহে। সন্ন্যাসীর বক্ষঃস্থলে কি বলিয়া সে আপনার মস্তক রাখিল! সন্ন্যাসীও বৃদ্ধ ছিলেন না; তাঁহার বয়স অধিক হয় নাই। তথাপি কুসুম তাঁহাকে দেখিয়া কিছু মাত্র কুণ্ঠিত হইল না! ইহার অর্থ বোধ হয় এই যে, যাহার পবিত্র হৃদয়, তাহাকে দেখিয়া কেহ লজ্জা করে না। যুবক ও উলঙ্গ শুকদেব গোস্বামীকে দেখিয়া অপ্সরাগণ লজ্জা করে নাই, কিন্তু বৃদ্ধ বল্কল-পরিধেয় ব্যাসকে দেখিয়া তাহারা লজ্জা করিয়াছিল। সন্ন্যাসীর অদ্ভুত মাহাত্ম্য দেখিয়া, রসময় বাবু প্রভৃতি সকলেই বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইয়া রহিলেন।

কেবল দিগম্বর বাবু সন্ন্যাসীর মাহাত্ম্য দর্শনে মগ্ন হইলেন না। রসময় বাবুকে সম্বোধন করিয়া তিনি বলিলেন,—"রসময়! তোমার কি ঘৃণা পিত্ত একেবারে নাই হে? তোমার চক্ষের উপর তোমার যুবতী কন্যাকে কেহ বা কোলে করিতেছে, কেহ বা বুকে করিয়া লইতেছে, ইহাতে তোমার কি লজ্জা বোধ হয় না? ছি!"

তাহার পর সন্ন্যাসীকে সম্বোধন করিয়া তিনি বলিলেন,—"সন্ন্যাসী ঠাকুর! কন্যার এখন জ্ঞান হইয়াছে। আর ইহার চিকিৎসা করিতে হইবে না। এ আমার কন্যা; আমি ইহার বর। আমার সহিত এখনি ইহার বিবাহ হইবে। কতক মন্ত্র বলা হইয়াছে. আর গোটাকত মন্ত্র বলিলেই হয়। কন্যাকে ছাড়িয়া দিয়া, এখন আপনি একটু সরিয়া বসুন। বাকি কয়টা মন্ত্র আমি পড়িয়া লই। আসুন, পুরোহিত মহাশয়, আসুন। রসময়! আয় দাদা! কাজটা শেষ করিয়া ফেলি। এই সব গোলমালে লগ্ন ভষ্ম হইয়া গেল।"

হব-জামাতাকে রসময় বাবু এখন বিলক্ষণ চিনিয়াছিলেন। তাঁহার প্রতি এখন তাঁহার ঘোরতর অভক্তি জন্মিয়াছিল। রসময় বাবু তাঁহাকে কি উত্তর দিবেন, তাহা ভাবিতেছেন, এমন সময় বৈঠকখানার বাহিরে সেই জনতার ভিতর আবার কি গোল হইল। আমার মুখ-পানে চাহিয়া রসময় বাবু বলিলেন,—"আবার কি উৎপাত ঘটে দেখ! সকলেই কন্যার বিবাহ দিয়া থাকে, কিন্তু এমন কেলেঙ্কারি আর কখন দেখি নাই! লোকের কাছে যে মুখ দেখাইব, সে যো আর আমার রহিল না!"

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

গলা-ভাঙ্গা দিগম্বরী।

বাস্তবিক এই সময় আর একটী অদ্ভুত ঘটনা ঘটিল। ভিড় ঠেলিয়া একজন মানুষ বৈঠকখানার ভিতর প্রবেশ করিলেন। তাঁহার লম্বা চওড়া চেহারা দেখিয়া, প্রথম তাঁহাকে পুরুষ-মানুষ বলিয়া আমার ভ্রম হইয়াছিল; কিন্তু তাঁহার পরিধেয় বস্ত্র দেখিয়া সে ভ্রম আমার দূর হইল। চওড়া কস্তাপেড়ে শাড়ি তিনি পরিয়াছিলেন; মুখখানি তাঁহার বড় একটী হাঁড়ির মত ছিল। সেই হাঁড়ির মধ্যস্থল—উচ্চ নাসিকা দ্বারা, দুই পার্শ্ব দুই চন্দের অস্থি দ্বারা, নিম্নদেশ মুখ-গহ্বর দ্বারা, আর তাহার উপর কতকগুলি বড় বড় গোঁফের কেশ দ্বারা সুশোভিত ছিল। যদি কোন মানুষের ঠিক বাঁশীর মত নাক থাকে, তাহা হইলে তাঁহার ছিল। মাথার চুলগুলি অধিকাংশ পাকিয়া গিয়াছিল; তবে পাকার ভিতর কাঁচা চুলও অনেক ছিল। মাথার সম্মুখ-ভাগে টাক পড়িয়াছিল। কতক সেই টাকের উপর হইতে, কতক কাঁচা পাকা চুলের ভিতর হইতে, সিন্দূরের ছটা বাহির হইতেছিল। শীতলাদেবী কি সুভদ্রা ঠাকুরাণীও ললাটদেশের এতখানি অংশ সিন্দূরে রঞ্জিত করেন কি না, তা সন্দেহ। সেই সিন্দূরের ছটা দেখিয়া বোধ হইল, যেন তাঁহার সমস্ত শরীরটী পতি-ভক্তিতে পূর্ণ হইয়া গিয়াছে; শরীরে পতি-ভক্তি আর ধরে না, তাই তাহার কতকটা এখন মাথা ফুঁড়িয়া বাহির হইতেছে। স্ত্রীলোকটী শ্যামবর্ণা; তাঁহার দেহটী যেমনি দীর্ঘে, তেমনি প্রস্থে; পাঠান-দিগের দেশেও তাঁহার প্রতি একবার ফিরিয়া চাহিতে হয়!

তাঁহার নাকে নথ ও হাতে শাঁখা ছিল। বয়ঃক্রম পঞ্চাশের অধিক হইবে। কিন্তু এখনও তাঁহার দেহে যে অপরিমিত বল ছিল, তাহা তাঁহার আকৃতি ও ভঙ্গিতেই প্রকাশ পাইতেছিল। স্ত্রীলোকটী যে আমাদের দেশের লোক, বাঙ্গালি, পরিধেয় বস্ত্র দেখিয়া প্রথমেই তাহা আমি বুঝিতে পারিয়াছিলাম। আরও ভালরূপে নিরীক্ষণ করিয়া আমি বুঝিতে পারিলাম যে, তিনি ভদ্রকন্যা ও ভদ্ররমণী, আকৃতি-প্রকৃতি যেরূপ হউক না কেন। সিন্দূর-প্রসঙ্গে আমি তাঁহার পতি-ভক্তির উল্লেখ করিয়াছি। সেই সম্বন্ধে তাঁহার দন্তপূর্ণ মুখখানি আরও পরিচয় প্রদান করিতেছিল। সেই মুখখানি যেন পৃথিবীর সমস্ত নারী-কুলকে বলিতেছিল,—"ওরে, অভাগীরা! পতিপরায়ণা সতী কাহারে বলে, যদি তোদের দেখিতে সাধ থাকে, তবে আয়! এই আমাকে দেখিয়া যা; আমি তাহার জলন্ত দৃষ্টান্ত, সাক্ষাৎ পতিভক্তি মূর্ত্তিমতী হইয়া আমি এই পৃথিবীতে অধিষ্ঠান করিয়াছি।"

জনতা ঠেলিয়া তিনি ঘরের ভিতর প্রবেশ করিলেন। ঘরের ভিতর প্রবেশ করিয়া, অর্দ্ধভগ্ন গুরু গম্ভীর স্বরে তিনি বলিলেন,— "কৈ! কোথায় সে ফোক্‌লা কোথায়? সে মুখ-পোড়া নচ্ছার কোথায়?"

তাঁহার মূর্ত্তি দেখিয়া, সকলে অবাক হইয়াছিল; এখন তাঁহার কণ্ঠস্বর শুনিয়া সকলে আরও অবাক হইল। অর্দ্ধভঙ্গ গুরু-গম্ভীর স্বর! কিসের সহিত সে স্বরের তুলনা করিব? ছেঁড়া জয়ঢাকের শব্দের সহিত? এতক্ষণ ঘরের ভিতর কত গোলমাল হইতেছিল; কুসুমের চৈতন্য উৎপাদনের নিমিত্ত কত লোকে কত ঔষধের কথা বলিতেছিল; তাহার পর বিবাহের কথা, সন্ন্যাসী

মন্বন্তের কথা;—সকলেই এক সঙ্গে নানারূপ কথোপকথন করিতেছিল। কিন্তু এখন তাঁহার সেই কণ্ঠস্বর শুনিয়া, সকলেই একবারে নিস্তব্ধ হইল। পিপীলিকার পদশব্দটী পর্য্যন্ত. ঘরে আর রহিল না।

গলাভাঙ্গা স্ত্রীলোকটী পুনরায় বলিলেন,—"কৈ! সে ফোক্‌লা মুখপোড়া কোথায়?"

আমার নিকটে বসিয়া, ফোক্‌লা মহাশয় এক দৃষ্টে কুসী ও সন্ন্যাসীর মুখ পানে চাহিয়া পাখা নাড়িতেছিলেন। "ফোক্‌লা মুখ-পোড়া কোথায়?" এই গম্ভীর শব্দ শুনিয়াই তাঁহার মুখ শুকাইয়া এতটুকু হইয়া গেল। পাখা খানি তাঁহার হাত হইতে পড়িয়া গেল। আমার পশ্চাৎ দিকে তিনি লুকাইতে চেষ্টা করিলেন। স্ত্রীলোকটী কে, তখন আমি বুঝিতে পারিলাম। ফোক্‌লাকে আমি লুকাইতে দিলাম না; আমার পশ্চাৎ দিকে তিনিও যত সরিয়া আসেন, আমিও তত সরিয়া যাই।

ইতিমধ্যে সেই স্ত্রীলোকের দৃষ্টি তাঁহার উপর পড়িল। তিনি বলিলেন,—"এই যে পোড়ার মুখ লুকাইতেছেন! হ্যাঁ রে! ড্যাক্‌রা! এসব তোর কি কারখানা বল দেখি?"

দিগম্বর বাবু বলিলেন,—কেও! মনুর মা! তুমি কোথা হইতে?"

গলা-ভাঙ্গা উত্তর করিলেন,—"আমি কোথা হইতে? আমি যমের বাড়ী হইতে! তোর নড়া ধরিয়া সেই খানে লইয়া যাইব; তাই জন্যে আমি আসিয়াছি।"

দিগম্বর বাবু বলিলেন,—"এত রাগ কেন? হইয়াছে কি?"

গলা-ভাঙ্গা উত্তর করিলেন,—"কি হইয়াছে? তোমার মাথা

হইয়াছে। তোমার মুণ্ড হইয়াছে। এবার বদলি হইবার সময়, এই জন্য বুঝি আমাকে দেশে পাঠানো হইল! আমি যেন আর কোন খবর পাইব না! আমার যেন আর কেউ নাই! তাই সে দিন খবর পাইয়াই আমি বলিলাম,—বিন্দি! চল! ফোক্‌লা মুখ-পোড়া আবার মরিতেছে——"

ভিড়ের এক পার্শ্ব হইতে কে একজন বলিয়া উঠিল,—"হাঁ গো! এই আমি। আমার নাম বিন্দী।"

সকলের দৃষ্টি এখন বিন্দীর উপর পড়িল। বিন্দী গলা-ভাঙ্গার সংসারে চাকরাণী ছিল। স্ত্রী-পুরুষে যুদ্ধের সময় বিন্দী, গৃহিণীর বিশেষরূপ সহায়তা করিত। সে জন্য গলা-ভাঙ্গা তাহাকে বড় ভালবাসিতেন। বিন্দী এখন সেতোগিরি করে। রসময় বাবুর আফিসের (পঞ্জাবি নহে) হিন্দুস্থানী চাপরাসিকে সম্মুখে পাইয়া, বিন্দী তাহাকে পরিচয় দিতে আরম্ভ করিল। বিন্দী বলিল,—"এই দেখ দেখি গা! মিন্‌সের একবার আক্কেল! আর একবার অমুনি করিয়াছিল! তোর্ বয়স হইয়াছে! ঘরে অমন গিন্নী রহিয়াছে! কেন, আমার গিন্নী-মা দেখিতে মন্দ কি? চক্ষের কোল একটু বসিয়া গেছে, এই যা! তোর ছেলে রহিয়াছে! মেয়ে রহিয়াছে! নাতি রহিয়াছে! নাতিনী রহিয়াছে! তোর আবার বে কেন?"

হিন্দুস্থানী চাপরাসি কোন সময়ে কলিকাতা আসিয়াছিল; সে জন্য বাঙ্গলাভাষা সে অতি সুন্দর জানিত। বিশুদ্ধ বাঙ্গলায় সে বলিল,—"হামিও সেই বাত বলি। বুড়ো আদ্‌মির আবার শাদি-বিহা কাহে, শাদি-বিহা হো তোর হামার।"

বিন্দী বলিল,—"দূর মুখ-পোড়া! না তামাসার কথা নয়।

প্রয়াগে থাকিতে বুড়ো আর এক বার এই রঙ্গ করিয়াছিল। আমার গেরো-শন্নি হইয়াছে, এই কথা বলিয়া, আর একজন বাবুর মেয়েকে বে করিতে চাহিয়াছিল। বালাই আর, কি! গেরো-শন্নি হবে কেন গা! আমার গিন্নি-মা কেমন শক্ত, কেমন দড় রহিয়াছেন। আর দেখ জমাদ্দার! এই কার দোষ দিব! এই বাবুগুলোই বা কি বল দেখি! চখের মাথা খেয়ে গয়নার লোভে এই তিনকেলে ফোক্‌লা বুড়োর হাতে তারা মেয়ে গুঁজে দেবে, তা ও বেচারাই বা করে কি!"

চাপরাসি বলিল,—"হামিও সেই বাত্ত বলি।"

বিন্দী বলিল,—"হাঁ ভাই জমাদ্দার! তুমিই বিবেচনা করিয়া দেখ। ভাগ্যে গিন্নী-মায়ের ভগিনীপতির ভায়রা-ভাই খপরটী দিল, তাই তো তিনি জানিতে পারিলেন। তাই গিন্নি-মা বলিলেন,—'বিন্দী! বুড়ো আবার মেতেছে। চল্, ফের যাই; গিয়ে ঝাঁটার-বাড়িতে তার বিষ ঝাড়াই।' আমি বলিলাম, যাব বই কি, গিন্নী-মা! যখন তোমার এমন বিপদ্, তখন আমি তোমাকে নিয়ে যাব। আমি পথ ঘাট সব জানি। কত লোককে আমি কাশী বৃন্দাবনে নিয়ে যাই। ঠাকুর বাড়ীও কতবার গিয়াছি। মেয়ে মানুষ হইলে কি হয়! গিন্নী-মাকে পিণ্ডিতে তো আনিলাম বাছা!"

গলা-ভাঙ্গা এখন বিন্দীর কথাটী লুফিয়া লইলেন। তিনি বলিলেন,—"হাঁ! বিন্দী বলিয়াছে ভাল। আমরা দুই জনে পিণ্ডিতে আসিলাম। তোমার বাসায় যেখানে তোমার পিণ্ডি চটকান রহিয়াছে, সেই বাড়ীতে যাইলাম। বিছানার শিয়রে, দেয়ালের গায়ে,—দেখিলাম, ছোট একটী বাঁধানো ছবি রহিয়াছে। এই ছুঁড়ির ছবি বুঝি! লোকের মুখে শুনিলাম যে,

বাবু বে করিতে গিয়াছেন। হ্যাঁ রে, মুখপোড়া! তোর না দুটো আইবুড়ো বড় বড় নাতিনী রহিয়াছে!"

ভয়ে দিগম্বর বাবু একেবারে কাঁটা হইয়া গিয়াছেন। বিবাহ-বিষয়ে এখন তিনি সম্পূর্ণ হতাশ হইলেন। তাঁহার যে গৃহ-শূন্য হয় নাই, তিনি যে মিথ্যা কথা বলিয়াছিলেন, সে কথা এখন প্রকাশ হইয়া পড়িল। তিনি যে ধনবান্ লোক, তাঁহার স্ত্রীর ভাব দেখিয়া তাহাও বোধ হইল না। তাঁহার সব মিথ্যা, সব ফাঁকি,—আমার মনে এইরূপ বিশ্বাস হইল। দিগম্বর বাবু ভাবিলেন যে, তাঁহার যে স্ত্রী আছে,—বিশেষতঃ এরূপ খাণ্ডার স্ত্রী আছে, তাহা জানিয়া, রসময় বাবু আর তাঁহার সহিত কন্যার বিবাহ দিবেন না। রসময় বাবু সম্মত হইলেই বা ফল কি! স্ত্রী তাহা হইলে প্রহারের চোটে তাঁহার হাড়-গোড় চূর্ণ করিয়া দিবে। গলা-ভাঙ্গার হাতে কত বার তাঁহার উত্তম মধ্যম হইয়া গিয়াছে! এলাহাবাদে থাকিতে এইরূপ আর একবার তিনি বিবাহের আয়োজন করিয়াছিলেন। মৌ হইতে সে বার যখন এলাহাবাদে বদলি হইয়াছিলেন, তখন গৃহিণীকে দেশে পাঠাইয়া এই কীর্ত্তি করিয়াছিলেন। উত্তর-পশ্চিম হইতে পঞ্জাবে বদলি হইবার সময় এবারও সেইরূপ গৃহিণীকে সঙ্গে লইয়া আসেন নাই। তাঁহাকে দেশে প্রেরণ করিয়াছিলেন। তাঁহার পত্নী বিয়োগ হইয়াছে,, পঞ্জাবে আসিয়া সকলকে এইরূপ পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন। এই পত্নীর ভয়ে তিনি দেশে গিয়া কুসীকে বিবাহ করিতে সম্মত হন নাই। এলাহাবাদে যে বিবাহের সম্বন্ধ হইয়াছিল, তাহাতে দিগম্বর বাবুকে এবারের মত বর সজ্জা করিতে হয় নাই। বিবাহ-দিনের পূর্ব্বেই তাঁহার স্ত্রী

আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন। তাহার পর, গাত্র-বেদনায় দিগম্বর বাবু সাত আট দিন উঠিতে পারেন নাই। আজ পাছে এই সভার মাঝখানেই সেইরূপ গাত্র-বেদনার যোগাড় হইয়া পড়ে, সে জন্য ভয়ে জড় সড় হইয়া তিনি সুর ফিরাইলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

সূতা বাঁধা কেন ড্যাক্‌রা ?

দিগম্বর বাবু বলিলেন,—"বে! কার বে? আমি বে করিতে আসি নাই, মাইরি বলিতেছি, আমি বে করিতে আসি নাই। হয় না হয়, তুমি বরং এই রসময় বাবুকে জিজ্ঞাসা করিয়া দেখ। না, দাদা!"

গলা-ভাঙ্গা উত্তর করিলেন,—"তোর বে নয়? তবে তোর হাতে সূতা বাঁধা কেন রে, ড্যাক্‌রা!"

দিগম্বর বাবু উত্তর করিলেন,—"হাতে সূতা বাঁধা? কার? আমার?"

স্ত্রী বলিলেন,—"একবার ন্যাকামি দেখ! হাতে সূতা বাঁধা কেন তা বল্?"

বিন্দীও সেই কথায় যোগ দিয়া বলিল,—"তা বাছা! তোমায় বলিতে হইবে। হাতে সূতা বাঁধা কেন, তা তোমায় বলিতে হইবে।"

নিজের হাতে সূতা দেখিয়া, দিগম্বর বাবু অতিশয় বিস্মিত হইলেন। কিরূপে কোথা হইতে তাঁহার হাতে সূতা আসিয়া

গেল, ভাবিয়া চিন্তিয়া তিনি তাহা মনে করিতে পারিলেন না। কিন্তু ইহার কারণ না বলিলেও নয়। সে জন্য একটু ইতস্ততঃ করিয়া তিনি উত্তর করিলেন,—"হাতে সূতা বাঁধা! তাই তো! ওটা আমার ঠাওর হয় নি।"

গলা-ভাঙ্গা উত্তর করিলেন,—"ওটা তোমার ঠাওর হয় নি! পিণ্ডিতে চল। তোমার বাসায় গিয়া যাহাতে ঠাওর হয়, তাই করিব। ঝাঁটার বাড়িতে তোমার ঠাওর করিয়া দিব। তবে আমার নাম জগদম্বা বামনী!"

বরযাত্রীদিগের এক জন ভিড়ের মাঝখান হইতে বলিলেন,—"জগদম্বা বামনী! না গলা-ভাঙ্গা দিগম্বরী?"

দিগম্বর বাবুর স্ত্রী এই কথা শুনিয়া জলিয়া উঠিলেন। তৎক্ষণাৎ সেই দিকে ফিরিয়া বলিলেন,—"কোন্ আঁটকুড়ীর বেটা ওকথা বলে রে? তোর মা হউক গলা-ভাঙ্গা দিগম্বরী! মর্! যত বড় মুখ, তত বড় কথা! হাড়-হাবাতে বাহাত্তুরে ফোক্‌লা! তোর জন্যে আমাকে এই রূপ অপমান হইতে হইল।"

দেশে ও অন্যান্য স্থানে দিগম্বর বাবুর স্ত্রীকে অনেকেই জানিত। কেবল জানিত তাহা নহে, স্ত্রী পুরুষ সকলেই তাঁহাকে ভয় করিত। বরযাত্রীদিগের মধ্যে কেহ বোধ হয়, ইহাঁর সুখ্যাতি শুনিয়া থাকিবে। পরিচিত লোকেরা আড়ালে ইহাঁকে "গলা-ভাঙ্গা দিগম্বরী" বলিত। কিন্তু তাঁহার সম্মুখে সে নাম উচ্চারণ করে, কাহার সাধ্য! দিগম্বরী ইহাঁর প্রকৃত নাম নহে, ইহাঁর প্রকৃত নাম জগদম্বা। দিগম্বর বাবুর স্ত্রী, সেই জন্য দুষ্ট লোকে ইহাঁর নাম দিগম্বরী রাখিয়াছিল। তাহার পর, কর্ত্তাটীর যখন নিজস্ব একটী বিশেষণ আছে, তখন ইহাঁরও একটী বিশেষণ

আবশ্যক। ইহাঁর কণ্ঠস্বর ভাঙ্গা ভাঙ্গা মেঘ গর্জ্জনের ন্যায়; সেজন্য দিগম্বরী নামের পূর্ব্বে গলা-ভাঙ্গা বিশেষণটীও দুষ্ট লোকে যোগ করিয়াছিল। আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, ইহাঁর যে "গলা-ভাঙ্গা" নাম হইবে, সে কিছু বিচিত্র কথা নহে। নামকরণের ভার আমার উপর হইলে, আমিও ঐ নামটী তাঁহাকে বাছিয়া দিতাম।

আড়াল হইতে কে তাঁহাকে "গলা-ভাঙ্গা দিগম্বরী" বলিল, সে জন্য প্রথম তাঁহার অতিশয় ক্রোধ হইল। তাহার পর, তাঁহার অপমান বোধ হইল। তাহার পর, তাঁহার দুঃখ হইল। তাহার পর, তাঁহার কান্না আসিয়া গেল। তৎক্ষণাৎ সভাস্থলেই তিনি থপ্ করিয়া বসিয়া পড়িলেন। তাহার পর ঘরের দেয়ালটী তিনি ঠেশ দিলেন, তাহার পর পা দুইটী তিনি ছড়াইয়া দিলেন। অবশেষে তাঁহার ফাটা কণ্ঠ-ভেরীর গগন-স্পর্শী শব্দে তিনি জগত নিনাদিত করিলেন। এ দুঃখের সময়, তাঁহার জীবিত পুত্র, কন্যা, পৌত্র, দৌহিত্র,—তাহাদিগকে তাঁহার স্মরণ হইল না! ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে আঁতুড় ঘরে তাঁহার একটী তিন দিনের কন্যা মারা পড়িয়াছিল, তাহাকে এখন তাঁহার স্মরণ হইল। সেই শোক এখন তাঁহার উথলিয়া পড়িল। তাহাকে স্মরণ করিয়া উচ্চৈঃস্বরে তিনি ক্রন্দন করিতে লাগিলেন,—"কোথায় রে! খুকী রে! একবার দেখিয়া যা! এখানে তোর মায়ের দশা কি হইয়াছে! তোর মাকে গলা-ভাঙ্গা বলিয়া আঁটকুড়ীর বেটারা অপমান করিতেছে। কোথায় রে! আমার খুকী কোথায় গেলি রে!" ইত্যাদি। আহা! বড় দুঃখের বিষয় যে,—সে খুকী নাই! সে খুকী থাকিলে, এতক্ষণ কোন কালে আসিয়া

রক্ষা করিত! বিবাহ-সভায় হুল-স্থূল পড়িয়া গেল। নূতন ধরণের এই অভিনয় দেখিয়া, সভার সভ্যগণ পরম প্রীতি উপভোগ করিতে লাগিলেন।

এইরূপে কিছুক্ষণ কাঁদিয়া গলা-ভাঙ্গার নিদ্রার আবেশ [illegible] স্বর কিছু ঢিমে হইল, মাঝে মাঝে কথার ফাঁক [illegible] ক্রমে তাঁহার ঢুল আসিল। ঢুল আসায় তাঁহার মস্তক সম্মুখ দিকে অবনত হইতে লাগিল। একটু অবনত হইল, আরও অবনত হইল, আরও অবনত হইল। ক্রমে পায়ের নিকট মস্তক আসিয়া উপস্থিত হইল। আমি মনে করিলাম, এইবার ইহাঁকে ধরা উচিত হইতেছে, তা না হইলে মুখ থুব্‌ড়িয়া ইহাঁর মস্তক মাটিতে গিয়া পড়িবে। কিন্তু মাথা যাই মাটিতে পড়-পড় হইল, আর তৎক্ষণাৎ ইনি সোজা হইয়া বসিলেন। সোজা হইয়া মৃদুস্বরে একবার বলিলেন,—"কোথায় আমার খুঁকী রে!" এই কথা বলিয়া পুনরায় তাঁহার ঢুল আসিয়া গেল। পুনরায় সেই ভাবে তাঁহার মস্তক অবনত হইতে আরম্ভ হইল। পুনরায় তিনি মাটিতে পড়-পড় হইলেন। যাই পতিত-প্রায় হইলেন, আর সেই মুহূর্ত্তে পুনরায় তিনি সোজা হইয়া, "কোথায় আমার খুকী [illegible] এই কথা বলিয়া একবার অতি মৃদুস্বরে কাঁদিলেন। আবার পুনরায় ঢুল আসিয়া গেল, এইরূপ [illegible] হইতে লাগিল। প্রতিবার যাই তিনি পড়-পড় হইতে [illegible], আর সেই সময় আমার বক্ষঃস্থল ধড়্ ধড়্ করিয়া [illegible] লাগিল। আমি মনে করিলাম, এইবার মাটিতে পড়িয়া বাঁশি-নাক বা ছেঁচিয়া যায়। তাঁহাকে ধরিবার নিমিত্ত দুই একবার আমি প্রস্তুতও হইয়াছিলাম। ফল কথা তাঁহার

বার বার এই পড়-পড় ভাব আমার পক্ষে এক প্রকার সাজা হইয়াছিল।

রসময় বাবু অবাক! একবার গলা-ভাঙ্গার দিকে, একবার দিগম্বরের দিকে, একবার আমার দিকে, একবার কুসীর দিকে, একবার সন্ন্যাসীর দিকে,—তিনি চাহিয়া দেখিতেছিলেন। কেবল রসময় বাবু কেন? অনেকেই সে রাত্রিতে অবাক হইয়াছিল। উপন্যাসেও এরূপ ঘটনা হয় না। সকলেই বুঝিল যে, এ বিবাহ আর হইবে না!

এই সময় বাড়ীর ভিতর হইতে পঞ্জাবি চাকরাণী আসিয়া, রসময় বাবুকে ডাকিল। রসময় বাবু তাহার সঙ্গে বাটীর ভিতর গমন করিলেন। একটু পরেই ফিরিয়া আসিয়া তিনি আমাকে ডাকিলেন। আমিও তাঁহার সঙ্গে বাটীর ভিতর গমন করিলাম।

রসময় বাবু আমাকে বলিলেন,—"যাদব বাবু! কি কেলেঙ্কারি! কি লজ্জা! এ অঞ্চলে আমি আর মুখ দেখাইতে পারিব না। সে যাহা হউক, আবার এক বিপদের কথা শুনুন। আমার শালী কোথায় চলিয়া গিয়াছেন। আমার স্ত্রীর নিকট হইতে কুড়িটী টাকা লইয়া, তিনি কোথায় গিয়াছেন। আমার স্ত্রী অত বুঝিতে পারে নাই। সে মনে করিল, বিবাহের কি কাজের জন্য টাকার প্রয়োজন হইয়াছে। তাহার পর, কোন স্থানে তাহাকে দেখিতে না পাইয়া, সে ও চাকরাণী [illegible] করিয়া সকল স্থানে অন্বেষণ করিয়াছে। আমিও সকল স্থানে খুজিয়া দেখিলাম। কোন স্থানে তাঁহাকে দেখিতে পাইলাম না। কি কুক্ষণে আজ যে রাত্রি প্রভাত হইয়াছিল, তাহা

বলিতে পারি না। চাকরির স্থানে আমার অপমানের আর সীমা রহিল না!”

আমি বলিলাম,—“কুসুমের মূর্চ্ছা হইলে, তিনি তাহাকে পাখার বাতাস করিতেছিলেন। যখন সন্ন্যাসী ঠাকুর আসিয়া আমাকে ঠেলিয়া ফেলিয়া, কুসুমকে আমার নিকট হইতে কাড়িয়া লইলেন, সেই সময় হইতে আর আমি তাঁহাকে দেখি নাই।”

রসময় বাবু উত্তর করিলেন,—“হাঁ! সেই সময় তিনি বাটীর ভিতর গমন করেন। ছোট ঘর হইতে আমার স্ত্রীকে ডাকিয়া, তাহার নিকট হইতে টাকা চাহিয়া লইলেন। আমার স্ত্রী পুনরায় বাহিরের ছোট ঘরে প্রত্যাগমন করিল; আমার শালী বাটীর ভিতর রহিলেন। তাহার পর, আর কেহ তাঁহাকে দেখে নাই। কিছুক্ষণ পরে আমার স্ত্রী বাটীর ভিতর আসিয়া, তাঁহাকে দেখিতে না পাইয়া, চারিদিক অন্বেষণ করিতে লাগিল; তাহাকে দেখিতে পাইল না। তিনি বাটীতে নাই; তিনি কোথায় চলিয়া গিয়াছেন। কেন, তা বলিতে পারি না।”

আমি বলিলাম,—“তবে কি তিনি বাগানের দ্বার দিয়া গিয়াছেন?”

রসময় বাবু উত্তর করিলেন,—“হাঁ! তাহাই বোধ হয়।”

আমি বলিলাম,—“আমি তাঁহার অনুসন্ধান করিতে যাইতেছি। অন্য কোন বাঙ্গালির বাটীতে বোধ হয় থাকিবেন। আপনি কুসীর নিকট গমন করুন। সন্ন্যাসী মহাশয় বড়ই উপকার করিয়াছেন। কুসুম পাছে মারা পড়ে, সে জন্য আমার বড় ভয় হইয়াছিল। তিনি কুসুমের জীবন দান করিয়াছেন। তাঁহার

অনুমতি লইয়া, কুসুমকে আপনি বাটীর ভিতরে আনয়ন করুন। তাহাকে সে স্থানে আর রাখা উচিত হয় না। বরযাত্রীদিগকেও বিদায় করুন। দিগম্বর বাবুর সহিত কন্যার বিবাহ দিতে আর বোধ হয়, আপনার ইচ্ছা নাই ?"

রসময় বাবু উত্তর করিলেন,—"রাম! আমি তো ক্ষেপি নি!"

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

রেল-ষ্টেশন।

আমি খিড়কি দ্বার অভিমুখে যাইলাম; রসময় বাবু বৈঠকখানা ঘরে প্রত্যাগমন করিলেন। খিড়কি দ্বার দিয়া আমি বাগানে গিয়া উপস্থিত হইলাম। সে স্থানে অনেক গুলি ঐ দেশী স্ত্রী ও পুরুষ দাঁড়াইয়া বিবাহের তামাসা দেখিতেছিল। মাসীর কথা আমি তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলাম। একজন স্ত্রীলোক আমাকে বলিল যে, কিছুক্ষণ পূর্ব্বে সে যখন এই বাটীতে আসিতেছিল, তখন পথে তাহার সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইয়াছিল। সেই পথ দিয়া তিনি দ্রুতবেগে যাইতেছিলেন। সে কোন্ পথ; তাহা আমি জানিয়া লইলাম। সে রাস্তার নাম "ষ্টেশন রোড" রেল-ষ্টেশন অভিমুখে তাহা গিয়াছে। সেই রাস্তার উপর হারাণ বাবুর বাড়ী। আমি মনে করিলাম যে, মাসী বোধ হয়, হারাণ বাবুর বাড়ীতে গিয়াছেন।

সেই পথ ধরিয়া হারাণ বাবুর গৃহ অভিমুখে আমি গমন করিতে লাগিলাম। গ্রীষ্মকাল। সুন্দর চন্দ্রালোকে দিনের মত

পথ ঘাট আলোকিত হইয়াছিল। সে জন্য পথ চলিতে আমার কষ্ট হইল না। কুসুমের মাসী বাটী হইতে হঠাৎ কেন বাহির হইলেন, সেই কথা আমি ভাবিতে লাগিলাম। কুসীর তিনি বিধবা-বিবাহ দিতেছেন। এই কথা প্রকাশ হইবার কোনরূপ সূচনা হইয়া থাকিবে, সেই ভয়ে বোধ হয়, তিনি বাটী হইতে বাহির হইয়াছেন। মনে মনে আমার এইরূপ সন্দেহ হইল।

যাহা হউক, দিগম্বর [illegible] সহিত কুসীর যে বিবাহ হইল না, সে জন্য আমি আহ্লাদিত হইলাম। আহ্লাদ আর কি করিয়া বলিব? মৃত হীরালালকে তো আর ফিরিয়া আনিতে পারিব না। সন্ন্যাসী ঠাকুর আপাততঃ কুসীর চেতনা উৎপাদন করিলেন। তাহাকে সম্পূর্ণরূপে ভাল করিলেও তিনি করিতে পারেন। কিন্তু তাহাতে আর আহ্লাদ কি? এ জীবনে কুসীর আর সুখ হইবে না! চিরকাল তাহাকে দুঃখে কাটাইতে হইবে!

এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে আমি পথ চলিতে লাগিলাম। কিছু দূর গিয়াছি, এমন সময়ে দেখিলাম যে, ষ্টেশনের দিক হইতে এক-খানি একা আসিতেছে। রসময় বাবুর বাসা হইতে ষ্টেশন প্রায় তিন মাইল পথ। আমাকে দেখিয়া একাওয়ালা জিজ্ঞাসা করিল,—"বাবু ভাড়া হবে।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম,—"আমি হারাণ বাবুর বাড়ী যাইব, সে স্থান হইতে পুনরায় রসময় বাবুর বাটীতে ফিরিয়া আসিব। কত নিবি?"

ভাড়া চুক্তি হইল। আমি একার উপর উঠিলাম। ঘোড়া ফিরাইয়া একাওয়ালা আমাকে বলিল যে, এই মাত্র সে একজন বাঙ্গালি স্ত্রীলোককে ষ্টেশনে রাখিয়া আসিয়াছে।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম,—"কি ?"

এক্কাওয়ালা উত্তর করিল,—"কিছুক্ষণ পূর্ব্বে একজন বাঙ্গালি স্ত্রীলোক আমার এক্কা ভাড়া করিয়াছিলেন। আমি তাঁহাকে ষ্টেশনে লইয়া যাইলাম। সে স্থানে উপস্থিত হইয়া, তিনি আমাকে লাহোরের টিকিট কিনিয়া দিতে বলিলেন। প্রাতঃকালে পাঁচটার সময় গাড়ি যায়। টিকিট বাবু এখন আমাকে টিকিট দিলেন না। ষ্টেশনের নিকট যে সরাই আছে, স্ত্রীলোকটীকে আমি সেই স্থানে রাখিয়া আসিলাম। ভেটিয়ারাকে বলিয়া আসিয়াছি, পাঁচটার সময় সে তাঁহাকে টিকিট কিনিয়া দিবে।"

স্ত্রীলোকটী কিরূপ, তাহার বয়স কত, সেই সব কথা আমি এক্কাওয়ালাকে জিজ্ঞাসা করিলাম। যেরূপ বিবরণ সে আমাকে দিল, তাহাতে আমি নিশ্চয় বুঝিলাম যে, সে স্ত্রীলোকটী কুসীর মাসী ব্যতীত অন্য কেহ নয়। হারাণ বাবুর বাটী না গিয়া, এক্কাওয়ালাকে আমি ষ্টেশনের নিকট সেই সরাইয়ে যাইতে বলিলাম। পুরস্কারের লোভে এক্কাওয়ালা দ্রুতবেগে এক্কা হাঁকাইয়া দিল।

আমি পুনরায় এই কথা সকলকে বলিয়া রাখি যে, যে স্থানে এই সমুদয় ঘটনা ঘটিয়াছিল, তাহার প্রকৃত নাম আমি দিই নাই। স্থান সম্বন্ধে আমার কেহ কোনরূপ ভুল ধরিবেন না।

ষ্টেশনের নিকট সেই পান্থশালায় গিয়া আমি উপস্থিত হইলাম। পান্থ-নিবাসের প্রাঙ্গণে, একটী খাটিয়ার উপর গালে হাত দিয়া বসিয়া কুসীর মাসী ভাবিতেছিলেন। এক্কা দাঁড়াইয়া রহিল। আমি সেই খাটিয়ার এক পার্শ্বে গিয়া উপবেশন করিলাম। মাসী আমাকে দেখিয়া চমকিয়া উঠিলেন।

আমি তাঁহাকে বলিলাম,—"এ কি আপনি ভাল কাজ করিয়াছেন? এখন বাড়ী চলুন।"

মাসী উত্তর করিলেন,—"আমি এ পোড়া-মুখ আর কাহাকেও দেখাইব না। আমি কাশী চলিয়া যাইব। সে স্থানে ভিক্ষা মাগিয়া খাইব।"

আমি বলিলাম,—"কাশী যাইতে হইবে কেন? হইয়াছে কি? আপনার সে কথা তো প্রকাশ হয় নাই! তবে আপনার ভাবনা কি?"

আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া মাসী আমাকে বলিলেন,—"প্রকাশ হয় নাই! তুমি পাগল না কি!"

আমি উত্তর করিলাম,—"না, আমি পাগল নই। পাগলের লক্ষণ আমাতে আপনি কি দেখিলেন? আমি সত্য বলিতেছি, আপনার সে কথা প্রকাশ হয় নাই। অন্ততঃ আমি কাহাকেও কোন কথা বলি নাই। তাহার পর, আপনি যে কাজ করিতেছিলেন, তাহা স্থগিত হইয়া গিয়াছে। দিগম্বর বাবুর সহিত কুসীর আর বিবাহ হইবে না। তবে আর আপনার ভয় কি? বাড়ী চলুন।"

মাসী উত্তর করিলেন,—"তুমি পাগল!"

কুসুমের মাসী এরূপ কথা বলিলেন কেন, ইহার অর্থ আমি কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। কুসুমের যে একবার বিবাহ হইয়াছিল, আমি ব্যতীত উপস্থিত ব্যক্তিগণের মধ্যে আর কেহ কি সে কথা অবগত আছে? পাছে সে প্রকাশ করে, সেই ভয়ে কি মাসী বাটী হইতে পলায়ন করিয়াছেন? কিন্তু যখন বিবাহ হইল না, তখন আর বিশেষ ভয়ের কারণ কি? কুসুমের পূর্ব্ব

বিবাহ গোপন করিয়া, মাসী এই কাণ্ড করিয়াছেন; সে কথা শুনিলে রসময় বাবু যে রাগ করিবেন, সে বিষয়ে আর কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু দৈব ঘটনায় যখন বিবাহ বন্ধ হইয়া গিয়াছে, তখন বিশেষ কোন ক্ষতি হয় নাই। রসময় বাবুকে আমি বুঝাইয়া ঠাণ্ডা করিতে পারিব। এই মনে করিয়া বাটী যাইবার নিমিত্ত, আমি কুসুমের মাসীকে বার বার অনুরোধ করিলাম। কিন্তু তিনি কিছুতেই সম্মত হইলেন না। অবশেষে আমি বুঝিলাম যে, ইহাঁর মন হইতে ভয় দর করিতে একটু সময় লাগিবে। সে জন্য এখনকার কথা চাপা দিয়া, পুনরায় আমি সেই পূর্ব্ব কথার উল্লেখ করিলাম।

আমি বলিলাম,—"আচ্ছা! ভাল! আপনি যদি একান্তই কাশী যাইবেন, আর আমি যদি উচিত বিবেচনা করি, তাহা হইলে টিকিট কিনিয়া আমিই না হয় আপনাকে গাড়ীতে বসাইয়া দিব। কিন্তু গাড়ীর এখনও অনেক বিলম্ব আছে। গাড়ি সকাল বেলা পাঁচটার সময় ছাড়িবে। এখনও বোধ হয়, রাত্রি দুই প্রহর হয় নাই। সে দিন কথা বলিতে বলিতে রসময় বাবু আসিয়া পড়িলেন। কথা শেষ হয় নাই। তাহার পর কি হইল?

আমি তাঁহাকে কাশী পাঠাইয়া দিব, এই কথা শুনিয়া মাসী কিছু স্থির হইলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন,—"সে দিন তুমি কোন্ পর্য্যন্ত শুনিয়াছিলে?"

আমি উত্তর করিলাম,—"লোচন ঘোষ নামক এক ব্যক্তি হীরালালের মৃত্যু সংবাদ দিয়া আপনাকে চিঠি লিখিয়াছিল। সেই চিঠির সঙ্গে একখানি খবরের কাগজও আসিয়াছিল। তাহাতেও ঐ দুঃসংবাদ লেখা ছিল। সেই চিঠি ও সেই কাগজ।

পড়িয়া কুসী অজ্ঞান হইয়া পড়িল। সে দিন আমি এই পর্য্যন্ত শুনিয়াছিলাম। তাহার পর কি হইল?"

তাহার পর হইতে মাসী পূর্ব্ব বৃত্তান্ত আমাকে বলিতে লাগিলেন। কিন্তু সে সমুদয় কথা মাসী আমাকে যে ভাবে বলিয়াছিলেন, আমি সে ভাবে বলিব না। আমি আমার নিজের ভাষায় সে বিবরণ প্রদান করিব।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

ঘোর বিকার।

এখন আমাদিগকে পুনরায় সেই মেসো-মহাশয়ের গ্রামে যাইতে হইবে। দুই বৎসর পূর্ব্বে সে স্থানে যাহা ঘটিয়াছিল, এখন তাহাই আমি বলিব। লোচন ঘোষ যে চিঠি লিখিয়াছিল, কুসী তাহা ভাল রূপে পাঠ করিল। তাহার সহিত যে সংবাদপত্র আসিয়াছিল, তাহাও সে ভাল রূপে পাঠ করিল। চিঠি ও সংবাদপত্র পাঠ করিয়া এবার কুসীর যে মূর্চ্ছা হইল, সে মূর্চ্ছা আর সহজে ভাঙ্গিল না। সমস্ত রাত্রি কুসী অচেতন অবস্থায় রহিল। শেষ রাত্রিতে তাহার অতিশয় জ্বর হইল, চক্ষু দুইটী রক্তবর্ণ হইল, কপালে হাত দিয়া সে কাতরতা-সূচক শব্দ করিতে লাগিল, এ-পাশে ও-পাশে সে মস্তক চালনা করিতে লাগিল। মাসী একদৃষ্টে তাহার মুখপানে চাহিয়া রহিলেন, একটু ছিন্ন বস্ত্র জলে ভিজাইয়া মাঝে মাঝে তাহার ওষ্ঠ ও চক্ষুর্দ্বয় মুছাইতে লাগিলেন। মাসী নিজেও এক প্রকার জ্ঞানহত

হইয়াছিলেন। অশ্রুজলে ক্রমাগত তাঁহার পরিধেয় বস্ত্র ভিজিয়া যাইতেছিল।

প্রাতঃকাল হইলে তিনি একজন প্রবীণ প্রতিবাসীকে ডাকিয়া আনিলেন। ইনি ভালরূপ নাড়ী পরীক্ষা করিতে জানিতেন। হাত দেখিয়া ইনি বলিলেন যে, কুসীর ঘোর জ্বর-বিকার হইয়াছে। সত্বর ডাক্তার আনয়ন করা আবশ্যক।

মাসী পূর্ব্ব দিন দুই শত টাকা পাইয়াছিলেন। হীরালালের বন্ধু লোচন ঘোষ তাহা প্রেরণ করিয়াছিল। একজন প্রতিবাসীকে তিনি ডাক্তার আনিতে পাঠাইলেন।

ডাক্তার আসিয়াই কুসীর মস্তক মুণ্ডনের আদেশ করিলেন। নাপিত আসিল, কুসীকে নেড়া করিবার নিমিত্ত সমুদয় আয়োজন হইল। কিন্তু কুসী এরূপ অস্থির অবস্থায় ছিল, এরূপ উঠিতে বসিতে ছিল ও মাথা নাড়িতে ছিল যে, নাপিত ক্ষুর চালনা করিতে সাহস করিল না। মস্তক মুণ্ডন না করিবার আর একটী কারণ ছিল। কুসীর অলৌকিক রূপ দেখিয়া, ডাক্তার ও নাপিত, দুই জনেরই দয়া হইল। তাহার সে উজ্জ্বল সুদীর্ঘ কেশ-রাশি কাটিয়া ফেলিতে দুই জনেরই মায়া হইল। সেই সময় দুই তিন জন প্রতিবাসিনীও আসিয়া বলিলেন,—"তা কি কখন হয়! আইবুড়ো মেয়ে! সহজেই ইহার বিবাহ হইতেছে না। তাহার উপর নেড়া মোড়া করিলে, আর কি ইহার বিবাহ হইবে!"

কুসীর সেই কটিদেশ-লম্বিত ঘোর কৃষ্ণবর্ণের উজ্জ্বল কেশ-রাশি এইরূপে বাঁচিয়া গেল। সেই চুলের উপরেই ছিন্ন বস্ত্র রাখিয়া ডাক্তার জল সিঞ্চন করিতে বলিলেন। কিন্তু তাহাতেও কুসীর জ্ঞান হইল না।

সেই দিন বৈকাল বেলা কয়েক জন প্রতিবাসিনী কুসীকে দেখিতে আসিয়াছিলেন। মাসী কুসীর নিকট বসিয়া কাঁদিতেছিলেন।

একজন প্রতিবাসিনী বলিলেন,—"আহা! কাঁদিবে না গা! ছয় দিনের মেয়ে, মানুষ করিয়াছে। সংসারে ওর আর আছে কে, তা বল?"

আর একজন বলিলেন,—"আর শুনিয়াছ! সেই যে রামপদর সঙ্গে আমাদের গ্রামে একটী ছেলে আসিত, যাহার নাম মাণিকলাল না কি ছিল,—আহা! সে ছেলেটী মারা পড়িয়াছে। হঠাৎ নৌকা ডুবি হইয়া মারা পড়িয়াছে। কর্ত্তা খবরের কাগজে দেখিয়াছেন।"

আর একজন বলিল,—"তাহার নাম হীরালাল ছিল। ছেলেটী বড় ভাল ছিল। আহা! তার বাপ মায়ের মন যে কি হইতেছে!"

অজ্ঞান অবস্থাতেই কুসী চীৎকার করিয়া উঠিল,—"হীরালাল! বাবু! কোথায়! ঈশ্‌! বাবু! তোমার কাপড়ে কি রক্ত! চাদর ফুটিয়া বাহির হইতেছে! যাই, আমি ডাক্তার আনি।"

তৃতীয় প্রতিবাসিনী বলিলেন,—"তোমাদের বিবেচনা নাই। বিকারের রোগীর কাছে মৃত্যু-সংবাদ দিতে নাই। তোমরা হীরালালের গল্প করিলে, আর কুসীও দেখ সেই কথা বকিতে লাগিল।"

ইহার পূর্ব্বে প্রলাপের সহিত কুসী আরও অনেকবার "বাবু"র নাম করিয়াছিল। প্রতিবাসিনীদিগের কথায় কুসীর মাসী কোনও উত্তর করিলেন না।

কুসী প্রায় কুড়ি দিন এইরূপ অজ্ঞান অবস্থায় রহিল। তাহার পর ক্রমে বিকার কাটিয়া গেল। ক্রমে ক্রমে সে স্থির হইল। ক্রমে ক্রমে কুসী আরোগ্য লাভ করিতে লাগিল।

এ যাত্রা কুসীর প্রাণরক্ষা হইল বটে, কিন্তু তাহার শরীর একেবারে ভগ্ন হইয়া গেল। সে গোল গড়ন ঘুচিয়া তাহার হস্ত পদ অস্থি-চর্ম্ম সার হইল। সে উজ্জ্বল ফুটফুটে গৌরবর্ণ ঘুচিয়া একপ্রকার রক্তহীন পাণ্ডুবর্ণে তাহার মুখশ্রী আচ্ছাদিত হইল। তাহার ভাসা ভাসা সে চক্ষু দুইটী বসিয়া গেল। চক্ষুর কোলে কালি মাড়িয়া দিল। যে চক্ষুর বর্ণ আমি সূর্য্য-কিরণ-মিশ্রিত নীল সমুদ্র জলের সহিত তুলনা করিয়াছিলাম, কিরূপ ঘোলা হইয়া সে চক্ষু এখন বিবর্ণ হইয়া গেল। তাহার মনও বিকৃত হইয়াছিল। ঠিক উন্মাদ নয়। কোনও রূপ উপদ্রব সে করিত না। কিন্তু সে কাহারও সহিত কথা কহিত না। এক স্থানে চুপ করিয়া বসিয়া সর্ব্বদাই সে কি ভাবিত। তাহার সহিত কোন কথা কহিলে সে উত্তর দিত না। সর্ব্বদাই এরূপ অন্য মনস্কভাবে সে বসিয়া থাকিত যে, কাহারও কথা সে শুনিতে পাইত কি না সন্দেহ। কাছে দাঁড়াইয়া তিন চারি বার তাহাকে ডাকিলে, তবে তাহার চমক হইত। চমক হইয়া লোকের মুখ পানে সে ফ্যাল-ফ্যাল করিয়া চাহিয়া থাকিত। তাহার পর হয় তো কেবল "অ্যাঁ" এই কথাটী বলিয়া পুনরায় অন্যমনস্ক হইয়া যাইত। রোগ হইতে উঠিয়া প্রথম প্রথম কুসীর শরীর ও মনের অবস্থা এইরূপ হইয়াছিল। তাহার পর ক্রমে ক্রমে সে একটু যেন ভাল হইয়াছিল। তাহার সৌন্দর্য্য পুনরায় কিছু কিছু ফুটিয়া ছিল, পূর্ব্বাপেক্ষা তাহার মনে জ্ঞানেরও সঞ্চার

হইয়াছিল। সকলের কথা সে বুঝিতে পারিত, দুই একটী কথার উত্তরও প্রদান করিত। কিন্তু যতই হউক, কাশীতে আমি যে কুসী দেখিয়াছিলাম, সে কুসীর আর কিছুই ছিল না।

লোচন ঘোষ যে দুই শত টাকা প্রেরণ করিয়াছিল, তাহার অধিকাংশ কুসীর চিকিৎসায় খরচ হইয়া গেল। কুসীর মাসীর বড় চিন্তা হইল। হীরালাল নাই। তাঁহার নিজের যাহা হউক, কুসীকে এখন কে প্রতিপালন করিবে? তিনি অকুল পাথার দেখিতে লাগিলেন। ভাবিয়া চিন্তিয়া আর কোন উপায় ঠিক করিতে না পারিয়া, তিনি কুসীর পিতাকে একখানি পত্র লিখিলেন। কুসীর মেসো-মহাশয়ের কাল হইয়াছে, তাঁহারা নিঃসহায় হইয়া পড়িয়াছেন, চিঠিতে কেবল সেই কথা লিখিলেন। কুসীর যে বিবাহ হইয়াছিল, তাহার পর কুসী যে বিধবা হইয়াছে, ভগিনীপতিকে সে সকল কথা তিনি কিছু লিখিলেন না। তিনি ভাবিলেন যে, এখনও কন্যা অবিবাহিতা আছে, এই কথা মনে করিয়া তিনি চিন্তিত হইবেন, ও সত্বর পত্রের উত্তর প্রদান করিবেন। যে কারণেই হউক; তিনি কুসীর বিবাহের কথা চিঠিতে উল্লেখ করেন নাই।

সৌভাগ্যক্রমে সেই সময় ধরমানীর মৃত্যু হইয়াছিল। রসময় বাবুর চক্ষু উন্মুক্ত হইয়াছিল। অনেক কষ্টে পানদোষ হইতে তিনি নিষ্কৃতি পাইয়াছিলেন। শালীর পত্র পাইয়া তাঁহার মনে অতিশয় অনুতাপ হইল। কন্যার প্রতি তিনি যে অতি নিষ্ঠুর ব্যবহার করিয়াছেন, তখন তাহা তিনি বুঝিতে পারিলেন। পত্রের উত্তরে তিনি কুসীর মাসীর নিকট টাকা পাঠাইলেন, ও কুসীর বিবাহের নিমিত্ত একটী সুপাত্রের অনুসন্ধান করিতে

বলিলেন। এই সম্বন্ধে তিনি লিখিলেন,—“ছুটির জন্য আমি দরখাস্ত করিয়াছিলাম; কিন্তু ছুটি পাইলাম না। মনে করিয়াছিলাম যে, আমি নিজে দেশে গিয়া একটী পাত্র অনুসন্ধান করিয়া কুসুমের বিবাহ দিব; কিন্তু তাহা হইল না। তোমরাই একটী সুপাত্র অনুসন্ধান করিয়া আমাকে লিখিবে। আমি বিবাহের খরচ পাঠাইয়া দিব।”

এই পত্র পাইয়া কুসুমের মাসী চুপ করিয়া রহিলেন। পাত্রের আর কি অনুসন্ধান করিবেন! তাহা কিছু করিলেন না। কুসীর যে বিবাহ হইয়াছিল, ভগিনীপতিকে তাহাও তিনি লিখিলেন না। তাহার পর, প্রতি পত্রে রসময় বাবু কন্যার বিবাহের কথা লিখিতেন, কিন্তু কুসুমের মাসী সে বিষয়ের কোন উত্তর দিতেন না। কুসীর পুনরায় যে তিনি বিবাহ দিবেন, সে চিন্তা এখনও তাহার মনে উদয় হয় নাই; স্বপ্নেও তিনি তাহা ভাবেন নাই।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

মাসীর চিন্তা।

ইহার অল্প দিন পরে, কুসুমের মাসী আর একখানি পত্র পাইলেন। তাহাতে রসময় বাবু লিখিয়াছিলেন,—“আমি পঞ্জাবে বদলি হইয়াছি। আমি ভাবিয়াছিলাম যে, পঞ্জাবে যাইবার সময় কলিকাতায় কিছু দিন অবস্থিতি করিতে অনুমতি পাইব, আর সেই অবসরে কন্যার বিবাহ দিতে পারিব; কিন্তু তাহা হইল না। আমাকে সোজা পঞ্জাবে যাইতে হইবে। এক দিনও আমি

কলিকাতায় থাকিতে পাইব না। অতএব তুমি একটী সুপাত্র ঠিক করিয়া রাখিবে। সব ঠিক হইলে, পনর ষোল দিনের ছুটি লইয়া আমি পঞ্জাব হইতে কলিকাতায় আসিব, আসিয়া কুসুমের বিবাহ দিব।"

এ পত্র পাইয়াও কুসুমের মাসী চুপ করিয়া রহিলেন। হীরালালের সহিত কুসুমের বিবাহের কথা তিনি ভগিনীপতিকে জানাইলেন না। কিন্তু পুনরায় যে কুসীর বিবাহ দিলেন, এখনও সে চিন্তা তাঁহার মনে উদয় হয় নাই, এখনও সে কথা তিনি স্বপ্নেও ভাবেন নাই।

কিছু দিন পরে পঞ্জাব হইতে রসময় বাবু পত্র লিখিলেন। অন্যান্য কথার পর তিনি লিখিলেন,—"কুসুমের নিমিত্ত পাত্র ঠিক করিবার নিমিত্ত আমি তোমাকে বার বার লিখিতেছি। সে কথার তুমি উত্তর দাও না কেন? ইহার কারণ আমি কিছুই বুঝিতে পারি না। মনে করিয়া দেখ, কন্যা কত বড় হইয়াছে। সে আমার দোষ বটে। কিন্তু যা হইবার, তাহা হইয়াছে। এখন আর নিশ্চিন্ত থাকা উচিত নহে। এ সম্বন্ধে তুমি কত দূর কি করিলে, শীঘ্র তাহা তুমি আমাকে লিখিবে।"

এই পত্র পাইয়া কুসীর মাসী আর চুপ করিয়া থাকিতে পারিলেন না। কিন্তু কুসীর যে বিবাহ হইয়া গিয়াছে, সে কথা তিনি এখনও ভগিনীপতিকে লিখিলেন না। তিনি মনে করিলেন যে, সাক্ষাৎ হইলে আদ্যোপান্ত সে সমুদয় বৃত্তান্ত তিনি কুসীর পিতাকে বলিবেন। আপাততঃ তিনি এই কথা লিখিলেন,—"আমি স্ত্রীলোক! কি করিয়া আমি পাত্রের অনুসন্ধান করিব? ঘটক কোথায় থাকে, তাহাও আমি জানি না। তুমি নিজে

দেশে আসিয়া যাহা হয় করিবে। এত দিন যখন গিয়াছে, তখন আর কিছু দিন বিলম্ব হইলে বিশেষ কোন ক্ষতি নাই।”

এই পত্র পাইয়া রসময় বাবু পুনরায় ছুটির জন্য আবেদন করিলেন; কিন্তু তিনি ছুটি পাইলেন না। ইহার কিছু দিন পূর্ব্বে পঞ্জাবেই দিগম্বর বাবুর সহিত তাঁহার আলাপ হইয়াছিল। তাঁহার স্ত্রী-বিয়োগ হইয়াছে, পুনরায় বিবাহ করিতে তাঁহার ইচ্ছা আছে, তাঁহার অনেক গহনা আছে, কোম্পানির কাগজ আছে, সে সমুদয় কাগজ তিনি নূতন বধূর নামে লিখিয়া দিবেন, দেশে তাঁহার অনেক সম্পত্তি আছে, এইরূপ কথা সকলের নিকট তিনি সর্ব্বদাই প্রকাশ করিতেন। শালী, পাত্রের অনুসন্ধান করিতে পারিলেন না। তাঁহাকে নিজে গিয়া সে কাজ করিতে হইলে, অধিক দিনের ছুটি আবশ্যক, সে ছুটি তিনি পাইলেন না। সাহেব কেবল পনর দিনের নিমিত্ত তাঁহাকে ছাড়িয়া দিতে সম্মত হইলেন। পথে তাঁহার সাত আট দিন কাটিয়া যাইবে, অবশিষ্ট কয় দিনে পাত্র অনুসন্ধান ও বিবাহ শেষ হইতে পারে না। তিনি হিসাব করিয়া দেখিলেন, যে কন্যার বয়স ষোল বৎসর হইয়াছে। রসময় বাবু ভাবিলেন যে,—“কন্যার বিবাহ আমাকে দিতেই হইবে। আর আমি তাহাকে অবিবাহিতা রাখিতে পারি না।”

নিরুপায় হইয়া দিগম্বর বাবুর সহিত তিনি সম্বন্ধ স্থির করিলেন। দিগম্বর বাবুর সহিত বিবাহের কথা যখন রসময় বাবু আমাকে প্রথম বলিয়াছিলেন, তখন তাঁহার পূর্ব্ব আচার ব্যবহার স্মরণ করিয়া, তাঁহার প্রতি আমার বড়ই অভক্তি হইয়াছিল। কিন্তু মাসীর মুখে এখন সবিশেষ বৃত্তান্ত শুনিয়া অনেকটা তাঁহাকে নির্দ্দোষ বলিয়া আমার প্রতীতি হইল। দিগম্বর বাবুর

সহিত বিবাহ স্থির করিয়া তিনি শালীকে পত্র লিখিলেন। রসময়
বাবু লিখিলেন,—“আমি কুসুমের জন্য এ স্থানে একটী পাত্র
স্থির করিয়াছি। তিনি দেশে গিয়া বিবাহ করিতে পারিবেন না।
এই স্থানে কুসুমকে আনিয়া বিবাহ দিতে হইবে। তুমি ও কুসুম
ঠিক হইয়া থাকিবে। পনর দিনের ছুটি লইয়া আমি দেশে
যাইতেছি। শীঘ্রই দেশে গিয়া তোমাদিগকে এই স্থানে লইয়া
আসিব।”

এই পত্র পাইয়া কুসুমের মাসীর মাথায় যেন বজ্রাঘাত
হইল। তিনি ভাবিলেন,—“আমি মনে করিয়াছিলাম যে,
যখন সে পাত্র অনুসন্ধান করিতে দেশে আসিবে, তখন
আমি সকল কথা তাহাকে খুলিয়া বলিব। খোট্টার দেশে যে
আবার পাত্র মিলিবে, তাহা আমি কেমন করিয়া জানিব? এখন
আমি করি কি? পাত্র ঠিক করিয়া মেয়ে লইতে সে দেশে
আসিতেছে। এখন আমি তাহাকে কি করিয়া বলি যে, ‘তোমার
মেয়ের বিবাহ হইয়া গিয়াছে, তোমার মেয়ে বিধবা হইয়াছে!”
কুসুমের মাসী অতিশয় চিন্তিত হইলেন।

এই সময় তাঁহাদের গ্রামে এক দো-পড়া মেয়ে লইয়া দলা-
দলি হইয়াছিল। সে কন্যাটীর পিতা মাতা প্রথম এক স্থানে
মেয়েটীকে বিক্রয় করে, অর্থাৎ টাকা লইয়া এক জনকে কন্যাটী
সম্প্রদান করে। কিছু দিন পরে, তাহার মাতামহের বাড়ীতে
পাঠাইয়া, তাহাকে আর একটী লোকের নিকট বিক্রয় করে। সেই
বিষয় লইয়া এখন মোকদ্দমা মামলা ও দলাদলি চলিতেছিল।
কন্যার দুই পতিতে পতিতে মোকদ্দমা, শ্বশুর জামাতায় মোকদ্দমা,
আর গ্রামের দুই পক্ষে দলাদলি। কুসুমের মাসী বাল্যকাল

হইতে যতগুলি দো-পড়া মেয়ের কথা শুনিয়াছিলেন, তাহা স্মরণ করিয়া দেখিলেন। মনে মনে তিনি বলিলেন,—"ঐ দেখ, রঘুর মা! ওর দুইবার বিবাহ হইয়াছিল। এখন কত ছেলে-পিলে হইয়াছে, সুখে-সচ্ছন্দে ঘর-কন্না করিতেছে। তার পর, আমার বাপের বাড়ীর গ্রামে সেই তিনকড়ির মা; তাহারও দুইবার বিবাহ হইয়াছিল, এখন কেমন তাহার সুখ-ঐশ্বর্য্য হইয়াছে। আমি যদি চুপ করিয়া থাকি, আর এ কাজ যদি হইয়া যায়, তাহা হইলে দো-পড়ার মত ততটা দোষের কথা হয় না।" হীরালাল নাই, সেই জন্য "ততটা" দোষের কথা হয় না। হীরালালকে তাঁহার মনে পড়িয়া গেল। একটী দীর্ঘ-নিশ্বাস তিনি পরিত্যাগ করিলেন, তাঁহার চক্ষুতে জল আসিয়া গেল।

ইহার মধ্যে একটা একাদশী পড়িল। একাদশী করিতে মাসী,—কুসীকে বার বার মানা করিতেন; কিন্তু কুসী তাহা শুনিত না। সে নিরম্বু উপবাস করিত। গ্রীষ্মকাল পড়িয়াছে, এই একাদশীর দিন সূর্য্যের বড়ই উত্তাপ হইল। একে কুসীর রুগ্নাবস্থা, তাহাতে রৌদ্রের তাপে সে দিন তাহার বড়ই যাতনা হইল। জল-পিপাসায় তাহার বুকের ছাতি ফাটিয়া যাইতে লাগিল। সমস্ত দিন কুসী মাথায় ও গায়ে জল ঢালিতে লাগিল। তাহা দেখিয়া মাসীর মনোদুঃখের আর সীমা পরিসীমা রহিল না। দোপড়া মেয়ের কথা এখন হইতে সর্ব্বদাই তাঁহার মনে জাগিতে লাগিল। তা যদি হয়, তবে এ বা নয় কেন? তিনি এইরূপ চিন্তা করিতে লাগিলেন। যাহা হউক, কি করা কর্ত্তব্য, এখনও মাসী তাহা স্থির করিতে পারিলেন না। কিন্তু পঞ্জাবে যাইবার নিমিত্ত তিনি জিনিস পত্র গুছাইতে লাগিলেন। জিনিস পত্র গুছাইতে

গুছাইতে সে ভাঙ্গা বাক্স হইতে লোচন ঘোষের চিঠি ও সেই খবরের কাগজ বাহির হইল। পোড়াইবার নিমিত্ত সেই দুই খানি কাগজ মাসী রান্না ঘরে লইয়া গেলেন। উনানে ফেলিয়া দিবার পূর্ব্বে তিনি চিঠি খানি একবার পড়িয়া দেখিলেন। তাহার পর খবরের কাগজের সেই স্থানটীও পাঠ করিলেন। সেই লাল চিহ্নিত স্থানটী পাঠ করিয়া, তিনি কাগজ খানির এদিক ওদিক দেখিতে লাগিলেন। সহসা আর একটী স্থানে তাঁহার দৃষ্টি পড়িল। আর একটী সংবাদের প্রারম্ভে বড় বড় অক্ষরে "বিধবা বিবাহ" এই দুইটী কথা লেখা ছিল। কোন স্থানে এক বিধবা বিবাহ হইয়াছিল, সংবাদরূপে সেই বিবরণ খবরের কাগজে প্রকাশিত হইয়াছিল। চিঠি ও খবরের কাগজ মাসী আর পোড়াইলেন না, কাগজ দুই খানি পুনরায় তুলিয়া রাখিলেন।

মাসী ভাবিতে লাগিলেন, তবে বিধবা বিবাহ হয়! বিদ্যাসাগরের কথা তিনি শুনিয়াছিলেন।

আমার মুখ পানে চাহিয়া কুসুমের মাসী বলিলেন, "দেখ ডাক্তার বাবু! কুসীকে আমি প্রতিপালন করিয়াছিলাম। তাহার অবস্থা দেখিয়া আমার বুক ফাটিয়া যাইতেছিল; আমি ভাবিলাম যে, ইহাতে যদি কোন পাপ থাকে তো সে পাপ আমার হউক, কুসীর যদি পুনরায় বিবাহ হয় তো হউক, তাহাতে আমি প্রতিবন্ধক হইব না। কিন্তু আমি তখন এই বলিয়া মনকে প্রবোধ দিলাম যে, ইহাতে কোন পাপ নাই। বিদ্যাসাগর মহাশয় পণ্ডিত, ধার্ম্মিক, দয়াবান্, পরোপকারী লোক ছিলেন। ইহাতে যদি পাপ থাকিত, তাহা হইলে কখনই তিনি বিধান দিতেন না।"

আমি বলিলাম,—"যে সকল বালিকা অতি অল্প বয়সে বিধবা

হয়, স্বামীর সহিত যাহাদের কখন সাক্ষাৎ হয় নাই, সংসার ধর্ম্মের বিষয়ে যাহারা কিছুই জানে না, এইরূপ বিধবা বালিকা-দিগের পুনরায় বিবাহ দিবার নিমিত্ত বিদ্যাসাগর মহাশয় বিধান দিয়াছিলেন।"

মাসী উত্তর করিলেন,—"অত শত আমি বুঝি নাই। কুসীর পুনরায় বিবাহ হইলে যে কোন পাপ হইবে না, তাহাই ভাবিয়া সে সময় আমি মনকে প্রবোধ দিলাম। আমি ভাবিলাম যে, আমি নিজে উদ্যোগ করিয়া এ কাজ করিব না। তবে হয় হউক; তাহাতে আমি আপত্তি করিব না। এইরূপ ভাবিলাম বটে, কিন্তু হীরালালের জন্য আমার মনে যে কি শোক উথলিয়া উঠিল, তাহা আর তোমাকে আমি কি বলিব! যাই হউক, আমি পঞ্জাবে আসিবার নিমিত্ত প্রস্তুত হইতে লাগিলাম, আর কুসীর নিকট এ কথা কি করিয়া বলিব, তাহাকে কিরূপে সম্মত করিব, তাহাই ভাবিতে লাগিলাম।"

নবম পরিচ্ছেদ।

তিন সত্য।

পাঁচ ছয় দিন পরে, রসময় বাবুর নিকট হইতে মাসী আর এক খানি পত্র পাইলেন। সে পত্র খানি তিনি কলিকাতা হইতে লিখিয়াছিলেন। তাহাতে তিনি বলিয়াছিলেন,—"আমি কলি-কাতায় পৌঁছিয়াছি। এস্থানে আসিয়া আর একটী বিশেষ কার্য্যে আমি ব্যস্ত আছি। সেজন্য তোমাদিগকে আনিতে আমি নিজে

যাইতে পারিব না। গ্রামের কোন লোককে সঙ্গে লইয়া তোমরা কলিকাতায় আসিবে।"

কলিকাতা আসিয়া রসময় বাবু কি এমন বিশেষ কার্য্যে ব্যস্ত হইয়াছেন? পঞ্জাবে থাকিতেই তাঁহার বিবাহের কথা হইয়াছিল। সে কন্যা দেশে ছিল। কলিকাতা আসিয়া সেই কথা পাকাপাকি হইল। তিনি কন্যা দেখিলেন। কন্যা বয়ঃস্থা ছিল, দেখিতে শুনিতেও মন্দ নয়। বরমানীর মৃত্যুর পর হইতে তাঁহার মন নিতান্ত উদাস ছিল। পুনরায় বিবাহ করিতে তাঁহার ইচ্ছা ছিল। কিন্তু নিজের নিকট নিজে তিনি সে ইচ্ছা গোপন করিতে লাগিলেন। আপনার মনকে আপনি তিনি এই বলিয়া বুঝাইলেন, "আমার বয়স হইয়াছে। এ বয়সে পুনরায় আর বিবাহ না করাই ভাল। কিন্তু, আমি যদি কেবল শালী ও কন্যাকে লইয়া পঞ্জাবে যাই, তাহা হইলে লোকে বলিবে, মেয়ে ঘাড়ে করিয়া আনিয়া বিবাহ দিল। তাহার চেয়ে যদি আমি বিবাহ করিয়া পরিবার লইয়া পঞ্জাবে যাই, আর সেই সঙ্গে আমার কন্যা ও অভিভাবক স্বরূপ বৃদ্ধা শালীকে যদি লইয়া যাই, তাহা হইলে কেহ আর সে কথা বলিতে পারিবে না।" এইরূপ তর্কবিতর্ক করিয়া রসময় বাবু আপনার মনকে বুঝাইলেন, মনকে বুঝাইয়া তিনি নিজের বিবাহের কার্য্যে ব্যস্ত হইলেন। বিবাহের পর, পঞ্জাবে যাইবার কেবল দুই দিন পূর্ব্বে, যাহাতে কুসুম ও তাহার মাসী কলিকাতায় আসিয়া উপস্থিত হয়, রসময় বাবু সেইরূপ দিন ধার্য্য করিয়া তাহাদিগকে পত্র লিখিয়াছিলেন। কলিকাতা আসিয়া রসময় বাবু এক বন্ধুর বাটীতে অবস্থিতি করিতেছিলেন। সেই স্থান হইতেই তাঁহার বিবাহ হইবে এইরূপ স্থির হইয়াছিল।

কুসুম ও তাহার মাসীকে কলিকাতায় সেই ঠিকানায় আসিতে তিনি লিখিয়াছিলেন।

কলিকাতায় এদিকে রসময় বাবুর বিবাহ হইয়া গেল, গ্রামে ওদিকে কুসুম ও তাহার মাসীর যাত্রা করিবার সময় উপস্থিত হইল। কলিকাতা যাইবার পূর্ব্ব দিন রাত্রিতে বিছানায় শয়ন করিয়া মাসী বলিলেন,—"কুসুম! মা আমার!"

কুসী উত্তর করিল,—"কি, মাসী!"

মাসী বলিলেন,—"আমি তোমাকে একটী কথা বলি?"

কুসী জিজ্ঞাসা করিল,—"কি মাসী?"

মাসী বলিলেন,—"তুমি বল, আমি যাহা বলিব, তাহা করিবে?"

কুসী কাহারও সহিত অধিক কথা কহিত না। সকল কথা তাহার কর্ণগোচর হইত কি না, তাহাও সন্দেহ। সর্ব্বদাই সে অন্যমনস্ক ভাবে থাকিত। "হাঁ" কি "না" এই দুইটী কথার অধিক সে বলিত না।

কুসী জিজ্ঞাসা করিল,—"কি মাসী?"

মাসী উত্তর করিলেন,—"আগে তুমি তিন সত্য করিয়া স্বীকার কর যে, আমি যাহা বলিব, তাহা তুমি করিবে, তবে আমি বলিব।"

কুসী বলিল,—"হাঁ মাসী!"

মাসী বলিলেন,—"তুমি আমার গায়ে হাত দিয়া বল!"

কুসী ইহার মর্ম্ম কিছুই বুঝিতে পারে নাই। মাসীর সকল কথা সে শুনিয়াছিল কি না, তাহাও সন্দেহ। মাসীর গায়ে হাত দিয়া সে বলিল,—"হাঁ, মাসী?"

মাসী বলিলেন,—"দেখ, কুসী! তোমার যে একবার বিবাহ হইয়াছিল, কলিকাতা গিয়া সে কথা তুমি তোমার বাপকে, কি কাহাকেও বলিতে পারিবে না। কেমন! বলিবে না বল?"

অন্যমনস্ক ভাবে কুসী বলিল,—"না মাসী?"

মাসী বলিলেন,—"আমার মাথা খাও, তুমি সে কথা কাহাকেও বলিবে না। যদি কেহ জিজ্ঞাসা করে যে, তুমি এক বেলা ভাত খাও কেন, তুমি মাছ খাওনা কেন, একাদশীর দিন উপবাস কর কেন, আমি সকলকে বলিব যে, কবিরাজে এইরূপ করিতে বলিয়াছে। তুমি যেন আর কিছু বলিয়া ফেলিও না।"

পুনরায় অন্যমনস্ক ভাবে কুসী বলিল,—"না মাসী!

কুসী কাহারও সহিত কথা কহে না, বুদ্ধি-শুদ্ধি-হীন এক প্রকার জড়ের মত সে হইয়া আছে। সে যে কাহাকেও কোন কথা বলিবে না, সে বিষয়ে মাসী একরূপ নিশ্চিন্ত হইলেন। কিন্তু পুনরায় তাহার বিবাহ হইবে, এই কথা শুনিলে সে কি করিবে, কি বলিবে, সে সম্বন্ধে মাসী নিশ্চিন্ত হইতে পারিলেন না। যাহা হউক, সে রাত্রিতে এই পর্য্যন্ত কথা বার্ত্তা হইল। পুনরায় যে তাহার বিবাহ হইবে, সে রাত্রিতে মাসী তাহাকে বলিলেন না।

কুসীকে লইয়া মাসী কলিকাতায় উপস্থিত হইলেন। কুসী পিতাকে গিয়া প্রণাম করিল। ছয় দিনের কন্যাকে চকিতের ন্যায় একবার তিনি দেখিয়াছিলেন। তাহার পর আজ পুনরায় তাহাকে দেখিলেন। পিতা তাহাকে নানারূপ কথা জিজ্ঞাসা করিলেন; কিন্তু কুসী ঘাড় হেঁট করিয়া তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া রহিল, কেবল "হাঁ' কি "না" বলিয়া দুই একটা প্রশ্নের উত্তর দিল। রসময় বাবু দেখিলেন যে, তাঁহার কন্যা পীড়িতা; তাহার মনের অবস্থা

বিষয়েও তাঁহার সন্দেহ জন্মিল। তাহার জ্বর-বিকারের কথা মাসী তাঁহাকে পূর্ব্বেই বলিয়াছিলেন। বাত-শ্লেষ্মা বিকারের পর কাহারও কাহারও এইরূপ হয়, তিনি তাহা শুনিয়াছিলেন। তিনি মনে করিলেন যে, বায়ু-পরিবর্ত্তন করিলে, ভালরূপ আহার পাইলে, তাহার পর বিবাহ হইলে, রোগ ভাল হইয়া যাইবে। এই সময় কুসীর বাম গালে সেই কাল দাগটীর প্রতি রসময় বাবুর দৃষ্টি পড়িল। সেই দাগটীকে ঠিক আঁচিল বলিতে পারা যায় না। আঁচিলের ন্যায় ইহা তত স্থূল নহে, তিলের মত ইহা তত ক্ষুদ্র নহে, ইহাকে সচরাচর লোকে জরুল, না কি বলে।

রসময় বাবু যে পুনরায় বিবাহ করিয়াছেন, কলিকাতায় আসিয়া মাসী তাহা জানিতে পারিলেন। নব মাতার সহিত কুসুমের সাক্ষাৎ হইল। তিনি নূতন বধূ, এক হাত ঘোমটা দিয়া থাকেন। কুসীর মনের তো ঐ অবস্থা। দুই জনে কথা বড় কিছু হইল না। কুসীর যে পুনরায় বিবাহ হইবে, কলিকাতায় থাকিতে কুসী তাহা জানিতে পারে নাই। নববধূ, হয় তো সে কথা জানিতেন না। তিনি সে বিষয়ে কুসুমকে কিছু বলেন নাই, মাসীও কিছু বলেন নাই।

পরদিন ফটোগ্রাফ গ্রহণের ধূম পড়িয়া গেল। পঞ্জাব হইতে আসিবার সময় রসময় বাবুকে দিগম্বর বাবু পৈ-পৈ করিয়া বলিয়া দিয়াছিলেন যে, কন্যার যেন ফটোগ্রাফ গৃহীত হয়। রসময় বাবু নিজের, নব বিবাহিতা পত্নীর ও কুসীর ফটোগ্রাফ লইলেন। কুসী কোনও কথাতেই নাই। তোমরা যা কর; কোন বিষয়ে আপত্তি করিবার তাহার শক্তি নাই। কিন্তু নববধূর ছবি বড় সহজে হয় নাই। মুখ খুলিতে তিনি কিছুতেই সম্মত

হন্‌ নাই। অনেক সাধ্য-সাধনায়, অবশেষে কিছু তিরস্কারের পর তবে এ কাজ হইয়াছিল।

রসময় বাবু সপরিবারে পঞ্জাব আসিবার নিমিত্ত যাত্রা করিলেন। পথে লাহোরে আমার সহিত সাক্ষাৎ হইল।

উজিরগড়ে উপস্থিত হইয়া, বিবাহের কথা ক্রমে ক্রমে কুসীর কাণে উঠিল। সহজেই কুসী স্তম্ভিত ছিল, এই কথা শুনিয়া সে আরও স্তম্ভিত হইল। স্তম্ভিত সামান্য কথা, চলিত কথায় যেমন বলে—"আক্কেল গুড়ুম," কুসীর তাহাই হইল।

রাত্রিতে মাসীর নিকট কুসী শয়ন করিত। সেই রাত্রিতেই সে মাসীকে বলিল,—"মাসী, এ কি কথা শুনিতে পাই?"

মাসী জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কি কথা?"

কুসী উত্তর করিল,—"আবার বে!"

মাসী বলিলেন, —"হাঁ আমি তোমার পুনরায় বিবাহ দিব।"

কুসী বলিল,—"ছি মাসী! ও কথা মুখে আনিও না।"

মাসী বলিলেন,—"কুসী! তুমি আমার কাছে তিন সত্য করিয়াছ; আমার গায়ে হাত দিয়া বলিয়াছ যে, আর একবার তোমার যে বিবাহ হইয়াছিল, সে কথা তুমি কাহাকেও বলিবে না।"

কুসী বলিল,—"কিন্তু আবার বে করিব, এ কথা তো বলি নাই।"

মাসী বলিলেন,—"তা বল আর নাই বল, আমরা তোমার পুনরায় বিবাহ দিব।"

কুসী বলিল,—"মাসী! এ কাজ কিছুতেই হইবে না।"

মাসী বলিলেন,—"দেখ কুসি! ছয় দিনের মেয়ে আমার

হাতে দিয়া তোমার মা চলিয়া গেল। সেই অবধি আমি তোমাকে প্রতিপালন করিয়াছি। প্রাণের অপেক্ষা তোমাকে আমি ভালবাসি। আজ দুই বৎসর তোমার মুখ পানে চাহিয়া আমার বুক ফাটিয়া যাইতেছে। তোমার এ অবস্থা আমি আর দেখিতে পারি না। তোমার ভালর জন্য আমি এ কাজ করিতেছি।"

কুসী পুনরায় বলিল,—"না মাসী! এ কাজ কিছুতেই হইবে না।"

মাসী বলিলেন,—"পূর্ব্বের কথা কিছুতেই প্রকাশ হইবে না। রামপদ নাই, সে কথা আর কেহ জানে না। তোমার যে একবার বিবাহ হইয়াছিল, তোমার বাপ তাহা জানে না। তাহাকে আমি সে কথা বলি নাই। তোমাকে আইবুড়ো মনে করিয়া, সে এই বিবাহের আয়োজন করিয়াছে। ভাল বর ঠিক হইয়াছে। সে তোমাকে ভাল ভাল কাপড় দিবে, ভাল ভাল গহনা দিবে, তোমার নামে কোম্পানীর কাগজ লিখিয়া দিবে।"

কুসী বলিল,—"না, মাসী! এ কাজ কিছুতেই হইবে না।"

মাসী বলিলেন,—"এখন আর কি করিয়া বন্ধ হইবে? এখন যদি আমি গিয়া তোমার বাপকে বলি যে, কুসীর আর একবার বিবাহ হইয়াছিল, তাহা হইলে সে কি মনে করিবে! তাহাকে না বলিয়া পূর্ব্বে তোমার বিবাহ দিয়াছি, তাহার পর সে বিবাহ আমি এত দিন গোপন করিয়াছি. এ জন্য তোমার বাপ চাই কি আমাকে বাড়ী হইতে তাড়াইয়া দিতে পারে। এ বৃদ্ধ বয়সে তাহা হইলে আমি কোথায় যাইব! তোমার কি ইচ্ছা যে, আমি দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া বেড়াই?"

কুসী চুপ করিয়া রহিল।

মাসী পুনরায় বলিলেন,—"দেখ, কুসী! এখন আর উপায় নাই। এ কাজ আর বন্ধ হয় না। এখন যদি তুমি তোমার বাপকে বলিয়া দাও, তাহা হইলে এ মুখ আর আমি কাহাকেও দেখাইতে পারিব না। আমি তাহা হইলে গলায় দড়ি দিয়া মরিব।"

কুসী চুপ করিয়া রহিল। অনেকক্ষণ চুপ থাকিয়া কুসী বলিল,—"মাসী! তুমি যাহা বলিলে, আমি তাহা শুনিলাম। এখন আমি যাহা বলি, তুমি তাহা শুন। এ বিবাহ কিছুতেই হইবে না। এ কাল বিবাহ হইবার পূর্ব্বেই আমি মরিয়া যাইব।"

মাসীর সহিত এতক্ষণ কুসী যে ভাবে কথা কহিল, তাহাতে তাহার মনের যে কিছু বৈলক্ষণ্য ঘটিয়াছিল, তাহা বোধ হয় না। কুসী পাগল হয় নাই, বায়ুগ্রস্ত হয় নাই, এই দুই বৎসর সে দুঃখ-সাগরে নিমগ্ন ছিল। দুঃখের ভারে তাহার হৃদয় একেবারে ভগ্ন হইয়া গিয়াছিল। সে অবস্থায় পৃথিবীর কোন বিষয়ে সে আর কি করিয়া লিপ্ত হয়! কি করিয়া সে আর লোকের সহিত কথা কয়! তাহার চক্ষু, তাহার কর্ণ, তাহার বাক্‌শক্তি, তাহার মন, তাহার প্রাণ, সর্ব্বদা সেইখানে ছিল,—সেই যেখানে হীরালাল।

যদি সন্ন্যাসী ঠাকুর না আসিতেন, তাহা হইলে আমার বোধ হয়, কুসী আজ রাত্রিতেই মারা পড়িত। "আমি অমুক দিন মারা পড়িব," এইরূপ ভাবিয়া অনেক লোক মারা পড়িয়াছে। কিম্বা "তুমি অমুক দিন মারা পড়িবে," এইরূপ শুনিয়াও অনেক লোক মারা পড়িয়াছে। এক প্রকার বিদ্যা আছে তাহাকে হিপনটিসম্ (Hypnotism) বলে; তাহাতে মানুষের মনের অবস্থা পরিবর্ত্তিত করিতে পারা যায়। তাহার মনের অবস্থা পরিবর্ত্তন

করিয়া, তাহাকে তুমি যেরূপ চিন্তা করিতে বলিবে, যে কাজ করিতে বলিবে, সে তাহা করিবে। এইরূপ মনের অবস্থা কোন কোন লোকের নিজে নিজেই হয়। তখন সে যেরূপ চিন্তা করে, কার্য্যে তাহা পরিণত হয়। ইহাকে স্বতঃপ্রবৃত্ত (Self-suggestion) বলে। কুসীরও বোধ হয়, তাহাই ঘটিয়াছিল। যে দিন হইতে সে বিবাহের কথা শুনিয়াছিল, সেই দিন হইতে সে আরও শীর্ণ, আরও দুর্ব্বল, আরও বিবর্ণ হইতে লাগিল।

বিবাহের আয়োজন হইতে লাগিল বটে, কিন্তু তাহার জন্য সে ভীত হইল না। আর একবার যে তাহার বিবাহ হইয়াছিল, সে কথা সে প্রকাশ করিল না। সে নিশ্চয় বুঝিয়াছিল যে, এ বিবাহের পূর্ব্বেই সে মরিয়া যাইবে। পিতার মিছামিছি টাকা খরচ হইতেছে, সে জন্য সে দুঃখিত হইল। তাহার মাসীকে ও তাহার নূতন মাকে সে জন্য সে সর্ব্বদা বলিত,—"এ সব কেন! আমি পূর্ব্বেই মরিয়া যাইব।" সাহস করিয়া এক দিন তাহার পিতার নিকটে গিয়াও সে এই কথা বলিয়াছিল। কিন্তু তাহার কথা কেহই শুনিলেন না। সে বায়ুগ্রস্ত হইয়াছে, বিবাহ হইলেই সব ভুলিয়া যাইবে, এই কথা বলিয়া পিতা ও মাসী তাহার কথা উড়াইয়া দিলেন। এই অবস্থায় আমি রসময় বাবুর বাড়ীতে গিয়া উপস্থিত হইলাম।

মাসীর বিবরণ সমাপ্ত হইল। পুনরায় বলি যে, মাসীর এই পূর্ব্ব বিবরণ আমি আমার নিজের ভাষায় প্রদান করিলাম। এই বিবরণ সম্বন্ধে আমি নিজে যাহা দেখিয়াছি ও ইহার পরে অন্যান্য লোকের মুখ হইতে যাহা অবগত হইয়াছি, তাহাও যথাস্থানে সন্নিবেশিত করিয়াছি।

দশম পরিচ্ছেদ।

ভগবান্ রক্ষা করিয়াছেন।

মাসীর কথা সমাপ্ত হইলে, আমি তাঁহাকে বলিলাম যে,—"তবে এখন বাড়ী চলুন!"

মাসী উত্তর করিলেন,—"বাড়ী! রায় মহাশয়ের বাড়ীতে আর আমি যাইব না। এ পোড়া-মুখ আর সেখানে আমি দেখাইব না।"

আমি বলিলাম,—"কুসীর একবার বিবাহ হইয়া গিয়াছে শুনিলে রসময় বাবু রাগ করিবেন বটে, কিন্তু আপনি কুসীর ভালর জন্য চেষ্টা করিয়াছিলেন। যাহা হউক, কুসীর আজ যখন বিবাহ হইয়া যায় নাই, তখন বিশেষ কোন ক্ষতি হয় নাই। সে জন্য আমি তাঁহাকে সান্ত্বনা করিতে পারিব। আমি নিশ্চয় বলিতেছি যে, তিনি আপনাকে একটী কথাও বলিবেন না। আর একটী কথা, কুসীর যে একবার বিবাহ হইয়া গিয়াছে, সে কথা এখন তাঁহাকে বলিবার বা আবশ্যক কি? পুনরায় যখন তিনি পাত্রের অনুসন্ধান করিবেন, সেই সময় তাঁহাকে বলিলেই চলিবে।"

মাসী বলিলেন,—"তোমার কথা আমি বুঝিতে পারি না। তুমি বলিতেছ যে, কুসীর পূর্ব্ব বিবাহের কথা প্রকাশ হয় নাই। তবে দিগম্বর বাবুর সহিত তাহার বিবাহ বন্ধ হইল কি করিয়া?"

আমি উত্তর করিলাম,—"আপনি তা জানেন না? না,—তখন আপনি সে স্থানে ছিলেন না। আপনি বাড়ীর ভিতর চলিয়া গিয়াছিলেন। দিগম্বর বাবুর স্ত্রী আছেন। তাঁহার গৃহ শূন্য

হয় নাই, সে মিথ্যা কথা। ফাকি দিয়া তিনি এই বিবাহ করিতে-ছিলেন। তাঁহার সেই স্ত্রী আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। বাপ্! এমন মেয়ে মানুষ কখন দেখি নাই। তাহার পর সঙ্গে যে দাসীটী আনিয়াছেন, সেও এক ধনুর্দ্ধর। এ বলে আমায় দেখ, ও বলে আমায় দেখ। আমি মনে করিলাম, সভার মধ্যেই বা দিগম্বর বাবুকে তিনি ঝাঁটা-পেটা করেন! যাহা হউক, সেই জন্য বিবাহ বন্ধ হইয়া গিয়াছে।"

মাসী জিজ্ঞাসা করিলেন,—"আর—সন্ন্যাসী?"

আমি উত্তর করিলাম,—"তিনি কুসীর চিকিৎসা করিতে-ছেন। কুসীকে তিনি অনেকটা ভাল করিয়াছেন। এখন আপনি বাড়ী চলুন। পূর্ব্ব কথা প্রকাশ পায় নাই, কুসীর আজ পুনরায় বিবাহ হয় নাই, বিশেষ কোন ক্ষতি হয় নাই। মনে করিয়া দেখুন, আপনার কত পুণ্য বল! ভগবান্ রক্ষা করিয়াছেন।"

মাসী উত্তর করিলেন,—"ভগবান রক্ষা করিয়াছেন, সে বিষয়ে আর কোন সন্দেহ নাই। প্রথম লগ্নে যদি বিবাহ হইয়া যাইত, তাহা হইলে যে কি হইত! ভগবান্ রক্ষা করিয়াছেন। কিন্তু রায় মহাশয়ের বাটীতে আমি আর যাইব না। তুমি পাগল তাই আমাকে যাইতে বলিতেছ। তুমি বাটী ফিরিয়া যাও। আমি কাশী যাইব। তোমার টিকিট কিনিয়া দিতে হইবে না। আমি আপনি কিনিতে পারিব।"

এখন আমি একটু প্রতারণা করিলাম। জানিয়া শুনিয়া আমি কখন মিথ্যা কথা বলি না, কি কাহারও সহিত প্রতারণা করি না। কিন্তু আজ আমি তাহা করিয়া ফেলিলাম। যদিচ

ভ্রমের জন্য আমি সে কাজ করিলাম, তথাপি সে কথা মনে হইলে এখনও আমার লজ্জা হয়।

আমি বলিলাম,—"তা কি কখন হয়! আপনি স্ত্রীলোক, এ বিদেশ, ভয়ঙ্কর দেশ! এই রাত্রি কালে এস্থানে আমি আপনাকে একেলা ছাড়িয়া যাইতে পারি না। একা দাঁড়াইয়া আছে; চলুন ষ্টেশনে যাই, সেই স্থানে গিয়া চলুন বসিয়া থাকি। তাহার পর গাড়ীর সময় হইলে টিকিট কিনিয়া আপনাকে আমি গাড়িতে বসাইয়া দিব।"

মাসী বলিলেন,—"এখনও অনেক বিলম্ব আছে। এত আগে থাকিতে গিয়া কি হইবে?"

আমি বলিলাম,—"এ স্থানে বসিয়া থাকিলেই বা কি হইবে? তাহা অপেক্ষা চলুন ষ্টেশনে গিয়া বসিয়া থাকি।"

মাসী সে কথায় সম্মত হইলেন। একাওয়ালাকে আমি প্রস্তুত হইতে বলিলাম। সেই সময় তাহাকে গোপন ভাবেও কিছু উপদেশ দিলাম। মাসী একার উপর উঠিলেন। আমিও উঠিয়া তাঁহার এক পার্শ্বে বসিলাম। একাওয়ালা একা হাঁকাইয়া দিল। একা দ্বিগুণ বেগে দৌড়িতে লাগিল।

কিছুক্ষণ পরে মাসী বলিলেন,—"ষ্টেশন যে অতি নিকটে! সে স্থানে পৌঁছিতে এত বিলম্ব হইতেছে কেন?"

আমি কোন উত্তর করিলাম না।

একা দ্রুতবেগে চলিতে লাগিল। অল্পক্ষণ পরে মাসী পুনরায় বলিলেন,—"আমি বুঝিতে পারিয়াছি। ফাকি দিয়া তুমি আমাকে বাড়ী লইয়া যাইতেছ। কিছুতেই আমি বাড়ী যাইব না। গাড়িওয়ালা! গাড়িওয়ালা! দাঁড়া! আমি নামিয়া যাই।"

আমি একাওয়ালার গা টিপিলাম। মাসীর কথা সে শুনিল না। একা দ্রুতবেগে চলিতে লাগিল। আমি তাঁহাকে বলিলাম,—"দেখুন! রসময় বাবুর আপনি অনেক ঘাড় হেঁট করিয়াছেন, আজ এই বিবাহ-সভায় যে কাণ্ড হইয়াছে, ভদ্রলোকের ঘরে সেরূপ কখন হয় না। রসময় বাবু পূর্ব্বে যে সব পাপ করিয়াছেন, মেয়ের যে এত দিন খোঁজ-খপর তিনি লন্ নাই, সেই সকল পাপের ফল আজ তিনি বিলক্ষণ ভোগ করিয়াছেন। আর কেলেঙ্কারি করিবেন না, আর তাঁহার মাথা কাটিবেন না।"

মাসী উত্তর করিলেন,—"তুমি জান না, তাই এমন কথা বলিতেছ। সে স্থানে আর আমি কিছুতেই যাইব না।"

এই কথা বলিয়া মাসী পাগলিনীর মত হইয়া একা হইতে লাফাইয়া পড়িবার উপক্রম করিলেন। আমি বড়ই বিপদে পড়িলাম। আমি তাঁহাকে ধরিয়া রাখিতে পারি না।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

হিপ্ হিপ্ হুরে।

এই সময় যে স্থানে একা গিয়া উপস্থিত হইল, সে স্থানে এক অপূর্ব্ব দৃশ্য আমাদের নয়ন-গোচর হইল। সেই দৃশ্য দেখিয়া মাসী একাতে স্থির হইয়া বসিলেন। একাওয়ালাকে আমি একা থামাইতে বলিলাম। যে দৃশ্যটী আমাদের নয়ন-গোচর হইল তাহা এই,—আমরা দেখিলাম যে, একদল বাঙ্গালি ষ্টেশন অভিমুখে আসিতেছেন। একা যখন স্থির হইয়া দাঁড়াইল, তখন দেখিলাম

যে, তাঁহারা সেই বরযাত্রীদল। সেই দলের আগে আগে বিরস-বদনে সভয়-মনে দিগম্বর বাবু চলিয়াছেন। তাঁহার মুখ ঈষৎ হাঁ হইয়া গিয়াছে, বেশ আলু-থালু হইয়াছে, আঁকা-বাঁকা পা ফেলিতে ফেলিতে হেলিতে-দুলিতে হ্যালা-পাগলার মত তিনি চলিয়াছেন। তাঁহার ঠিক পশ্চাতে এক ধারে বিন্দী ও অন্য ধারে গলা-ভাঙ্গা দিগম্বরী। বিন্দীর হাতে একটী ছাতি, দিগম্বরীর হাতে একগাছি ঝাঁটা। ঝাঁটা গাছটী তিনি বোধ হয় সঙ্গে করিয়া আনেন নাই, রসময় বাবুর বাটী হইতে সংগ্রহ করিয়া থাকিবেন। লোকে ঠিক যেমন মহিষকে তাড়াইয়া লইয়া যায়, বিন্দী ও তিনি সেইরূপ দিগম্বর বাবুকে তাড়াইয়া লইয়া যাইতেছেন। বিন্দী ও দিগম্বরীর পশ্চাতে এক ধারে ছোট্টু সিং অন্য ধারে কিষ্টা। ছট্টুর হাতে গহনার বাক্স, আর কিষ্টার হাতে দিগম্বর বাবুর পোষাক রাখিবার কারপেটের ব্যাগ। ইহাদের পশ্চাতে বরযাত্রীগণ। বরযাত্রীগণের মধ্যে কেহ কেহ উলু দিতেছিলেন, কেহ কেহ পোঁ পোঁ করিয়া মুখে শঙ্খ বাজাইতেছিলেন, কেহ কেহ বা ইংরাজী ধরণের "হিপ্ হিপ হুরে! হিপ্ হিপ্ হুরে!" জয়ধ্বনি করিতেছিলেন। সকলের পশ্চাতে জন কত লোক চেঙ্গারি মাথায় করিয়া আসিতেছিল।

ইহাঁদের সঙ্গে একজন সিপাহী ছিল। বাবুদিগকে সে বার বার চুপ করিতে অনুরোধ করিতেছিল। সে বলিতেছিল,—"বাবু-সাহেব! আপলোক আএসা গোলমাল ন কিজিয়ে! ইয়ে ছাউনি হায়। বড়ি খারাপ জায়গা। রসময় বাবু, সাহেব সে হুকুম লিয়া সচ, মগর আএসা গোলমাল করনে সে কুছ বখেড়া উঠেগা।"

আমি পুনরায় বলিয়া রাখি। যে স্থানে এই সমুদয় ঘটনা ঘটিয়াছে, তাহার প্রকৃত নাম আমি প্রদান করি নাই। স্থান সম্বন্ধে কেহ আমার ভুল ধরিবেন না।

এই ব্যাপার দেখিয়া আমি আশ্চর্য্য হইলাম। দিগম্বর বাবু ও তাঁহার পরিচালিকাগণ একটু অগ্রসর হইলে আমি একজন বরযাত্রীকে ডাকিলাম। পাছে মাসী পলায়ন করেন, সেই ভয়ে আমি এক্কা হইতে নামিতে সাহস করিলাম না। কতকগুলি বরযাত্রী আসিয়া আমার এক্কা ঘিড়িয়া দাঁড়াইলেন। রাত্রি দুই প্রহরের সময় বিদেশে, এরূপ কঠোর স্থানে, পথের মাঝে গোল করিতে আমি তাঁহাদিগকে প্রথম নিষেধ করিলাম।

তাহার পর আমি জিজ্ঞাসা করিলাম,—"আপনারা ইহার মধ্যে চলিয়া আসিলেন কেন? আহারাদি করিয়া তাহার পর আসিলে ভাল হইত না? গাড়ির এখন অনেক বিলম্ব আছে!"

এক জন বরযাত্রী উত্তর করিলেন,—"আজ যে অভিনয় দেখিয়াছি, তাহাতে পেট ভরিয়া গিয়াছে, আহারাদির আর আবশ্যক নাই।"

আর একজন বলিলেন,—"না মহাশয়! আপনি সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাকুন। ঐ সকল ঘটনার পর সে স্থানে আর থাকা আমরা উচিত বোধ করিলাম না। বিশেষতঃ পাছে গলা-ভাঙ্গা ঠাকুরাণী কোনরূপ একটা ঢলাঢলি করিয়া বসেন, সেই ভয়ে আরও আমরা চলিয়া আসিলাম। তিনি না করিতে পারেন, এমন কাজ নাই। সঙ্গে আবার বিন্দী আছে। সেও একজন নাম-জাদা সেপাই। আমরা বরযাত্রী আসিয়াছি, সেই অপরাধে আমাদিগকেও হয় তো দিগম্বরী প্রহার করিতে পারেন।

আহারাদির বিষয়ে আপনার কোন চিন্তা নাই, রসময় বাবু প্রচুর খাদ্য সামগ্রী আমাদিগকে দিয়াছেন। চেঙ্গারি করিয়া ঐ দেখুন, লোকে তাহা লইয়া যাইতেছে। ষ্টেশনের নিকটে গাছতলায় বসিয়া আমরা সকলে আহার করিব। তাহার পর প্রাতঃকালের গাড়িতে চলিয়া যাইব।”

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম,—“রসময় বাবুর কন্যা এখন কেমন আছে ?”

বরযাত্রী উত্তর করিলেন,—“কন্যা এখন বেশ আছে। একবার সন্ন্যাসী তাহার কাণে-কাণে কি বলিলেন, তাহাতে তাহার মুখে একটু হাসিও দেখিয়াছিলাম। রসময় বাবু তাহাকে এখন বাটীর ভিতর লইয়া গিয়াছেন। সন্ন্যাসীও বাটীর ভিতর গিয়াছিলেন। শুনিলাম যে, কন্যা গুড়-বুড় করিয়া তাঁহার সহিত অনেক কথোপ-কথনও করিয়াছিল। সন্ন্যাসীর ক্ষমতা আছে বলিতে হইবে।”

আর একজন বরযাত্রী বলিলেন,—“কন্যার রোগও হয় নাই, মূর্চ্ছাও হয় নাই, সব ঠাট। বরের রূপ-গুণের কথা শুনিয়া সে এইরূপ ঠাট করিয়া পড়িয়াছিল। তাহার পর, নবীন তপস্বীকে পাইয়া, নবীন তপস্বিনী হইবার সাধে তাহার রোগ ভাল হইয়া গিয়াছে, হাসি দেখা দিয়াছে, কথা ফুটিয়াছে। দিগম্বরী নম্বর টু হইতে তাহার ইচ্ছা নাই।”

সে কথার আর আমি কোন উত্তর করিলাম না। এক্কা-ওয়ালাকে পুনরায় এক্কা হাঁকাইতে বলিলাম। যাইতে যাইতে আমি মাসীকে বলিলাম,—“শুনিলেন তো! কুসী ভাল আছে। আপনাকে কেহ কিছু বলিবে না, সে ভয় আপনি করিবেন না, সে ভার আমার রহিল।”

মাসী কোন উত্তর করিলেন না। আমি দেখিলাম যে তিনি কাঁদিতেছেন। আমি তাঁহাকে আর কিছু বলিলাম না।

রসময় বাবুর বাটীতে এক্কা আসিয়া উপস্থিত হইল। আমি দেখিলাম যে, তিনি দ্বার বন্ধ করিয়া দিয়াছেন। দ্বার ঠেলিয়া আমি ডাকিতে লাগিলাম। তাঁহার পঞ্জাবি চাকর আসিয়া দ্বার খুলিয়া দিল। এক্কাওয়ালাকে তাহার ভাড়া দিয়া, মাসীকে সঙ্গে লইয়া, আমি বাটীর ভিতর প্রবেশ করিলাম। বাহির বাটীতে দেখিলাম যে জন-প্রাণী নাই। কিছুক্ষণ পূর্ব্বে যে স্থান লোকের কলরবে পূর্ণ ছিল, এখন সেই স্থান নির্জ্জন ও নিস্তব্ধ হইয়াছিল। খিড়কি দ্বার দিয়া আমরা দুই জনে একেবারে ভিতর বাড়ীতে যাইলাম। মাসী একটী ঘরে প্রবেশ করিয়া দ্বার বন্ধ করিয়া দিতে উদ্যত হইলেন। বোধ হয়, সে ঘরটী তাঁহার। বাহির হইতে আমি দ্বার ঠেলিয়া ধরিলাম।

আমি বলিলাম,—"দ্বারে খিল দিতেছেন কেন?"

মাসী উত্তর করিলেন,—"তোমার সে ভয় নাই, আমি আত্ম-হত্যা করিব না। অনেক পাপ করিয়াছি। সে পাপ আর করিব না।"

আমি দ্বার ছাড়িয়া দিলাম। মাসী দ্বার বন্ধ করিয়া দিলেন। কিন্তু তৎক্ষণাৎ পুনরায় ঈষৎ একটু খুলিয়া আমাকে তিনি ডাকিলেন। আমি তাঁহার নিকট ফিরিয়া যাইলাম।

মাসী বলিলেন,—"একটা কথা তোমাকে জিজ্ঞাসা করি।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম,—"কি কথা"?

মাসী উত্তর করিলেন,—"তুমি না আমাকে বলিয়াছিলে, যে কাশীতে তুমি কুসীর বাবুকে দেখিয়াছিলে?"

আমি উত্তর করিলাম,—"হাঁ! কাশীতে আমি তাহাকে দেখিয়াছিলাম।"

মাসী বলিলেন,—"সন্ন্যাসীকে গিয়া একবার ভাল করিয়া দেখ।"

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

ওটা ঠাওর হয় নাই।

এই বলিয়া মাসী ঝমাং করিয়া কপাট বন্ধ করিয়া দিলেন। আমি এমনি বোকা যে, তবুও মাসীর কথা বুঝিতে পারিলাম না। সন্ন্যাসী ও রসময় বাবু বৈঠকখানায় আছেন শুনিয়া আমি সেই স্থানে গমন করিলাম। সে স্থানে গিয়া দেখিলাম যে, কেবল তাঁহারাই দুই জনে আছেন, অন্য কোন লোক নাই। তাঁহাদের দুই জনে কথোপকথন হইতেছিল। বৈঠকখানায় গিয়া আমি যাই পদার্পণ করিয়াছি, আর সন্ন্যাসী ঠাকুর শশব্যস্ত হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন, তাহার পর আমার নিকটে আসিয়া আমাকে প্রণাম করিয়া আমার পদধূলি গ্রহণ করিলেন।

আমি বলিলাম,—"ও কি করেন! ও কি করেন! বয়সে ছোট হইলে কি হয়, আপনি সন্ন্যাসী, আপনি নারায়ণ।"

সন্ন্যাসী হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন। তাহার পর তিনি বলিলেন,—"আপনি যে আমাকে চিনিতে পারেন নাই, প্রথমেই তাহা আমি বুঝিয়াছিলাম।"

এইবার আমি ভালরূপে সন্ন্যাসীকে নিরীক্ষণ করিয়া দেখিলাম। ভালরূপে তাঁহাকে দেখিয়া বিস্ময়ে ও আনন্দে

আমার হৃদয় পূর্ণ হইয়া গেল। আশ্চর্য্য হইয়া আমি জিজ্ঞাসা করিলাম,—"কেও বাবু!"

"হাঁ, আমি সেই কাশীর বাবু," এই কথা বলিয়া সন্ন্যাসী পুনরায় আমাকে প্রণাম করিল ও পুনরায় আমার পদধূলি লইল। কুসুমের মাসী বাড়ী ফিরিতে কেন এত আপত্তি করিতেছিলেন, কেন আমাকে বার বার পাগল বলিতেছিলেন, তাহার অর্থ এখন আমি বুঝিতে পারিলাম। সন্ন্যাসি-বেশে হীরালাল উপস্থিত হইবামাত্র তিনি তাহাকে চিনিতে পারিয়াছিলেন। সেই জন্য বিবাহ সভা হইতে তিনি তৎক্ষণাৎ উঠিয়া গিয়া, রসময় বাবুর স্ত্রীর নিকট হইতে টাকা লইয়া বাড়ী হইতে পলায়ন করিয়াছিলেন। হীরালালকে কি করিয়া পুনরায় তিনি মুখ দেখাইবেন, সেই ভয়ে তিনি এত কাতর হইয়াছিলেন।

কুসুমও যে হীরালালকে চিনিতে পারিয়াছিল, তাহাও আমি এখন বুঝিতে পারিলাম। বাবুর কণ্ঠস্বর তাহার পক্ষে মহৌষধ-স্বরূপ হইয়াছিল। সেই ঔষধের বলেই তাহার চৈতন্য উৎপাদিত হইয়াছিল। চেতন হইয়া সহজে তাহার মনে প্রতীতি হয় নাই যে, মৃত মানুষ পুনরায় ফিরিয়া আসিয়াছে। সে জন্য সে বারবার নিরীক্ষণ করিয়াছিল ও চক্ষু মুদ্রিত করিয়া চিন্তা করিয়াছিল। অবশেষে যখন তাহার মনে প্রতীতি হইল যে, এই সন্ন্যাসী সত্য সত্যই তাহার বাবু, তখন সে আপনার হাতটী তাহার গলায় দিল, আপনার মস্তকটী তাহার বক্ষঃস্থলে রাখিল, যেন এ জীবনে আর তাহা হইতে সে বিচ্ছিন্ন হইবে না।

আমি যে বাবুকে চিনিতে পারি নাই, তাহার কারণ এই যে, কাশীতে অল্পক্ষণের নিমিত্ত আমি কেবল দুই তিন বার তাহাকে

দেখিয়াছিলাম। তাহার পর তখন তাহার গোঁপ দাড়ি উঠে নাই। এখন নবীন শ্মশ্রু দ্বারা তাহার মুখমণ্ডলের অধোদেশ আবৃত হইয়াছিল। পথশ্রমে তাহার সে উজ্জ্বল কান্তিও অনেকটা মলিন হইয়া গিয়াছিল।

রসময় বাবু আমাকে বলিলেন,—"জামাইবাবু আমাকে সকল কথা বলিয়াছেন। এরূপ ঘটনা উপন্যাসেও দেখিতে পাই না। এত অপমান এত লাঞ্ছনার পর, আমার যে আবার সুখ হইবে, তাহা আমি স্বপ্নেও ভাবি নাই। এখন কুসুমের মাসী বাড়ী আসিলেই হয়, তাহা হইলে আমার সকল চিন্তা দূর হয়। তাঁহাকে আপনি খুজিয়া পান নাই?"

আমি উত্তর করিলাম,—"হাঁ। তাঁহাকে আমি বাড়ী আনিয়াছি। বাবু! তুমি গিয়া তাঁহাকে প্রবোধ দাও। আমাদের কথায় হইবে না। তোমাকে কি করিয়া তিনি মুখ দেখাইবেন, সেই লজ্জায় তিনি অভিভূত হইয়া আছেন। দ্বার বন্ধ করিয়া ঘরের ভিতর তিনি পড়িয়া আছেন। চল বাবু! তাঁহাকে তুমি সান্ত্বনা করিবে চল। রসময় বাবু! আপনি আসিবেন না।"

বাবু আমার সহিত চলিল। দ্বারে ধাক্কা মারিয়া কুসুমের মাসীকে আমি ডাকিতে লাগিলাম। আমি বলিলাম,—"বিশেষ একটা কথা আছে, দ্বার একবার খুলিয়া দিন।"

আমার কণ্ঠস্বর শুনিয়া তিনি দ্বার খুলিয়া দিলেন। যাই তিনি দ্বার খুলিলেন, আর বাবু গিয়া তাঁহার পায়ে পড়িল। মাসী পূর্ব্ব হইতেই রোদন করিতেছিলেন, এখন আরও কাঁদিতে লাগিলেন। তাঁহার কান্না দেখিয়া, বাবুও কাঁদিয়া ফেলিল।

কিছুক্ষণ পরে বাবু বলিল,—"মাসী মা! আর কাঁদিও না।

আমি যে পুনরায় বাঁচিয়া আসিয়াছি, সে জন্য এখন আহ্লাদ করিবার সময়, এখন কাঁদিবার সময় নয়।”

কাঁদিতে কাঁদিতে মাসী বলিলেন,—“এ পোড়া মুখ আমি তোমাকে কি করিয়া দেখাইব। আমার মরণ কেন হইল না।”

বাবু বলিল,—“কেন মাসী মা! হইয়াছে কি! এ সমুদয় আমার দোষ। আমি যদি না মিথ্যা সংবাদ দিতাম, তাহা হইলে তো আর এরূপ হইত না! যাহা হউক, কুসী যে মারা যায় নাই, তাহাই আমার সৌভাগ্য!”

মাসী কোন উত্তর করিলেন না। নীরবে কাঁদিতে লাগিলেন।

বাবু পুনরায় বলিল,—“কুসীকে আপনি বড় ভাল বাসেন। কুসীর ভালর জন্য আপনি এ কাজ করিতে গিয়াছিলেন। আমি হইলে, আমিও বোধ হয় ঐরূপ করিতাম। তাহাতে আর কান্না কি? সমুদয় আমার দোষ। সে যাহা হউক, এখন আমার বড় ক্ষুধা পাইয়াছে। সন্ন্যাসীর বেশে আজ দুই বৎসর মাঠে ঘাটে বেড়াইতেছি। চল, মাসীমা! আমাকে খাবার দিবে চল। তুমি নিজে আমাকে খাবার দিবে, তুমি আমার কাছে বসিয়া থাকিবে, তবে আমি আহার করিব, তা না হইলে আমি আহার করিব না। আমার বড় ক্ষুধা পাইয়াছে, মাসী মা! না খাইতে পাইয়া, এই দেখ আমি কত রোগা হইয়া গিয়াছি।”

পথ-শ্রান্তিতে হীরালাল নিতান্ত শ্রান্ত আছে, না খাইতে পাইয়া তাহার শরীর কৃশ হইয়া গিয়াছে, এখন তাহার বড় ক্ষুধা পাইয়াছে, এরূপ কথা শুনিয়া মাসী আর চুপ করিয়া থাকিতে পারিলেন না। চক্ষু মুছিতে মুছিতে তৎক্ষণাৎ তিনি উঠিয়া দাঁড়াইলেন। আহারীয় সামগ্রী আয়োজন করিয়া, কাছে বসিয়া

হীরালালকে তিনি আহার করাইলেন। সেই আহারের সময় নানারূপ কথা হইল।

পর দিন আমি হীরালালকে বলিলাম,—"তুমিতো বড় naughty boy (বদ্ ছোকরা) দেখিতে পাই। আচ্ছা কীর্ত্তি তুমি করিয়াছ। কোন্ বিবেচনায় তুমি এরূপ মিথ্যা মৃত্যু-সংবাদ দিলে? দৈব বলে কেবল কুসী বাঁচিয়া গিয়াছে। সে যদি মরিয়া যাইত, তাহা হইলে কি হইত?"

হীরালাল উত্তর করিল,—"আমি যে বড় মন্দ কাজ করিয়াছি, সে বিষয়ে আর কোন সন্দেহ নাই। এতদূর যে হইবে, তাহা আমি বুঝিতে পারি নাই। হাতে সূতা বাঁধা সম্বন্ধে কাল রাত্রিতে দিগম্বর বাবু যাহা বলিয়াছিলেন, এ বিষয়ে আমারও সেই কথা,—ওটা আমার মাথার হয় নাই।"

দিগম্বর বাবুর ঠাওর স্মরণ করিয়া আমি হাসিয়া ফেলিলাম। আমি বলিলাম,—"বাবু! তুমি যে কাজ করিয়াছ, তাহার উপযুক্ত দণ্ড কিছু হয় নাই। দিগম্বর বাবু কুসীকে বিবাহ করিয়া লইয়া যাইতেন, তাহা হইলে ঠিক হইত। আগে যদি জানিতাম যে, তুমি এই কীর্ত্তি করিয়াছ, তাহা হইলে আমি নিজেই উদ্যোগী হইয়া তাঁহার সহিত কুসীর বিবাহ দিতাম। যাই হউক, এখন কুসী ভাল হইলে হয়। তাহার শরীরের যেরূপ অবস্থা, তাহাতে আমার বড়ই ভয় আছে।"

হীরালাল উত্তর করিল,—"কুসীর নিমিত্ত আর চিন্তা নাই। আজ যদি তাহাকে দেখিতেন, তাহা হইলে এ কথা আপনি বলিতেন না। দাঁড়ান্! আমি তাহাকে আপনার নিকট আনিতেছি।"

এই কথা বলিয়া বাবু দৌড়িয়া বাটীর ভিতর গমন করিল। সে সময় রসময় বাবু বাটীতে ছিলেন না। অল্পক্ষণ-পরেই কুসীকে লইয়া বাবু বৈঠকখানায় প্রত্যাগমন করিল। কুসী কিছুতেই আসিবে না, বাবুও কিছুতেই ছাড়িবে না। কুসীকে সে টানিয়া আনিতে লাগিল। কুসী বৈঠকখানার দ্বারটী ধরিল। সেই দ্বার ছাড়াইতে বাবুকে বল প্রকাশ করিতে হইল। তাহাতেই আমি বুঝিলাম যে, কুসীর জন্য আর কোন ভাবনা নাই বটে। যে লোকের শরীর কাল অসাড়, অবশ, মৃতপ্রায় হইয়াছিল. আজ সে সবলে দ্বার ধরিতে পারিল। এই এক দিনেই কুসীর মুখশ্রী অনেক পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল। কুসীর চক্ষুর্দ্বয়ে পুনরায় জ্যোতির সঞ্চার হইয়াছিল। বৈঠকখানায় আসিয়া কুসী আমার পশ্চাদ্দিকে লুক্কায়িত হইল। আমি কুসীর হাতটী ধরিয়া একটু হাসিলাম; ঘাড় হেঁট করিয়া কুসীও একটু হাসিল। সেই কাশীর হাসি!

হীরালালকে আমি জিজ্ঞাসা করিলাম,—"বাবু! সে লোচন ঘোষ কে?"

বাবু উত্তর করিল,—"লোচন ঘোষ! সে আবার কে?"

আমি বলিলাম,—"সেই, যে কুসীর মাসীকে পত্র লিখিয়াছিল?"

বাবু হাসিয়া বলিল,—"ওঃ! লোচন ঘোষ কেহ নাই। কলিকাতায় যাহারা রসিদ, বিল, দরখাস্ত প্রভৃতি লিখিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করে, তাহাদের এক জনকে দুই আনা পয়সা দিয়া আমি সেই চিঠি লিখাইয়া লইয়াছিলাম। চিঠি লেখা সমাপ্ত হইলে স্বাক্ষরের সময় সে আমাকে জিজ্ঞাসা করিল,—নাম? আমি তখন আর নাম খুঁজিয়া পাই না; তাই যা মনে আসিল

বলিয়া ফেলিলাম। আমি বলিলাম,—লেখ, লোচন ঘোষ চিঠি ও খবরের কাগজ মাসী-মায়ের নিকট আমিই প্রেরণ করিয়াছিলাম।”

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

অজ্ঞাতবাসের বিবরণ।

বাবুকে আমি পূর্ব্ব কথা সকল জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলাম। অন্যান্য কথা জিজ্ঞাসা করিয়া আমি বলিলাম,—“বাবু! তোমার নৌকা কি সত্য সত্য ডুবিয়া গিয়াছিল?”

বাবু উত্তর করিল,—“ওরে বাপরে! সে যে কি আশ্চর্য্য বাঁচিয়াছিলাম, তাহা আর আপনাকে কি বলিব! বৈশাখ মাস, ঠিক দুই বৎসর আগে আর কি! আমরা গোয়ালন্দ আসিতে-ছিলাম। সন্ধ্যার ঠিক পরেই পশ্চিম উত্তর দিকে ভয়ানক মেঘ উঠিল। নিবিড় অন্ধকারে পৃথিবী ঢাকিয়া গেল। আরোহিগণ নৌকা কিনারায় লাগাইতে বলিল; কিন্তু তৎক্ষণাৎ প্রবল ঝড় উঠিল; এক ঝাপটে নৌকাখানি উল্‌টিয়া পড়িল। আমি অতি কষ্টে তাহার ভিতর হইতে বাহির হইলাম। একজন আমাকে জড়াইয়া ধরিল। তাহার হাত হইতে আপনাকে ছাড়াইবার নিমিত্ত আমি চেষ্টা করিতে লাগিলাম। সেই সময় নৌকার বাঁশ হউক কি কিছু হউক আমার মাথায় লাগিয়া গেল। এই দেখুন, এখনও আমার মাথায় তাহার দাগ রহিয়াছে। অনেক কষ্টে আমি সে লোকের হাত হইতে আপনাকে ছাড়াইলাম। তাহার পর অনেক কষ্টে কিনারায় আসিয়া উঠিলাম। সে অন্ধকারে কে

কোথায় গেল তাহার কিছুই আমি জানিতে পারিলাম না। কিনারায় উঠিয়া একটী মাঠ পার হইয়া একখানি গ্রামে গিয়া উপস্থিত হইলাম। সেই গ্রামে একজনের বাড়ীতে আশ্রয় লইলাম। রাত্রির শেষ ভাগে আমার ভয়ানক জ্বর হইল।"

আমি একখানি চেয়ারে বসিয়াছিলাম। আমার পশ্চাতে দাঁড়াইয়া আমার বাম স্কন্ধের উপর তাহার বাম হাত রাখিয়া কুসী এক মনে নৌকা-ডুবির বিবরণ শুনিতেছিল। এই পর্য্যন্ত শুনিয়া সে কাঁদিয়া ফেলিল, তাহার চক্ষু দিয়া টপ্ টপ্ করিয়া জল পড়িতে লাগিল। এই সময় হীরালালের দৃষ্টি কুসীর উপর পড়িল।

হীরালাল বলিল,—"কুসী! তুমি কাঁদিতেছ। এখন আবার কান্না কিসের? ঈশ্বর আমাকে রক্ষা করিয়াছেন, তাই আমি বাঁচিয়াছি। চুপ কর।"

আমিও কুসীর দিকে ফিরিয়া দেখিলাম। আমিও তাহাকে বলিলাম,—"কুসী! এ আহ্লাদের সময়, কান্নার সময় নয়। কাঁদিয়া পুনরায় কি রোগ করিবে? চুপ কর।"

হীরালাল পুনরায় বলিল,—"আট দিন আমি অজ্ঞান অভিভূত হইয়া পড়িয়া রহিলাম। যাহাদের বাড়ী আমি আশ্রয় লইয়াছিলাম, তাহারা আমার অনেক উপকার করিয়াছে, মেয়ে পুরুষে তাহারা আমার সেবা-শুশ্রূষা করিয়াছে। বাড়ী হইতে চলিয়া আসিবার সময় মা আমাকে অনেকগুলি টাকা দিয়াছিলেন। নোটগুলি মণি-ব্যাগের ভিতর রাখিয়া, সর্ব্বদা আমার কোমরে বাঁধিয়া রাখিতাম। টাকাগুলি সেই জন্য বাঁচিয়া গিয়াছিল। ভিজিয়াও নোট নষ্ট হয় নাই। সজ্জনের বাটীতে আশ্রয় লইয়াছিলাম, সে জন্য আমার জ্বরের সময় সেগুলি চুরি যায় নাই।"

"আট দিনের পর আমার জ্বর ছাড়িয়া গেল। ক্রমে আমি আরোগ্য লাভ করিলাম। শরীরে যখন একটু বল হইল, তখন আমি গোয়ালন্দ আসিলাম। কলিকাতা আসিবার নিমিত্ত রেল-গাড়ীতে চড়িলাম। গাড়ীতে এক ব্যক্তির নিকট একখানি বাঙ্গলা খবরের কাগজ ছিল। পড়িবার নিমিত্ত সেই খবরের কাগজখানি আমি একবার চাহিয়া লইলাম। সেই খবরের কাগজে আমি আমার মৃত্যু সংবাদ দেখিলাম, তাহা দেখিয়া আমি আশ্চর্য্যান্বিত হইলাম না। নৌকা যে ভাবে উল্‌টিয়া পড়িয়াছিল, তাহাতে জন-প্রাণীর বাঁচিবার সম্ভাবনা ছিল না। কিন্তু সেই সংবাদ-পত্র পাঠ করিয়া আমি অবগত হইলাম যে, দুই জন মাঝির প্রাণ রক্ষা হইয়াছে।

"আমার মৃত্যু সংবাদ খবরের কাগজে প্রকাশিত হইয়াছে দেখিয়া আমি ভাবিতে লাগিলাম। ভাবিয়া চিন্তিয়া আমি স্থির করিলাম যে, কিছু দিনের নিমিত্ত আমি এ সংবাদের প্রতিবাদ করিব না। পিতা কর্ত্তৃক সেই ঘোরতর অপমানের কথা তখনও আমার মনে জাগরিত ছিল। আমি ভাবিলাম যে, আমাকে যেরূপ তিনি দুঃখ দিয়াছেন, সেইরূপ তিনিও দিনকত পুত্র-শোক ভোগ করুন।

"তাহার পর কুসীর ভাবনা মনে উদয় হইল। আমি যে জীবিত আছি, এ কথা কুসীকে জানাইব কি না, অনেকক্ষণ ধরিয়া সেই চিন্তা করিতে লাগিলাম। আমি ভাবিলাম যে, যদি কুসীকে বলি যে, আমি জীবিত আছি, তাহা হইলে কলিকাতায় আমার বন্ধু-বান্ধবও সে কথা জানিতে পারিবে। কলিকাতার লোক জানিতে পারিলে, আমার দেশের লোকও জানিবে। সে জন্য

কুসীর নিকটও গোপন করিব, এইরূপ আমি স্থির করিলাম। কিন্তু তাহাতে যে এরূপ বিপদ ঘটিবে, তাহা আমি বুঝিতে পারি নাই।

"তাহার পর আমি ভাবিলাম যে, সংসার খরচের নিমিত্ত মাসী-মায়ের নিকট কিছু টাকা পাঠাইতে হইবে। সেই জন্য আমি নিজেই নিজের মৃত্যু সংবাদ দিতে বাধ্য হইলাম। লোচন ঘোষের নামে সেই পত্রখানি লিখিয়া পাঠাইলাম, আর আমার মৃত্যু সংবাদ সম্বলিত একখানি সংবাদ-পত্রও প্রেরণ করিলাম।

"কিন্তু এত অধিক দিন যে আমাকে অজ্ঞাতবাসে থাকিতে হইবে, তখন তাহা আমি ভাবি নাই। আমি মনে করিয়াছিলাম যে, আপাততঃ আমাকে একটী চাকরির যোগাড় করিতে হইবে। চাকরি হইলেই আমি কুসীকে আপনার নিকটে আনিব। গেরুয়া বস্ত্র ধারণ করিলে অল্প খরচে নানাস্থান ভ্রমণ করিতে পারিব, সে জন্য সন্ন্যাসীর বেশ ধারণ করিলাম। কিন্তু এরূপ বেশ ধারণ করিয়া আমি ভাল কাজ করি নাই। পাছে লোকে আমাকে ভণ্ড মনে করে, সে জন্য অনেক স্থানে চাকরির চেষ্টা করিতে পারি নাই। সত্য কথা বলিতে কি, আমি চাকরির চেষ্টা ভাল করিয়া করিও নাই। মনে করিলাম যে, কুসীর নিকট আমি দুই শত টাকা প্রেরণ করিয়াছি। তাহাতে দুই বৎসর পল্লিগ্রামে এক রূপ চলিয়া যাইবে। এই মনে করিয়া ভারত-বর্ষের নানাস্থানে আমি ভ্রমণ করিতে লাগিলাম।

"আজ প্রায় এক মাস হইল, কুসীর জন্য আমার প্রাণ বড়ই কাতর হইল। আমি তখন মহীশূর অঞ্চলে ভ্রমণ করিতেছিলাম। তৎক্ষণাৎ আমি কলিকাতায় আসিলাম। কলিকাতা হইতে কুসীদের গ্রামে গমন করিলাম। সে স্থানে শুনিলাম যে, কুসীকে

লইয়া মাসী-মা কুসীর পিতার নিকট গমন করিয়াছেন। কুসীর পিতা এখন কোথায় আছেন, সে কথা আর আমি কাহাকেও জিজ্ঞাসা করিলাম না। কুসীর পিতা যে ব্রহ্মদেশে থাকিতেন, তাহা আমি জানিতাম। আমি মনে করিলাম যে, এখনও তিনি সেই ব্রহ্মদেশে আছেন। আমি কলিকাতায় প্রত্যাগমন করিলাম। কলিকাতা হইতে ব্রহ্মদেশে গমন করিলাম। ব্রহ্মদেশে গিয়া আমি জানিতে পারিলাম যে, তিনি পঞ্জাবে বদলি হইয়াছেন। তখন আমার বড় ভয় হইল। আমি ভাবিলাম,—কোন বিপদ ঘটিবে না কি? তা না হইলে এরূপ বিড়ম্বনা হয় কেন? যাহা হউক তাড়াতাড়ি আমি কলিকাতায় প্রত্যাগমন করিলাম। কলিকাতায় কাল বিলম্ব না করিয়া পঞ্জাবে আসিলাম। শ্বশুর মহাশয় প্রথম যে বড় ছাউনিতে বদ্‌লি হইয়াছিলেন, গত কল্য সেই স্থানে গিয়া উপস্থিত হইলাম। সেই স্থানে এই বিবাহের কথা শুনিলাম। প্রথম মনে করিলাম যে, শ্বশুর মহাশয়ের অন্য কোন কন্যা আছে। কিন্তু দুই বৎসর পূর্ব্বে আমি শুনিয়াছিলাম যে, তিনি বিবাহ করেন নাই, এক কুসী ভিন্ন তাঁহার অন্য সন্তান সন্ততি নাই। ঘোরতর বিস্মিত হইয়া আমি সেই বড় ছাউনি হইতে রওনা হইলাম। পথে কত যে কি ভাবিতে লাগিলাম তাহা আপনাকে আর কি বলিব। আমি যে গাড়িতে আসিলাম, সেই গাড়ীতে দিগম্বর বাবুর স্ত্রীও আসিয়াছিলেন। ফল কথা আমিই তাঁহাকে ও বিন্দীকে টিকিট কিনিয়া দিয়াছিলাম। কিন্তু তিনি যে আমার স্ত্রীর বরের স্ত্রী, আর এই অভিনয়ে তিনি যে একজন প্রধান Actress (নায়িকা), তখন তাহা আমি জানিতে পারি নাই। তাহার পর কি হইল তাহা আপনি জানেন।"

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

ফয়ে-ওকার দিয়া যাহা হয়!

এক মনে কুসী এই বিবরণ শ্রবণ করিতেছিল। তাহার দিকে ফিরিয়া আমি বলিলাম,—"কুসী! শুনিলে তো তোমার বাবুর বিদ্যা!"

বাবু বলিল,—"হাঁ কুসী! আমি বড় অন্যায় কাজ করিয়াছি। আমি বুঝিতে পারি নাই যে এত দূর হইবে। সে যাহা হউক, কুসী, তুমি মাদব বাবুকে দেখিয়া লজ্জা করিতে পারিবে না। ইনি আমাদের অনেক উপকার করিয়াছেন। ইহাঁর সাক্ষাতে কাশীতে যেরূপ আমার সহিত হাসিতে, কথা কহিতে, এখনও তাহাই করিতে হইবে। মনে নাই, কাশীতে তুমি ইহাকে বাপ বলিয়াছিলে?"

কুসীর আধ ঘোম্‌টা ছিল। বাবু উঠিয়া তাহার সে ঘোম্‌টা টুকুও খুলিয়া দিল। কুসী আপত্তি করিল, হাত দিয়া কাপড় টানিয়া ধরিল; কিন্তু বাবু তাহা শুনিল না। এখন কেবল তাহার মাথায় কাপড় রহিল। এই গোলমালের পর কুসী আমার কাণে কাণে বলিল,—"আপনাকে আমি জেঠা-মহাশয় বলিব।"

বাবা না বলিয়া কেন সে আমাকে জেঠা-মহাশয় বলিবে, তাহা আমি বুঝিতে পারিলাম। আমি বলিলাম,—"বেশ!" অতঃপর কুসী বাটীর ভিতর চলিয়া গেল।

মাসীর লজ্জা ভাঙ্গা হইয়া গেল। তিনি যে কাজ করিয়াছিলেন, সে সম্পর্কে কোন কথা আর কেহ উত্থাপন করিল না। রূপে গুণে বিভূষিত জামাতা পাইয়া রসময় বাবুর মনে আর

আনন্দ ধরে না। কুসীর স্বাস্থ্যের দিন দিন উন্নতি হইতে লাগিল। কুসীর সেই উজ্জ্বল গৌরবর্ণ পুনরায় পূর্ব্বের ন্যায় ফুটিয়া উঠিল। তাহার গণ্ডদেশ পূরন্ত হইয়া পূর্ব্বের ন্যায় তাহাতে টোল খাইতে লাগিল। তাহার চক্ষু পুনরায় ভাসিয়া উঠিল। চক্ষু তারা দুইটী সূর্য্যালোক-মিশ্রিত নীল সমুদ্র জল-সদৃশ বর্ণে রঞ্জিত হইয়া ঢুলু ঢুলু করিতে লাগিল। কাশীর সেই সরল ভাব, সেই মধুর হাসি পুনরায় কুসীর মুখে দেখা দিল। বয়সের গুণে তাহার কথায়বার্ত্তায় কেবল পূর্ব্বাপেক্ষা একটু গাম্ভীর্য্যের লক্ষণ প্রতীয়মান হইল। তা না হইলে আর সকল বিষয়ে ঠিক সেই কাশীর কুসী হইল। মাঝে মাঝে সে আমার নিকট আসিয়া আমার পাকা চুল তুলিয়া দিত। সেই সময় সে আমাকে কত কথা বলিত।

এক দিন আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম,—"কুসী! যখন দিগম্বর বাবুর সহিত তোমার বিবাহের কথা হইয়াছিল, তখন আমি মনে করিয়াছিলাম যে, সে বিবাহ নিবারণ করিবার নিমিত্ত তুমি আমাকে চেষ্টা করিতে বলিবে। তাহা কর নাই কেন?"

কুসী উত্তর করিল,—"পাছে মাসী আত্মহত্যা করেন, আমি সেই ভয় করিয়াছিলাম। কিন্তু আমি নিশ্চয় বুঝিয়াছিলাম যে, এ বিবাহ হইবে না, বিবাহের পূর্ব্বে আমি মরিয়া যাইব। তবে আর মিছামিছি গোলমাল করিবার আবশ্যক কি? আর দেখুন, জেঠা মহাশয়! এই দুই বৎসর আমি মনুষ ছিলাম না। আমি যে কি ছিলাম, তাহা আমি আপনাকে বলিতে পারি না। আমার যেন জ্ঞান-গোচর কিছুই ছিল না। যেন ভয়ানক একটা দুঃস্বপ্ন দেখিয়াছি, এ দুই বৎসর আমার ঠিক তাহাই বলিয়া মনে হয়।"

চারি পাঁচ দিন পরে আমি হীরালালকে জিজ্ঞাসা করিলাম,— "বাবু! তোমার পিতাকে তুমি পত্র লিখিয়াছ?"

বাবু উত্তর করিল,—"না জেঠা মহাশয়! তাঁহাকে আমি এখনও পত্র লিখি নাই। তাঁহারা জানেন যে, আমি মরিয়া গিয়াছি। দুই বৎসর অতীত হইয়া গেল। তাঁহারা হয়তো আমাকে ভুলিয়া গিয়াছেন। চিঠি লিখিতে আমার লজ্জা করিতেছে।"

বাবুর নিকট হইতে আমি তাহার পিতার ঠিকানা জানিয়া লইলাম। আমি নিজেই তাঁহাকে পত্র লিখিলাম। প্রত্যুত্তর আসিবার সময় অতীত হইল, তথাপি আমি আমার পত্রের উত্তর পাইলাম না। আমার ভয় হইল। তিনি কি এখনও বাবুকে ক্ষমা করেন নাই? অথবা সে স্থানে কি কোনরূপ দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে?

চারি দিন পরে আমার চিন্তা দূর হইল। হীরালালের পিতা নিজেই আসিয়া উপস্থিত হইলেন। হীরালালের মাতা ও এক ভ্রাতাও তাঁহার সঙ্গে আসিয়াছিলেন। বলা বাহুল্য যে, পুত্র জীবিত আছে শুনিয়া পিতা মাতা যেন স্বর্গ হাত বাড়াইয়া পাইলেন। আমার পত্র পাইয়া হীরালালের মাতা, পুত্রকে সত্বর দেখিবার নিমিত্ত কাঁদিয়া কাটিয়া ধূম করিয়াছিলেন। সেজন্য চিঠি না লিখিয়া তাঁহারা নিজেই আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

ভাগ্যে রসময় বাবুর বাড়ীটী বড় ছিল, সেজন্য সকলের তাহাতে স্থান হইল। পিতা পুত্রে কিরূপে সাক্ষাৎ হইল, কুসীকে তাঁহারা কত আদর করিলেন, কত বসন ভূষণে তাহাকে তাঁহারা ভূষিত করিলেন, রসময় বাবুও মাসীর সহিত তাঁহাদের কিরূপ পরিচয় হইল, আমার সহিত তাঁহাদের কিরূপ সদ্ভাব জন্মি

সে সব কথা লিখিয়া পুস্তকের কলেবর আর বৃদ্ধি করিব না। ফল কথা এই যে, সকলের সহিত সকলের বিশেষরূপ সদ্ভাব হইল। পুত্রকে জীবিত পাইয়া, কুসী হেন পুত্রবধূ পাইয়া, হীরালালের পিতা মাতা পরম সুখী হইলেন। হীরালাল হেন জামাতা পাইয়া তাহার পিতা মাতার ন্যায় সমৃদ্ধিশালী সদাশয় কুটুম্ব পাইয়া, রসময় বাবু ও কুসুমের মাসী পরম আনন্দিত হইলেন। সকলের আনন্দে আমিও আনন্দিত হইলাম।

কিছুদিন সেই স্থানে বাস করিয়া হীরালালের পিতা মাতা, পুত্র ও পুত্রবধূ লইয়া দেশে প্রত্যাগমন করিতে ইচ্ছা করিলেন। কুসুমের মাসীকেও সঙ্গে লইয়া যাইবার নিমিত্ত তাঁহারা বিশেষরূপে অনুরোধ করিলেন। কিন্তু রসময় বাবুর সংসারে অন্য কোন অভিভাবক ছিলেন না, সেজন্য তখন তিনি যাইতে পারিলেন না। কিন্তু ইহার কিছুদিন পরে রসময় বাবু শ্বশুর বাড়ীসম্পর্কীয়া একজন বয়স্কা স্ত্রীলোক অভিভাবকস্বরূপ পাইলেন। মাসী এখন কুসুমের নিকট আছেন।

আমাকেও সঙ্গে লইয়া যাইবার নিমিত্ত হীরালাল নিজে ও তাহার পিতা অনেক অনুরোধ করিলেন। সে প্রস্তাবে প্রথম আমি সম্মত হইতে পারি নাই। কিন্তু কুসী এক কাণ্ড করিয়া বসিল। দেশে প্রত্যাগমন করিবার দুই দিন পূর্ব্বে একদিন দুই প্রহরের সময় আমি বৈঠকখানায় শয়ন করিয়া আছি। কুসী আস্তে আস্তে আমার শিয়রে আসিয়া বসিল। শিয়রে বসিয়া আমার পাকা চুল তুলিতে লাগিল। পাকা চুল আর কি ছাই তুলিবে, আমার অধিকাংশ চুল পাকিয়া গিয়াছিল, অল্পই কাঁচা ছিল। সে আমার মাথা খুঁটিতে লাগিল।

মাথা খুঁটিতে খুঁটিতে কুসী বলিল,—"জেঠা মহাশয়! আপনি আমাদের সঙ্গে সেই পূর্ব্বদেশে যাইবেন কি না, তাহা বলুন।"

আমি উত্তর করিলাম,—"আমি কোথায় যাইব? তুমি যাইবে শ্বশুর বাড়ী, সে স্থানে আমি কি জন্য যাইব?"

যাই আমি এই কথা বলিয়াছি, আর কুসী আমার মাথার অনেকগুলি চুল এক সঙ্গে ধরিয়া একটু টান মারিল। যত লাগুক না লাগুক; আমি কিন্তু বলিয়া উঠিলাম,—উঃ! লাগে, ছাড়িয়া দাও!"

কুসী বলিল,—"কখনই না। যতক্ষণ না বলিবেন যে, আমি যাব, ততক্ষণ আমি ছাড়িব না।"

কাজেই আমাকে বলিতে হইল যে, আমি যাব। কাজেই আমাকে যাইতে হইল। কাজেই কুসীর শ্বশুর বাড়ীতে আমাকে কিছুদিন বাস করিতে হইল। কাজেই হীরালালের পিতার সমাদর ও যত্নে আমাকে পরম আপ্যায়িত হইতে হইল। কাজেই সে স্থান হইতে পুনরায় বিদায় গ্রহণের সময় কুসীর কান্না দেখিয়া আমাকেও কাঁদিয়া ফেলিতে হইল।

সে স্থান হইতে আমি স্বগ্রামে প্রত্যাগমন করিলাম। কার্য্যোপলক্ষে কলিকাতায় আমাকে সর্ব্বদা গমন করিতে হয়। কলিকাতার পথে এক দিন সহসা বিন্দীর সহিত আমার সাক্ষাৎ হইল। তাহার সহিত প্রায় এক শত স্ত্রীলোক আর দুই একজন পুরুষ মানুষ ছিল। আমি কোন কথা বলিতে না বলিতে, বিন্দী আসিয়া আমায় ধরিল। বিন্দী বলিল,—"কেও ডাক্তার বাবু! আমাকে চিনিতে পারেন?"

আমি উত্তর করিলাম,—"তোমাকে আমি বিলক্ষণ চিনিতে পারি, কিন্তু তুমি আমাকে চিনিলে কি করিয়া?"

বিন্দী বলিল,—"আমি! আমি সকলকেই চিনিতে পারি। সেই যে উজিরগড়ের চলাচলিতে আপনি ছিলেন! আপনি কে, সে কথা আমি জমাদারকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম,—"দিগম্বর বাবু আর তাঁহার স্ত্রী, এখন কোথায়?"

বিন্দী উত্তর করিল,—"নাতিনীর বিবাহ দিতে তিনি দেশে আসিয়াছেন; আমিও সেই সঙ্গে দেশে আসিয়াছি। আমি কি সে দেশে থাকিতে পারি! আমি সেথোগিরি করি, তাহাতে বেশ দুপয়সা পাওনা আছে, এই দেখুন কতগুলি লোককে কালীঘাট লইয়া যাইতেছি। আমি কি সেই খোট্টার দেশে বসিয়া থাকিতে পারি। তাহার পর আমার গিন্নীমায়ের তেজ দেখিয়া, আমি নূতন একটী ফন্ বাহির করিয়াছি। উদ্ধব দা-ঠাকুর আর আমি দুই জনে ভাগে সেই কাজ করি। পাওনা থোওনা যা হয়, দুই জনে আমরা ভাগ করিয়া লই। উদ্ধব দা-ঠাকুর হইয়াছেন পুরোহিত, আমি হইয়াছি মাইজী স্বামী! সে কাজের জন্যে আমার রং-করা আল্‌খেল্লা আছে।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম,—"সে আবার কি ফন্?"

বিন্দী উত্তর করিল,—"এই কলিকাতায় মাইজী-স্বামী হইয়া আমি চিকিদার বাবুদের বাড়ী যাই। বাবু আর বাবুয়াণীরা আমায় খুব আদর করেন। সকলেই বলেন,—মাইজী-স্বামী আসিয়াছেন! মাইজী-স্বামী আসিয়াছেন! তাহার পর বাবুরা আফিস চলিয়া গেলে আমি গৃহিণীদের বলি,—গিন্নী বাবু!

সাবিত্রী ব্রত ঘুচিয়া এখন এক নূতন ব্রত উঠিয়াছে, তাহা করিবেন? গিন্নী বাবু জিজ্ঞাসা করেন,—কি ব্রত? আমি বলি, ইহার নাম দিগম্বরী ব্রত। গিন্নী বাবু জিজ্ঞাসা করেন,—সে ব্রত করিলে কি হয়? আমি বলি,—সে ব্রত করিলে স্বামী চিরকাল পদানত হইয়া থাকে। অনেকেই এখন সেই ব্রত করিতেছেন।" লেখা-পড়া শিখিয়া যাঁহাদের মেজাজ গরম হইয়া গিয়াছে, সংসারের কাজ কর্ম্ম যাঁহারা কিছুমাত্র করেন না, পঙ্গুর মত কেবল বসিয়া থাকেন, আর রং বে-রঙের পোষাক কিনিয়া স্বামীকে যাঁহারা ফতুর করেন, সেই সব মেয়েদের মধ্যে এই দিগম্বরী ব্রতটী বিলক্ষণ চলন হইয়াছে। লোকের বাড়ী বাড়ী গিয়া আমি গিন্নী বাবুর যোগাড় করি, উদ্ধব দা-ঠাকুর পূজা করেন আর মন্ত্র পড়ান। এখন হইতে সাবিত্রী ব্রত আর কাহাকেও করিতে হইবে না, এই নূতন দিগম্বরী ব্রত করিলেই চলিবে। এই নূতন ব্রতের কথা আপনিও পাঁচ জনকে বলিবেন।"

আমি উত্তর করিলাম,—"সেই উজিরগড়ের ঘটনা সম্বন্ধে আমি একখানি বই লিখিতেছি। সেই পুস্তকে এই নূতন ব্রতের কথা লিখিব।"

এই সময় উদ্ধব দা-ঠাকুর আমার নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি বলিলেন,—"দিগম্বরী ব্রতের ফলের কথাটা ভাল করিয়া লিখিবেন। যে কুল-কামিনী এ ব্রত করেন, তাঁহার জীবন সার্থক হয়। এ জনমে পতি তাঁহার পদানত হইয়া থাকে। গলাভাঙ্গা দিগম্বরীর মত চিরকাল তাঁহার সিঁথিতে সিন্দূর থাকে। ফিরে জন্মে গলাভাঙ্গা দিগম্বরীর মত তাঁহার রূপ হয়, গুণ হয় ও পতি-ভক্তি হয়, আর ফোক্লা

দিগম্বরের মত রূপবান্ গুণবান্ স্ত্রীপরায়ণ স্বামী তিনি লাভ করেন।"

এই কথা বলিয়া, যাত্রী লইয়া বিন্দীর সহিত উদ্ধব দা-ঠাকুর প্রস্থান করিলেন। কলিকাতা হইতে স্বগ্রামে আসিয়া আমি এই পুস্তকখানি লিখিলাম।

পুস্তকখানি লিখিয়া, ইহার নাম কি দিব, তাহা ভাবিতেছি, এমন সময় পশ্চাল্লিখিত পত্রখানি আমি পাইলাম।

"পরম শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত বাবু যাদবচন্দ্র চক্রবর্ত্তী,
ডাক্তার মহাশয় বরাবরেষু।

মহাশয়!

বিন্দীর মুখে শুনিলাম যে উজিরগড়ের ঘটনা সম্বন্ধে আপনি একখানি পুস্তক লিখিতেছেন। আমার নাম ইতিপূর্ব্বে কখন ছাপা হয় নাই। আপনার পুস্তকে আমার নাম ছাপা হইলে, জগতে আমি চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিব। সে জন্য আমি বড়ই আনন্দিত হইয়াছি, আর সে জন্য আপনাকে আমি শত শত ধন্যবাদ করি। কিন্তু আপনার নিকট আমার দুইটী নিবেদন আছে। প্রথম এই যে, আমার নামটী আপনি ভাল স্থানে বড় বড় অক্ষরে ছাপিবেন। তাহা যদি করেন, তাহা হইলে আপনাকে আমি ভিজিট দিব। দ্বিতীয় এই যে, আমার নাম লইয়া লোকের যাহাতে ভ্রম না হয়, সে বিষয়ে আপনি সাবধান হইবেন। কারণ, এ অঞ্চলে অনেকগুলি দিগম্বর আছেন। একজন দীর্ঘ ও স্থূল, সে জন্য সকলে তাঁহাকে ধেড়ে দিগম্বর বলে। একজন খর্ব্ব ও কৃশ, সে জন্য সকলে তাঁহাকে মর্কট দিগম্বর বলে। একজনের সম্মুখের দন্ত কিছু উচ্চ, সে জন্য সকলে তাঁহাকে দাঁতাল

দিগম্বর বলে। আর উৰ্দ্ধকের ধাতু প্রযুক্ত আমার এই যৌবন-কালেই দাঁত পড়িয়া গিয়াছে, সে জন্য সকলে আমাকে দন্তহীন দিগম্বর বলে। কথাটী কিন্তু ঠিক দন্তহীন নয়। প্রকাশ করিয়া না বলিলে লোকে আমাকে চিনিতে পারিবে না, লোকে মনে করিবে এ অন্য দিগম্বর। সে জন্য আপনি প্রকাশ করিয়া ছাপিবেন, তাহাতে আমি রাগ করিব না। আসল কথাটী কি, তাহা বোধ হয় আপনার মনে আছে?—সেই ফয়ে-ওকার! ইতি

আপনার বশংবদ

শ্রীদিগম্বর শৰ্ম্মা।"

এবার আমি আর ভিজিটের লোভ ছাড়িতে পারিলাম না। সে জন্য পুস্তক খানির নাম এইরূপ হইল।

সমাপ্ত।